DAWAT-E-ISLAMI

পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী বোনদের
মাদানী কাফেলা ও মাদানী কাজের
মাদানী বাহারের বরকত সুবাস ছড়াচ্ছে

- মহিলাদের জন্য কার কার সাথে পর্দা রয়েছে?
- স্বামী যদি বাহিরে বের হতে না দেয় তবে..?
- স্বামীর হক বেশি নাকি পিতা-মাতার?
- চাদর ও চার দেয়ালে অবস্থানের শিক্ষা কে দিয়েছেন?
- জশ্নে বিলাদতের বরকতে আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেলো
- অবৈধ প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর
- কত বছর বয়সে বিয়ে করা উচিৎ?
- কোর্ট ম্যারেজ
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সন্দেহ করা কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলা ও মাদানী কাজের মাদানী বাহারের বরকত সুবাস ছড়াচ্ছে

পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

লিখক:

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশনা:

মাকতাবাতুল মদীনা, দা'ওয়াতে ইসলামী।

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবের নাম :-

পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

লিখক :-

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশকাল :-

শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১৪৩৮ হিজরি,
জুলাই ২০১৭ ইংরেজি।

প্রকাশনায়:- **মাকতাবাতুল মদীনা**

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৫টি নিয়্যত

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

"نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।" (আল মু'জামুল কাবির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি হবে।

(১) ইখলাস সহকারে মাসয়ালা শিখে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির হকদার হবো (২) যথাসাধ্য কিতাবটি অযু সহকারে এবং (৩) কিবলামুখী হয়ে পাঠ করবো (৪) কিতাবটি পাঠ করার মাধ্যমে ফরয জ্ঞান অর্জন করবো (৫) যে মাসয়ালা বুঝবো না তার জন্য আয়াতে করীমা فَسۡـَٔلُوۡۤا اَہۡلَ الذِّکۡرِ اِنۡ کُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۳﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৪৩) এর উপর আমল করার নিমিত্তে আলিমদের শরণাপন্ন হব (৬) (ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজন মতো বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডারলাইন করবো (৭) (ব্যক্তিগত কপিতে) নোট করার জন্য যে বিশেষ পৃষ্ঠা রয়েছে তাতে বিশেষ পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করবো (৮) যে মাসয়ালা বুঝতে খুব কষ্টকর মনে হবে তা বারংবার পড়ব (৯) সারা জীবন এর উপর আমল করতে থাকব

www.dawateislami.net

(১০) যে সকল ইসলামী বোনেরা জানে না, তাদেরকে শিখাব (১১) যে জ্ঞানের দিক থেকে সমপর্যায়ের হবে তার সাথে এর পর্যালোচনা করবো (১২) অন্যান্য ইসলামী বোনদের এই কিতাব পড়তে উৎসাহিত করবো (১৩) (কমপক্ষে ১২টি অথবা সামর্থ্যানুযায়ী) এই কিতাব ক্রয় করে অন্যদের উপহার স্বরূপ প্রদান করবো (১৪) এই কিতাব পাঠের সাওয়াব সকল উম্মতের প্রতি প্রেরণ করবো (১৫) লিখনী ইত্যাদিতে কোন প্রকারের শরয়ী ভুল পেলে তা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে লিখিত ভাবে জানাব। (মৌখিক ভাবে বলা বা বলানোতে বিশেষ কোন উপকার হয় না)

মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্থ থাকা মহিলা

হযরত সায়্যিদাতুনা মুআযা আদাবিয়্যা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا প্রতিদিন সকালবেলা বলতেন: (সম্ভবত) এটা ঐ দিন, যেটাতে আমাকে মরতে হবে। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কিছু খেতেন না। আবার যখন রাত হতো, তখন বলতেন: (সম্ভবত) এটা ঐ রাত, যেটাতে আমাকে মরতে হবে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতেন।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেরা দিল কাঁপ উঠতা হে কলিজা মূ কো আতা হে,
করম ইয়া রব আন্ধেরা কবর কা জব ইয়াদ আতা হে।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
মহিলা'র শাব্দিক অর্থ	১
আজকালও কি পর্দা করা আবশ্যক	২
অন্ধকার যুগের সময়সীমা কতটুকু?	৩
পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার শাস্তি	৩
নূপুর দ্বারা কোন্ অলংকার উদ্দেশ্য	৪
প্রতিটি নূপুরের সাথে শয়তান থাকে	৫
নূপুর বিশিষ্ট ঘরে ফিরিশতা আগমন করে না	৫
অলংকারের শব্দের হুকুম	৬
স্বামীর জন্য মহিলাদের অলংকার পরিধান করা	৮
প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার নসীব হয়ে গেলো	৯
সতর সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	**১০**
সতর কাকে বলে?	১০
পুরুষের সতর কতটুকু থেকে কতটুকু	১১
হাজী সাহেবগণ ও জাঙ্গিয়া পরিধানকারী	১২
মহিলার সতর	১৩
নামাযের মধ্যে যদি সামান্য সতর খোলা থাকে তবে...?	১৩
আমি নামায আদায় করতাম না	১৪
অন্তর খুশি করার ফযীলত	১৬
দ্বিতীয় প্রকার সতরের ৪টি অংশ	১৭
(১) পুরুষের জন্য পুরুষের সতর	১৭
ছোট বাচ্চার সতর	১৮
অতি ছোট বাচ্চার রান স্পর্শ করা কেমন?	১৯
সুশ্রী বালককে দেখার হুকুম	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
(২) মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতর	২০
(৩) মহিলাদের জন্য পর পুরুষকে দেখা	২০
কাফির ধাত্রী দ্বারা প্রসব করানো	২১
(৪) পুরুষের জন্য মহিলার সতর	২২
(ক) পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে দেখা	২২
(খ) পুরুষের জন্য তার মাহারিমাকে দেখা	২৩
পুরুষের জন্য মায়ের পা টেপা	২৪
(গ) পুরুষদের জন্য (স্বাধীন) পর-নারীদের দেখা	২৫
চেহারা দেখার অনুমতি সাপেক্ষ্যে কান ও ঘাঁড়ের দিকে দেখার মাসয়ালা	২৬
বেপর্দা থেকে তাওবা	২৬
যাকে বিয়ে করবে তাকে দেখা	২৮
যদি দেখা সম্ভব না হয় তবে কি করা উচিৎ	২৯
পুরুষের নিকট মহিলার চিকিৎসা করানো	৩০
কোমরের ব্যথা ও মাদানী কাফেলা	৩১
মহিলাদের কাপড়ের দিকে পুরুষের দৃষ্টি দেয়া	৩২
আঁচলের সুঁতা	৩৪
ঘরের বাইরে বের হওয়ার সাবধানতা	৩৫
মহিলাদের জন্য কার কার সাথে পর্দা রয়েছে?	৩৬
মাহারিমের প্রকারভেদ	৩৬
দুধের সম্পর্কের লোকদের থেকে পর্দা করা উচিৎ	৩৭
বংশীয় মাহরামের মধ্যে কে কে অন্তর্ভূক্ত?	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কতিপয় শশুড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে	৩৯
দেবর ভাবীর পর্দা	৩৯
শশুড় বাড়ীতে কিভাবে পর্দা করবে?	৪১
পর্দানশীন মহিলার জন্য কঠিন পরীক্ষা	৪৩
আছিয়া رضی اللہ تعالی عنہا এর বেদনাদায়ক পরীক্ষা	৪৫
মরহুমা আম্মাজান মাদানী কাজ করার অনুমতি নিয়ে দিলেন	৪৬
মাদানী কাজের উৎসাহ মারহাবা	৪৮
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ৪টি বাণী	৪৮
ঘরের মধ্যে পর্দার মন-মানসিকতা কিভাবে হবে?	৪৯
অধিনস্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে?	৫০
ছোট ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ	৫০
দাইয়্যুসের সংজ্ঞা	৫২
যদি মহিলারা অবাধ্য হয় তবে...?	৫৪
পাতানো (মুখে ডাকা) ভাই-বোনের সাথেও কি পর্দা রয়েছে?	৫৫
পালক সন্তানের হুকুম	৫৫
শিশু কন্যাকে কোলে নেয়া কেমন?	৫৬
পালিত পুত্রে সাথে পর্দা জায়েয হওয়ার পদ্ধতি	৫৭
ছেলে কখন বালিগ হয়?	৫৮
মেয়ে কখন বালিগা হয়?	৫৮
কত বছরের ছেলের সাথে পর্দা করতে হবে?	৫৮
বিধর্মী মহিলার সাথে পর্দা	৬০
আ'লা হযরত رحمۃ اللہ تعالی علیہ এর ফতোওয়া	৬৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাপিষ্ঠা মহিলা থেকে পর্দা	৬৩
আমার জীবনের লক্ষ্য	৬৪
৮৮৩টি ইজতিমা	৬৬
মাদানী ইনআমাত কার জন্য কতটি?	৬৬
মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ	৬৭
শিক্ষকের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?	৬৮
পীর ও মুরীদনীর পর্দা	৬৮
মহিলা না-মাহরাম পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে না	৬৯
পর-নারীর সাথে হাত মিলানোর শাস্তি	৬৯
মহিলাদের কোরআন শিখার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া	৭০
অটলতার ফল	৭০
প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব	৭২
মহিলারা নিজের পীরের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা	৭২
মহিলারা নিজের পীরের সাথে কথা বলতে পারবে কিনা?	৭৩
পীর ও মুরীদনীর ফোনের মাধ্যমে কথাবার্তা	৭৪
মহিলার জন্য ফোন রিসিভ করার পদ্ধতি	৭৪
হতভাগ্য আবিদ ও যুবতী মেয়ে	৭৬
যৌন উত্তেজনা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলো	৭৯
আলিম সাহেবের মেয়ে যদি বেপর্দা হয় তবে?	৮০
আলিম পিতার বেদনাদায়ক পরিণতি	৮১
মহিলারা ওমরা করবে কিনা?	৮২
উম্মুল মু'মিনীন সারা জীবনেও ঘর থেকে বের হননি	৮৩
মহিলাদের মসজিদে আসা নিষেধ হওয়ার কারণ	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫ দিন পর যখন কবর খুলে গেলো	৮৮
এক তরমুজকে দেখে অপর তরমুজ রং ধারণ করে	৯০
দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে!	৯১
স্বামী যদি বাহিরে বের হতে না দেয় তবে..?	৯২
প্রিয় নবী ﷺ এর ৭টি বাণী	৯৩
স্বামীর হক বেশি নাকি পিতা-মাতার?	৯৫
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক সমূহ	৯৬
ঘর শান্তির নীড় কিভাবে হবে?	৯৮
অতিরিক্ত লবণ ঢেলে দিলো	৯৯
স্ত্রীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ	১০০
ইসলামী বোনদের মাদানী (ছেহেরা) কবিতা	১০১
সত্য নিয়্যতের বরকতে হারিয়ে যাওয়া অলংকার ফিরে পেলো	১০৩
ভাল নিয়্যতের ফযীলত	১০৪
হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার ৪টি ওযীফা	১০৫
মহিলারা আল্লাহ্র ভয়ে বিয়ে না করা কেমন?	১০৫
বিয়ে না করাতে নারীরা কি গুনাহগার হবে	১০৬
স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পরিণতি	১০৭
নাকের ছিদ্র থেকে প্রবাহিত রক্ত ও পূঁজ চাটলেও...	১০৮
আমি কখনো বিয়ে করবো না	১০৯
মেয়ের বাড়ীর লোকেরা সতর্ক থাকুন	১১১
স্বামী যদি বেপর্দা হওয়ার আদেশ দেয় তবে...?	১১২
সন্তানের প্রথম শিক্ষাস্থল মায়ের কোল	১১৩
মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে	১১৪
মহিলাদের আলিমার নিকট গিয়ে পড়া	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও	১১৬
যিয়ারতে মুস্তফা ﷺ	১১৭
প্রিয় নবী ﷺ উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন	১১৮
বিনা অনুমতিতে ইজতিমার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া	১১৯
পুরুষের নিকট মহিলার লেখাপড়া করা	১২০
মহিলারা আলিমের বয়ান শুনার জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে কিনা?	১২১
জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ	১২২
দা'ওয়াতে ইসলামীর ৯৯% কাজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেই হচ্ছে	১২৩
ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ	১২৪
পর্দা করা কি উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক?	১২৫
প্রকৃতপক্ষে সফল কে?	১২৭
জাহান্নামে মহিলাদের আধিক্য	১২৮
নির্লজ্জতার শেষ সীমা	১২৯
সত্তর হাজার জারজ সন্তান	১৩০
চাদর ও চার দেয়ালে অবস্থানের শিক্ষা কে দিয়েছেন?	১৩১
মহিলাদের চাকরী করা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	১৩২
ঘরে কাজের মেয়ে রাখতে পারবে কিনা?	১৩৩
বিমানবালার চাকরী করা কেমন?	১৩৩
পুরুষের জন্য বিমানবালার সেবা নেয়া কেমন?	১৩৩
মহিলাদের একাকী সফর করা কেমন?	১৩৪
উড়োজাহাজে মহিলাদের একাকী সফর করা কেমন?	১৩৬
আমরা এখন শুধুই মাদানী চ্যানেল দেখি	১৩৭
নামায অশ্লীলতা থেকে বাঁচায়	১৩৯

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবীর অনুসরনে গাছের শুকনো ডালকে নাড়লেন	১৩৯
মহিলারা কি ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে?	১৪০
মহিলারা পুরুষ দ্বারা ইনজেকশন লাগানো	১৪১
পুরুষেরা নার্স দ্বারা ইনজেকশন লাগানো	১৪১
মাথায় লোহার পেরেক	১৪১
নার্সের চাকরী করা কেমন?	১৪২
আহতদের খিদমত ও মহিলা সাহাবীগণ	১৪২
নার্সের চাকরী একটি জায়েয পন্থা	১৪৩
আব্বুর বিদেশে চাকরী হয়ে গেলো	১৪৩
সহ-শিক্ষার শরয়ী হুকুম	১৪৪
মহিলা ও কলেজ	১৪৫
পর্দানশীন মেয়েদের বিয়ে হয় না	১৪৬
বিচারপতির চাকরী	১৪৭
পরীক্ষায় ভয় পাবেন না	১৪৭
উপন্যাস পড়া কেমন?	১৪৮
আমি ফ্যাশন পূঁজারী ছিলাম	১৫০
মুচকি হেসে কথা বলা সুন্নাত	১৫১
আজকাল কি পর্দা করা জরুরী নয়?	১৫২
আপনি তো ঘরের মানুষ!	১৫২
পুরুষের হাত দ্বারা চুড়ি পরিধান করা	১৫৩
পর্দা করার ক্ষেত্রে সমাজের লোকদেরকে ভয় করা	১৫৩
ঘরে যদি কেউ মারা যায় তখনও কি পর্দা জরুরী?	১৫৫
সন্তান হারিয়েছি লজ্জাতো হারায়নি	১৫৫
আমার মেয়ের গলার ব্যথা চলে গেলো	১৫৬
নামাহারিমাকে সমবেদনা জানাতে পারবে কিনা	১৫৭
নামাহারিম রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা কেমন?	১৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সন্তান প্রসব সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	**১৫৮**
কাফির ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রসব করানোর মাসয়ালা	১৫৮
শুধু অন্তরের পর্দা কি যথেষ্ট?	১৫৯
মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে গেলো	১৬১
পর্দা করতে সংকোচবোধ হলে...	১৬৩
বিবি ফাতেমার কাফনেরও পর্দা!	১৬৪
বিবি ফাতেমার পুলসিরাতের উপরও পর্দা	১৬৫
মিশুকতার বরকত	১৬৬
মহিলাদের মাযারে হাজেরী দেয়া	১৬৭
মহিলারা জান্নাতুর বাক্বীতে উপস্থিত হবে কিনা?	১৬৮
প্রিয় নবী ﷺ এর রওজায় নারীদের উপস্থিতি	১৬৯
মহিলারা মদীনায় যিয়ারত করতে পারবে কিনা?	১৭১
মহিলারা মসজিদে নববী শরীফে ইতিকাফ করবে কিনা?	১৭১
মহিলা সাহাবীয়াদের পর্দার অবস্থাদি	১৭২
(১) ইহরাম অবস্থায়ও চেহারার পর্দা	১৭২
(২) মহিলা আনসারীর কালো চাদর	১৭৩
(৩) লুঙ্গি ছিঁড়ে ওড়না বানিয়ে নিলেন	১৭৩
(৪) পর্দার সাবধানতা! سُبْحٰنَ الله	১৭৪
(৫) ওড়না যেন পাতলা না হয়	১৭৫
(৬) পাতলা ওড়না ছিঁড়ে ফেললেন	১৭৫
প্রিয় নবী ﷺ এর যুগে পর্দা স্বাধীন মুসলমান নারীদের নিদর্শন ছিলো	১৭৬
(৮) সর্বাবস্থায় পর্দা	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৯) স্ত্রী ঘর থেকে কেন বের হলো!	১৭৭
নারীকে উত্যক্ত করায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো	১৭৮
মহিলা ও শপিং সেন্টার	১৭৯
মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো!	১৮০
ঘরের পণ্যসামগ্রী যেন পুরুষেরাই আনে	১৮০
মহিলাদের টেক্সিতে চলা-ফেরার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	**১৮২**
মহিলার ঘরের কর্মচারীর সাথে সংকোচহীনতার বিধান	১৮৬
ইসলামী বোন ও আল্লাহ্র রাস্তায় সফর	১৮৭
মাদানী কাফেলার ৬টি বাহার	১৮৮
(১) কিড়নীর ব্যথা দূর হয়ে গেলো	১৮৯
প্যারালইসিস থেকে সাথে সাথেই আরোগ্য	১৯০
(২) ব্লাড প্রেশারের রোগী সুস্থ হয়ে গেলো	১৯১
১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়	১৯২
(৩) শান্তির ঘুম	১৯২
(৪) ঘাড়ের ব্যথা দূর হয়ে গেলো	১৯৪
অন্ধ ছেলের বিস্ময়কর কাহিনী	১৯৫
(৫) আমার বমি হয়ে যেতো	১৯৬
(৬) হারানো স্বর্ণের কানফুল পাওয়া গেলো	১৯৭
জান্নাতেরও কি অপরূপ শান!	১৯৮
ইসলামী বোন ও নেকীর দাওয়াত	১৯৯
আওয়াজ কিভাবে স্পষ্ট হলো!	১৯৯
ইসলামী বোনদের মাদানী মাশওয়ারা	২০২
ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সুন্নাত শিখার জন্য বের হওয়া কেমন?	২০২
ইসলামী বোনদের ইজতিমা করা কেমন?	২০২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলিম নয় এমন ব্যক্তি বয়ান করা হারাম	২০৩
আলিমের সংজ্ঞা	২০৪
যারা আলিম নয় তাদের বয়ানের পদ্ধতি	২০৬
মুবাল্লিগদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	২০৭
ইসলামী বোনেরা নাত শরীফ পড়বে কি পড়বে না?	২০৮
ইসলামী বোনেরা মাইক ব্যবহার করবেন না	২০৮
মহিলার গানের আওয়াজ	২০৯
আমার আওয়াজ কাঁপতো	২১০
বারান্দা হতে একে অপরকে ডাকা কেমন?	২১২
সন্তানকে ধমক দেয়ার আওয়াজ	২১৩
মহিলারা নাতের ভিডিও ক্যাসেট দেখবে কিনা?	২১৪
মহিলারা নাতের অডিও ক্যাসেট শুনবে কিনা?	২১৪
ইসলামী বোনেরা নাত পরিবেশনকারীদের ক্যাসেট শুনবে না	২১৫
ইসলামী বোনেরা কি মরহুম নাত পরিবেশনকারীদের নাতও শুনতে পারবেন না?	২১৬
মাদানী চ্যানেল আমাকে মাদানী বোরকা পরিধান করিয়ে দিলো!	২১৬
ইসলামী বোনদের মাদানী চ্যানেল দেখার শরয়ী মাসয়ালা	২১৭
মহিলারা ঝাড়-ফুঁককারী ব্যক্তির নিকট যাবে কিনা?	২১৯
মহিলাদের মেকআপ করা কেমন?	২২০
পেশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ	২২০
দেখানোর জন্য অংলকার পরিধান করা	২২২
মহিলারা সুগন্ধি লাগাবে কিনা?	২২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিলারা সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে বের হবে না	২২৩
সুগন্ধি ব্যবহারকারীনি মহিলার ঘটনা	২২৪
আকর্ষনীয় বোরকা	২২৪
মাদানী বোরকা	২২৫
ইসলামী বোনদের জন্য সতর্কতা	২২৬
নিজের মহল্লায় এসে বোরকা খুলে ফেলা কেমন?	২২৭
যদি মাদানী বোরকা পরিধান করতে গরম অনুভব হয়...?	২২৭
প্রিয় নবী ﷺ উত্তপ্ত মরুভুমিতে	২২৮
চুলের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	**২২৯**
চুল সম্পর্কিত সাবধানতা	২২৯
মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা	২৩০
মহিলাদের পুরুষের মতো চুল কাটানো	২৩০
সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো	২৩০
দূর্বল বাহানা	২৩২
মহিলাদের দর্জিকে মাপ দেয়া কেমন?	২৩৩
ভাই আর ভাবীর ইনফিরাদি কৌশিশ	২৩৩
পরিবারের সদস্যদের সংশোধন করুন	২৩৫
পরিবারের সদস্যদের দোযখ থেকে কিভাবে বাঁচাবেন?	২৩৫
হিজড়া থেকেও পর্দা	২৩৬
হিজড়া কাকে বলে?	২৩৬
হিজড়ামী করা থেকে বিরত থাকার প্রতি জোর	২৩৬
নকল হিজড়া	২৩৭
যে হিজড়া নয় তাকে হিজড়া বলে ডাকা কেমন?	২৩৮
হিজড়াকে হিজড়া বলে সম্বোধন করা	২৩৮
হিজড়াদের আচরণ	২৩৯
তৃতীয় লিঙ্গ তথা খুনচা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান	২৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক হিজড়ার ক্ষমা পাওয়ার ঘটনা	২৪২
কনের পা ধৌত করা পানি ছিটানো কেমন?	২৪৩
দৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	**২৪৩**
দৃষ্টি দেয়া সম্পর্কিত ৪টি হাদীস শরীফ	২৪৪
দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও	২৪৪
ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দিওনা	২৪৪
দৃষ্টি হিফাযতের ফযীলত	২৪৫
শয়তানের বিষাক্ত তীর	২৪৫
চোখে আগুন ভর্তি করা হবে	২৪৫
আগুনের শলাকা	২৪৬
দৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে	২৪৬
মহিলাদের চাদরের দিকেও দৃষ্টি দিওনা	২৪৭
কুদৃষ্টি দিয়ে ফেললে কি করবে?	২৪৭
গুনাহ ক্ষমা করানোর ব্যবস্থাপত্র	২৪৮
তাওবার নিয়্যতে গুনাহ করা কুফরী	২৪৮
এক চক্ষুবিশিষ্ট লোক	২৪৯
আমি গুনাহের জলাভূমি থেকে বের হয়ে এলাম	২৫২
দোয়ার ফযীলত	২৫৩
কারো ঘরে উঁকি মেরো না	২৫৪
চোখ উপড়ে ফেলার অধিকার	২৫৫
কথাবার্তার সময় দৃষ্টি কোথায় থাকবে?	২৫৬
প্রিয় নবী ﷺ এর দৃষ্টির অনুকরণ	২৫৭
জশ্নে বিলাদতের বরকতে আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেলো	২৫৮
জশ্নে বিলাদত দেখে ইসলাম গ্রহণ	২৬০
জশ্নে বিলাদত উদযাপনকারীর প্রতি প্রিয় আক্বা ﷺ খুশি হন	২৬০

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবৈধ প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	**২৬১**
প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর বিয়ে করতে পারবে কিনা?	২৬২
শরীয়াত বিরোধী প্রেম-ভালবাসার ধ্বংসলীলা	২৬৩
তিন যুবতী বোনের সম্মিলিত আত্মহত্যা	২৬৫
ভালবাসায় ব্যর্থ হওয়ায় আত্মহত্যা	২৬৬
অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বাঁচার পদ্ধতি	২৬৬
কত বছর বয়সে বিয়ে করা উচিৎ?	২৬৭
জ্বিন যদি নারীর উপর আসক্ত হয়ে যায় তবে...?	২৬৯
জ্বিন যদি নারীকে জোরপূর্বক উপহার দেয় তবে...?	২৬৯
প্রেমিক-প্রেমিকার উপহার প্রদানের শরীয় হুকুম	২৬৯
নাজায়িয উপহার ফেরত দেওয়ার উপায়	২৭০
সুদর্শন বালককে উপহার দেয়া কেমন?	২৭১
মহিলারা নামাহারিমকে উপহার দিতে পারবে কিনা?	২৭১
জুলেখার কাহিনী	২৭৪
দূর্ভাগা প্রেমিকদের যুক্তি খন্ডন হয়ে গেলো!	২৭৬
বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা	২৭৮
অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকার রূহানি চিকিৎসা	২৮১
আবদুল্লাহ্ বিন মোবারকের তাওবার কারণ	২৮২
সাপ, মাছি তাড়ানোয় রত ছিলো	২৮৩
সৌভাগ্যবান আবিদের দৃঢ়তা	২৮৩
আম্বিয়ায়ে কিরামদের উপরও পরীক্ষা এসেছে	২৮৭
আজকালকার অবৈধ প্রেম-ভালবাসা ধ্বংস করে দিলো	২৮৯
প্রেমিকদের আবেগময় ৭টি লজ্জাজনক বাক্য	২৯০
প্রেমিকার আবেগময় ১২টি লজ্জাজনক বাক্য	২৯১
প্রেমের বিয়ে সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	**২৯২**
কোর্ট ম্যারেজ	২৯২
কুফু (যোগ্যতা) কাকে বলে?	২৯৫
কুফু'র প্রতিটি শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা	**২৯৬**
(১) জাত (বংশ) এর বর্ণনা	২৯৬
অনারবী ছেলে ও আরবী মেয়ে	২৯৭
আলিমে দ্বীনের অনেক বড় একটি ফযীলত	২৯৮
মেমন বংশের ছেলে ও সৈয়দ বংশের মেয়ের কোর্ট ম্যারেজ	২৯৯
সৈয়দজাদা ও মেমন বংশের মেয়ের কোর্ট ম্যারেজ	৩০০
সৈয়দজাদীর সাথে সৈয়দ নয় এমন লোকের বিয়ে	৩০২
(২) ইসলামে যোগ্য হওয়া	৩০৩
মুসলমান মেয়ের সাথে নও মুসলিম ছেলের বিয়ে	৩০৪
(৩) পেশায় যোগ্য হওয়া	৩০৪
ব্যবসায়ীর মেয়ের কুফু আছে কি নেই?	৩০৫
নাপিত ও মুছি পরস্পরের যোগ্য হওয়া	৩০৫
(৪) সততার মধ্যে যোগ্য হওয়া	৩০৬
পাপী ও খোদাভিরুর কন্যা	৩০৭
(৫) সম্পদের মধ্যে যোগ্যতা	৩০৭
কুফু (যোগ্যতা) সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক	৩০৮
অন্যকে পিতা বানানো	৩১০
বিয়ে কার্ডে পিতার নাম ভুল দেওয়া	৩১১
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সন্দেহ করা কেমন?	৩১৫
কাউকে দুঃশ্চরিত্রা (বেশ্যা) বলা কেমন?	৩১৬
গালী-গালাজের ইহকালীন (দুনিয়াবী) শাস্তি	৩১৭
সন্দেহের ভিত্তিতে অপবাদ দিবেন না	৩১৮
লোহার ৮০টি চাবুক	৩১৯
দোষ-ত্রুটি গোপন করো জান্নাতে প্রবেশ করো!	৩১৯
দোষ প্রকাশ করার শাস্তি	৩২০
যাদুটোনা করানোর অপবাদ	৩২০
অপবাদের শাস্তি	৩২১
তাওবার চাহিদা পূর্ণ করে নিন	৩২২
কুধারণা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	**৩২৩**
কান্নাকারীর প্রতি কুধারণার ক্ষতি	৩২৪
মৃত স্বামী-স্ত্রীর গোসল দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	**৩২৪**
তথ্যসূত্র	

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই কিতাব সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন যে, আমি (সকল প্রকারের যিকির ওযীফা, দোয়া করা ছেড়ে দিব আর) আমার পুরো সময়টা দরূদ পাঠে ব্যয় করবো। তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা তোমার চিন্তাগুলোকে দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে আর তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হার দরদ কি দাওয়া হে, صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد, তাবীজে হার বালা হে, صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد।

(عورت তথা মহিলা) এর শাব্দিক অর্থ

প্রশ্ন:- (عورت তথা মহিলা) এর শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তর:- (عورت তথা মহিলা) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো; "গোপন করার বস্তু"। **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ইরশাদ করেছেন: "(عورت তথা মহিলা), "মহিলা'ই" (অর্থাৎ গোপন করার বস্তু)। যখন সে বের হয় তখন তাকে শয়তান উঁকি মেরে দেখে।" (অর্থাৎ তাকে দেখা শয়তানের কাজ)

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৭৬)

আজকালও কি পর্দা করা আবশ্যক?

প্রশ্ন:- এই যুগেও কি পর্দা করা আবশ্যক?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! কিছু বিষয় যদি দৃষ্টির সামনে রাখা হয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পর্দার মাসয়ালা বুঝার ক্ষেত্রে সহজ হবে। ২২ পারা সূরা আহযাব এর ৩৩ নং আয়াতে পর্দার হুকুম দিতে গিয়ে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিজেদের ঘরগুলোতে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা;

খলিফায়ে আ'লা হযরত, সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের টীকায় বলেন: পূর্বের অন্ধকার যুগ (জাহেলীয়্যতের যুগ) দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের পূর্বের যুগ। সেই যুগে মহিলারা বেপর্দা বের হতো। নিজের সৌন্দর্য্যতা ও রূপ মাধুর্যকে (অর্থাৎ শরীরের সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যতা যেমন; বুকের উত্তান ইত্যাদি) প্রকাশ করতো। যেন পর-পুরুষেরা তা দেখে। এমন পোশাক পরিধান করতো যার দ্বারা শরীর পুরোপুরি আবৃত হতো না। (খাযায়িনুল ইরফান, ৬৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আফসোস! অন্ধকার যুগের সেই পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতা বর্তমান যুগেও দেখা যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে যেমনি ভাবে সেই যুগে পর্দা আবশ্যক ছিলো, তেমনি ভাবে বর্তমানেও আবশ্যক।

অন্ধকার (জাহেলী) যুগের সময়সীমা কতটুকু?

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আহ! যদি উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বর্তমান যুগের মুসলমান মহিলারা শিক্ষাগ্রহণ করতো। এই মহিলারা সেই উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের চেয়ে উর্ধ্বে নয়। "**রুহুল বয়ানে**"র প্রণেতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও সায়্যিদুনা নুহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর তুফানের মধ্যবর্তী যুগকে প্রথম অন্ধকার যুগ (জাহেলী যুগ) বলা হয়, যার সময়সীমা বারশত বাহাত্তর (১২৭২) বছর ছিলো। আর ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যবর্তী যুগকে দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ বলা হয়। যার সময়সীমা প্রায় ছয়শত (৬০০) বছর ছিলো। (নূরুল ইরফান, ৬৭৩ পৃষ্ঠা, রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা) وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার শাস্তি

<u>**প্রশ্ন**</u>:- বেপর্দার শাস্তি কি?

<u>**উত্তর**</u>:- মহিলাদের বেপর্দা হওয়া **আল্লাহ্ তাআলার** গযবের মাধ্যম এবং ধ্বংসের কারণ। এই প্রশ্নের উত্তরে ১৮ পারার সূরা নূরের ৩১নং আয়াতের এই অংশটুকুর তাফসীর লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ

(পারা: ১৮, সূরা: নুর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে জানা যায় গোপন সাজসজ্জা;

বর্ণিত আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় মুফাস্সীরে কোরআন মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: অর্থাৎ মহিলারা ঘরের মধ্যে চলাফেরা করার সময়ও এতটুকু আস্তে পা ফেলবে যেন তাদের অলংকারের আওয়াজ শুনা না যায়। **মাসয়ালা:** এজন্যই মহিলাদের উচিত তারা যেন শব্দ সৃষ্টিকারী নূপুর পরিধান না করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ্ তাআলা** সেই সম্প্রদায়ের দোয়া কবুল করেন না, যে সম্প্রদায়ের মহিলারা নূপুর পরিধান করে থাকে।" (তাফসীরাতে আহমদীয়া, ৫৬৫ পৃষ্ঠা) এ থেকে বুঝে নেয়া উচিত যে, যখন অলংকারের শব্দ দোয়া কবুল হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করে, তবে বিশেষ করে মহিলারা নিজের আওয়াজকে (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে অন্য পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছানো) এবং তাদের বেপর্দা হওয়া, কিরূপ **আল্লাহ্ তাআলা** গযবের কারণ হবে। পর্দার ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া ধ্বংসের কারণ। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

নূপুর দ্বারা কোন অলংকার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন:- হাদীসে পাকে যে শব্দসৃষ্টিকারী নূপুর পরিধানে বারণ করা হয়েছে তা দ্বারা কোন অলংকার উদ্দেশ্য?

উত্তর:- এর দ্বারা পায়ের ঘুঙ্গুর উদ্দেশ্য, এমন অলংকার পরিধানকারীনিদের ব্যাপারে একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

“আল্লাহ্ তাআলা শব্দসৃষ্টিকারী নুপুরের আওয়াজকে এমনিভাবে অপছন্দ করেন যেমনিভাবে গানের আওয়াজকে অপছন্দ করেন এবং যে মহিলা এমন অলংকার পরিধান করবে তার হাশর তেমনই হবে যেমনটি বাদ্যযন্ত্র বাদকদের হবে। যে মহিলা শব্দসৃষ্টিকারী নূপুর পরিধান করে তার উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়।”

(কানযুল উম্মাল, ১৬তম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫০৬৩)

প্রতিটি নূপুরের সাথে শয়তান থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমাদের ঘরের (এক) দাসী হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মেয়েকে নিয়ে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নিকট গেলো, এমতাবস্থায় তার পায়ে নুপুর ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সেটাকে কেঁটে দিলেন এবং বললেন: “আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট শুনেছি যে, প্রতিটি নুপুরের সাথে শয়তান থাকে।”

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৩০)

নূপুর বিশিষ্ট ঘরে ফিরিশতা আগমন করে না

হযরত সায়্যিদাতুনা বুনানা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁর কাছে একটি শিশু কন্যাকে আনা হলো, যার পায়ে নুপুর ছিলো, যেটা আওয়াজ করছিল। (তা দেখে) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: তাকে কখনও আমার নিকট আনবেনা। কিন্তু যদি তার নুপুর ভেঙ্গে ফেলা হয় (তবে আনবে)। **আমি রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যে ঘরে নুপুর থাকে সেই ঘরে ফিরিশতা আগমন করে না।”

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৩১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এই অধ্যায়ের হাদীসে মোবারাকার টীকায় প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: اَجۡرَاسٌ শব্দটি جَرَسٌ এর বহুবচন। যার অর্থ হলো: নুপুর এবং তার ন্যায় শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তু। উটের গলায় ঝুমুর এবং বাজ পাখির পায়ের চামড়াকেও আজরাস বলা হয়। হিন্দুস্থানেও পূর্ববর্তী মহিলাদের মধ্যে নুপুরের প্রচলন ছিলো। হাদীসে আয়েশায় رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যেই নুপুর ভেঙ্গে ফেলার বর্ণনা রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: এমন ভাবে ভেঙ্গে দিবে যে, তার ভিতরের কংকর বের করে দিবে অথবা তার নুপুরকে আলাদা করে দিবে অথবা সেই নুপুরটা স্বয়ং ভেঙ্গে ফেলবে। মোটকথা হলো, তাতে যেন শব্দ না হয়। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

অলংকারের শব্দের হুকুম

প্রশ্ন:- মহিলাদের জন্য কী শব্দ সৃষ্টিকারী অলংকার পরিধান করা একেবারে নিষিদ্ধ?

উত্তর:- না, এমন তো কখনও হতে পারে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** ২২তম খন্ডের ১২৭ ও ১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: "বরং মহিলাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একেবারে অলংকার বিহীন থাকা মাকরূহ। কেননা, এতে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।" তিনি আরো বলেন: হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত মাওলা আলী کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ইরশাদ করলেন: “يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّيْنَ عُطْلًا অর্থাৎ; হে আলী! নিজ পরিবারের মহিলাদেরকে হুকুম দাও যে, (তারা যেন) অলংকার বিহীন নামায আদায় না করে।”

(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯২৯)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا মহিলাদের জন্য অলংকার বিহীন নামায পড়াকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) মনে করতেন আর বলতেন: “যদি কিছুও না পাও তবে একটি রশি গলায় বেধেঁ নাও।” (আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৬৭) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ শব্দ সৃষ্টিকারী অলংকার ব্যবহার করা সম্পর্কে বলেন: “শব্দ সৃষ্টিকারী অলংকার মহিলার জন্য সেই অবস্থায় পরিধান করা জায়েয, যখন তাকে না-মাহরাম যেমন; চাচাতো, খালাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই, ভাসুর, দেবর, বোনের স্বামীর সামনে আসতে না হয়। আর না তার অলংকারের শব্দ না-মাহরাম পর্যন্ত পৌঁছে।” **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন সাজসজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট;

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপ না করে যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজসজ্জা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নোট: এই আয়াতে করীমা যেমনিভাবে না-মাহরাম পর্যন্ত অলংকারের শব্দ পৌঁছাতে নিষেধ করছে, অনুরূপভাবে যখন শব্দ না পৌঁছে তখন তা পরিধান করা মহিলাদের জন্য জায়েয সাব্যস্ত করছে। কেননা, এই আয়াতে মোবারাকায় জোরে জোরে পা রাখতে বারণ করা হয়েছে, পরিধান করতে বারণ করা হয়নি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠা, সংকলিত)

স্বামীর জন্য মহিলাদের অলংকার পরিধান করা

প্রশ্ন:- স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য মহিলাদের অলংকার পরিধান করা কেমন?

উত্তর:- সাওয়াবের কাজ। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "স্বামীর জন্য মহিলাদের অলংকার পরিধান করা, সাজসজ্জা করা মহান প্রতিদানের মাধ্যম ও তার জন্য নফল নামায আদায় করা থেকেও উত্তম। কতিপয় নেক্কার বিবিগণ (এমনও ছিলেন) নিজে এবং তার স্বামী উভয়েই আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। প্রতি রাতে ইশারের নামাযের পর পুরোপুরি নব বধুর মতো সেজে নিজের স্বামীর নিকট আসতেন। যদি তাকে নিজের দিকে আগ্রহী মনে হতো তবে স্বামীর নিকট উপস্থিত থাকতেন। নতুবা অলংকার খুলে জায়নামায বিছিয়ে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। আর নব বধুকে সাজানো তো অনেক পুরোনো সুন্নাত এবং অনেক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। বরং যুবতি মেয়েদেরকে ভাল পোশাক ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত রাখা যেন তাদের বিয়ের প্রস্তাব আসে, এটাও সুন্নাত।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কিন্তু স্মরণ রাখবেন! সাজ-সজ্জা যেন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে এবং তাও শুধুমাত্র মাহরামদের সামনে হয়। যুবতী মেয়েদের সাজিয়ে পর-পুরুষের সামনে বেপর্দা অবস্থায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার নসীব হয়ে গেলো

ইসলামী বোনেরা! শরয়ী পর্দা করাতে দৃঢ়তা পাওয়ার জন্য তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজও করতে থাকুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় ইসলামী বোনেরা মুসাফির হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করতে থাকুন।[১] যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, মাদানী কাফেলায় কি পাওয়া যায়? তবে আমি বলব: মাদানী কাফেলায় কি পাওয়া যায় না! এই মাদানী বাহারটি লক্ষ্য করুন এবং নবীর প্রেমে মুখরিত অন্তরের অনুধাবন মাদানী বাহারের পরিশেষে প্রদত্ত কবিতার লাইনে سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ বলে সত্যায়নের মোহর লাগিয়ে নিন। হায়দারাবাদ সিন্ধু প্রদেশের একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম: আমাদের এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের একটি মাদানী কাফেলা আগমন করলো।

---

(১) ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলা প্রত্যেক মুসাফির ইসলামী বোনের সাথে তার সন্তানের বাবা অথবা নির্ভরযোগ্য মুহরিম পুরুষ থাকা আবশ্যক। এ ছাড়া যিম্মাদারদের জন্য নিজের ইচ্ছায় মাদানী কাফেলায় সফর করানোর অনুমতি নেই। যেমন- ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলার জন্য ইসলামী বোনদের মজলিশ বরায়ে মুলক (দেশ পর্যায়ের ইসলামী বোনদের যিম্মাদারের) অনুমতি আবশ্যক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

দ্বিতীয় দিন নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরার পর অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ানে আমারও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। বয়ান শেষে যখন সালাত ও সালামের এই কবিতার লাইনগুলো পড়া হলো; “হে শাহানশাহে মদীনা আস্সালাতু ওয়াস্সালাম” তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি জাগ্রত চোখে দেখলাম যে, **রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফুলের মালা পরিধান করে সেখানে আগমণ করলেন। **আমার আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, আমার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। অতঃপর সেই ঈমান তাজাকারী দৃশ্য আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো, আর তখনই ইজতিমাও সমাপ্ত হয়ে গেলো।

মিল গেয়ে ওহ তো ফির কমি কেয়া হে,
দোনো আলম কো পা লিয়া হামনে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সতর সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

সতর কাকে বলে?

প্রশ্ন:- সতরে আওরাত (সতর ঢাকা) কাকে বলে?

উত্তর:- সতরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে; গোপন করা বা ঢেকে রাখা। যে অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা আবশ্যক, সেগুলোকে “আওরাত” বলা হয়। আর সমষ্টিগত ভাবে ঢেকে রাখার এই কর্মকে “সতরে আওরাত” (অর্থাৎ গোপনীয় অঙ্গ সমূহকে ঢেকে রাখা) বলা হয়। আমাদের সমাজে এই বিশেষ অঙ্গ সমূহকে সতর বলা হয়। যেগুলোকে ঢেকে রাখা আবশ্যক।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"**এর ১ম খন্ডের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সতরে আওরাত (অর্থাৎ সতর গোপন করা) প্রতিটি অবস্থায় ওয়াজিব। চাই সে নামাযে থাকুক বা না থাকুক। একা হোক বা সবার সামনে থাকুক। কোন সঠিক কারণ ব্যতিত একাকীত্বেও সতর খোলা বৈধ নয় এবং লোকদের সামনে হোক অথবা নামাযের মধ্যে (প্রতিটি অবস্থায়) সতর ঢেকে রাখা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয।" (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৩য় অংশ, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সতর সম্পর্কিত বিধানের দু'টি প্রকারভেদ রয়েছে: (১) নামাযের মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্য সতরের বিধান। (২) নামাযের বাইরে সতরের বিধান। অর্থাৎ কে কার শরীরের কতটুকু অংশ দেখতে পারবে। প্রথম প্রকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রশ্নোত্তর আকারে লক্ষ্য করুন।

পুরুষের সতর কতটুকু থেকে কতটুকু?

প্রশ্ন:- পুরুষের শরীরের কোন অংশটি সতর এবং নামাযে তার জন্য সতরের বিধান কী?

উত্তর:- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সতরে আওরাত অর্থাৎ ততটুকু অংশ ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরে অন্তর্ভূক্ত নয় কিন্তু হাঁটু সতরে অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, লুঙ্গি অথবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে যে, নাভীর নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে আর যদি জামা বা পাঞ্জাবী ইত্যাদি দ্বারা (সেই অংশটি) এভাবে ঢেকে নেয় যে, চামড়ার রং প্রকাশিত না হয়, তবে তা ঠিক আছে। আর এরূপ না হলে হারাম, আর নামাযের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলা থাকলে নামাযই হবেনা এবং অনেক মূর্খ এমনও রয়েছে যে, লোকদের সামনে হাঁটু বরং রান পর্যন্তও খোলা রাখে এটাও হারাম এবং যদি এরূপ অভ্যাস হয়ে যায়, তবে ফাসিক (প্রকাশ্যে গুনাহকারী) বলে গন্য হবে।" (প্রাগুক্ত, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

হাজী সাহেবগণ ও জাঙ্গিয়া পরিধানকারী

ইহরাম পরিধানকারী কিছু হাজীও এরূপ অসাবধানতা অবলম্বন করে আর তাদের সতরের কিছু অংশ যেমন; নাভীর নিচের কিছু অংশ এবং হাঁটু বরং রানের কিছু অংশ সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাদের তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এছাড়া জাঙ্গিয়া **(KNICKERS)** পরিধান করে পুরো হাঁটু এবং রানের কিছু অংশ খোলা রেখে ঘুরে বেড়ানো ব্যক্তিদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, এবং তা থেকে তাওবাও করা উচিত। না নিজে গুনাহগার হবে, না অন্যকে কুদৃষ্টির দাওয়াত দিবে। যদি কেউ জাঙ্গিয়া পরিধান করে থাকে তবে অপর মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তার খোলা হাঁটু এবং রান দেখা থেকে যেন নিজেকে বিরত রাখে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

মহিলার সতর

প্রশ্ন:- মহিলাদের সতরের ব্যাপারেও অবগত করুন আর এটাও বলে দিন যে, তাদের জন্য নামাযের মধ্যে কি কি ঢেকে রাখা আবশ্যক?

উত্তর:- মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াত**" ১ম খন্ডের ৩য় অংশের ৪৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: "স্বাধীন মহিলা (দাস-দাসীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, বর্তমানে সকল মহিলাই স্বাধীন) ও দূর্লভ হিজড়ার (অর্থাৎ যাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এটা প্রমাণিত হয় না যে, পুরুষ নাকি মহিলা) জন্য সারা শরীরই লুকোনোর স্থান। মুখমন্ডল এবং হাতের তালু ও পায়ের তালু ব্যতিত, মাথার ঝুলন্ত চুল ও গর্দান এবং কব্জিও সতর (অর্থাৎ লুকোনোর বস্তু) এবং এগুলোকে ঢেকে রাখাও ফরয। কতিপয় ওলামায়ে কিরাম হাতের পিষ্টদেশ এবং পায়ের তালুকে সতর (অর্থাৎ লুকোনোর বস্তু) এর মধ্যে গন্য করেননি। যদি মহিলারা এতই পাতলা ওড়না পরিধান করে, যা দ্বারা চুলের রং প্রকাশ পায়, এমন ওড়না পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর এমন কোন বস্তু না রাখে যা দ্বারা চুল ইত্যাদির রং ঢেকে যায়।"

(প্রাগুক্ত, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে যদি সামান্য সতর খোলা থাকে তবে...?

প্রশ্ন:- যদি নামাযের মধ্যে সামান্য সতর খোলা থাকে তবে কি নামায হয়ে যাবে?

উত্তর:- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

"প্রকাশ্য যে, যে অঙ্গগুলোর সতর (ঢেকে রাখা) ফরয। যদি কোন অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ হতে কম খুলে যায়, তবে নামায হয়ে যাবে। আর যদি এক-চতুর্থাংশ অঙ্গ খুলে যায় এবং তৎক্ষণাৎ ঢেকে নেয়, তবুও নামায হয়ে যাবে। আর যদি এক রুকন পরিমাণ (অর্থাৎ তিনবার سُبۡحٰنَ الله বলার সম পরিমাণ সময়) খোলা থাকে অথবা ইছাকৃত ভাবে খোলে রাখে, যদিওবা তৎক্ষণাৎ ঢেকে নেয়ও, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কয়েকটি অঙ্গের অল্প অল্প খোলা থাকে যে, প্রত্যেকটি অনাবৃত অংশ সেই অঙ্গের এক-চতুর্থাংশের কম হয় অথচ সবগুলোর সমষ্টি সেই অনাবৃত অঙ্গ সমূহের মধ্যে যা সবচেয়ে ছোট, তার চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে নামায হবে না। যেমন; মহিলাদের কানের এক-নবমাংশ এবং পায়ের গোড়ালীর এক-নবমাংশ অনাবৃত (খোলা) থাকে, তবে সমষ্টিগত ভাবে উভয় অঙ্গ (যা অনাবৃত রয়েছে) কানের চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয়। তাই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।" (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৪৮১-৪৮২ পৃষ্ঠা)

আমি নামায আদায় করতাম না

ইসলামী বোনেরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতের কথা কী বলব! এই সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ লক্ষ লক্ষ বেনামাযীকে নামাযী বানিয়ে দিয়েছে। এমনই একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। পাঞ্জাব এর এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো: আমার ঘরের পরিবেশ তো এমনিতে ইসলামী ছিলো। আমার আব্বাজান মসজিদের মুয়াজ্জিন আর বড় বোন ও বড় ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু আমার মনমানসিকতা দুনিয়াবী স্বাদে মত্ত ছিলো এবং নফস গুনাহের কাজে আসক্ত ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

নামায কাযা করা আমার অভ্যাস ছিলো। একদিন কিছু ইসলামী বোন আমাদের ঘরে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আগমন করলেন। তাদের ভালবাসাপূর্ণ আচরণের ধরণ আমার অন্তরকে মোমের মতো গলিয়ে দিলো আর আমি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিলাম। যখন সেখানে গেলোাম তখন একজন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগাকে “বেনামাযীর শাস্তি” এই বিষয় সম্পর্কিত হৃদয় কাঁপানো বয়ান করলেন। যা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম এবং সত্য অন্তরে নিয়্যত করে নিলাম যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকের পর থেকে আমার আর কোন নামায কাযা হবে না। অতঃপর যখন রবিউন নূর শরীফের বসন্তের বাহার আসলো তখন আমি ইসলামী বোনদের ইজতিমায়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করলাম সেখানে একজন ইসলামী বোন “টিভির ধ্বংসলীলা”[১] সম্পর্কে বয়ান করলেন। সেই বয়ান শুনে আমার শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে গেলো এবং আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের সংশোধনের চেষ্টায় রত আছি।

আপ খোদ তাশরীফ লায়ে আপনে বেকস কি তরফ,
আহ জব নিকলী তরপ কর বেকসু মজবুর কী।
আপ কে কদমু মে গিরকর মওত কি ইয়া মুস্তফা!
আরযু কব আয়েগী বারি বেকসু মজবুর কী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আওয়াজে ওডিও ক্যাসেট এবং ভি.সি.ডি আর এ বয়ানের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

অন্তর খুশি করার ফযীলত

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়ার সত্যিই অনেক বরকত রয়েছে। হতে পারে আপনার সামান্যতম প্রচেষ্টা কারো ভাগ্য পরিবর্তন করে দিবে এবং সে আখিরাতের মঙ্গলজনক কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং আপনার তরীও পার হয়ে যাবে। একটু ভাবুন তো! আপনার নেকীর দাওয়াত শুনে যে ইসলামী বোন মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তার কতটুকু শান্তি অনুভব হবে এবং তার অন্তর কতটুকু খুশি হবে। سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মুসলমানের অন্তর খুশি করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেমনিভাবে- **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন মু’মিন বান্দার অন্তর খুশি করে, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই খুশি দ্বারা একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করেন, সেই ফিরিশতা **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত এবং তাওহীদ বর্ণনা করে থাকে। যখন সেই বান্দা কবরে চলে যাবে তখন সেই ফিরিশতা তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে: তুমি কী আমাকে চিনতে পেরেছো? তখন সে বলবে: তুমি কে? উত্তরে ফিরিশতা বলবে: তুমি যে অমুক মুসলমানের অন্তর খুশি করেছিলে আমি সেই খুশির আকৃতি। এখন আমি তোমার একাকীত্বের সাথী হবো এবং তোমাকে (মুনকার-নকীরের) প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অটল রাখবো এবং কিয়ামতের দিন তোমার নিকট আসবো এবং তোমার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সুপারিশ করবো আর তোমাকে জান্নাতে তোমার ঠিকানা দেখিয়ে দিবো।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তাজ ও তখত হুকুমত মত দে, কছরতে মালও দৌলত মাত দে।
আপনি খুশি কা দে দে মুছদাহ্, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝুলি ভর দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় প্রকার সতরের ৪টি অংশ

এখন সতরের দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ নামাযের বাইরে সতর) এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হলো। এই বিধানের ৪টি প্রকারভেদ রয়েছে: (১) পুরুষের জন্য পুরুষের সতর, (২) মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতর, (৩) মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের সতর, (৪) পুরুষের জন্য মহিলার সতর।

(১) পুরুষের জন্য পুরুষের সতর

প্রশ্ন:- পুরুষের সতর কতটুকু থেকে কতটুকু?

উত্তর:- পুরুষের সতর নাভীর ঠিক নিচ থেকে শুরু করে হাঁটু সহ নিচ পর্যন্ত। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এক পুরুষ অপর পুরুষের প্রত্যেক সেই অঙ্গসমূহ দেখতে পারবে, যে অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরয নয় আর নাভীর ঠিক নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেখতে পারবে না। কেননা, এ অঙ্গ সমূহ ঢেকে রাখা ফরয। যেই অঙ্গগুলোকে ঢেকে রাখা আবশ্যক তাকে "আওরাত" বলে। যদি কোন পুরুষের হাঁটু অনাবৃত দেখে, তবে তাকে বারণ করবে আর যদি রান অনাবৃত (খোলা) দেখে তবে কঠোরভাবে বারণ করবে। আর যদি লজ্জাস্থান অনাবৃত দেখে তবে শাস্তি প্রদান করা হবে।"

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

স্মরণ রাখবেন! শাস্তি দেয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয় বরং বিচারকের কাজ। প্রয়োজন বশতঃ বাবা সন্তানকে, শিক্ষক ছাত্রকে, পীর মুরিদকে কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারবে এবং শাস্তিও দিতে পারবে। যেমনিভাবে **“বাহারে শরীয়াত”** ১ম খন্ডের ৪৮২নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “যদি নাপাক অঙ্গ (অর্থাৎ সামনেও পিছনের বিশেষ অংশ) অনাবৃত থাকে, তবে যে প্রহার করার ক্ষমতা রাখে, যেমন; বাবা, বিচারক সে প্রহার করবে।

ছোট বাচ্চার সতর

প্রশ্ন:- দুধ পানকারী বাচ্চাদেরও কি হাঁটু এবং রান ইত্যাদি ঢেকে রাখা আবশ্যক?

উত্তর:- জ্বী, না। দুধ পানকারী বাচ্চা যদি সম্পূর্ণ ভাবে উলঙ্গ থাকে তবুও তার দিকে দৃষ্টি দেয়াতে কোন সমস্যা নেই। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম অংশের ৮৫নং পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “অতি ছোট বাচ্চার জন্য ‘আওরাত’ (সতর) নেই অর্থাৎ তার শরীরের কোন অংশকেই ঢেকে রাখা ফরয নয়। তারপরও যখন সামান্য বড় হয়ে যায় তখন তার সামনে ও পিছনের জায়গা ঢেকে রাখা আবশ্যক। অতঃপর যখন আরও বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ দশ বছর থেকে বড় হয়ে যাবে তখন তার জন্য বালিগের ন্যায় হুকুম হবে।” (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

অতি ছোট বাচ্চার রান স্পর্শ করা কেমন?

প্রশ্ন:- অতি ছোট বাচ্চার রান স্পর্শ করা কেমন?

উত্তর:- স্পর্শ করতে পারবে। হ্যাঁ, যদি দেখাতে বা স্পর্শ করাতে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তবে এক দিনের বাচ্চাকেও দেখতে ও স্পর্শ করতে পারবেনা। আজকাল খুবই নাজুক অবস্থা। **আল্লাহ্**র পানাহ! দুই অথবা তিন বছরের ছোট মেয়েদের সাথেও কুকর্ম করার খবর শুনা যায়।

সুশ্রী বালককে দেখার হুকুম

প্রশ্ন:- সুশ্রী বালককে দেখা জায়েয কি না?

উত্তর:- সুশ্রী বালকদের দেখা জায়েযও আবার নাজায়েযও। এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: “ছেলে যখন ‘মুরাহিক’ (অর্থাৎ দশ বছরের বয়সের পর বালিগের নিকটবর্তী) হয়ে যায় এবং সে যদি অতি সুন্দর আকৃতির না হয় তবে পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেয়ার যে হুকুম তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ারও সেই একই হুকুম। আর যদি খুবই সুদর্শণ হয় তবে মহিলার দিকে দৃষ্টি দেয়ার যে হুকুম তার দিকে দৃষ্টি দেয়ারও একই হুকুম। অর্থাৎ যৌন উত্তেজনা সহকারে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম। আর যদি যৌন উত্তেজনা না আসে তবে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে, ও তার সাথে একাকী অবস্থানও করা জায়েয। যৌন উত্তেজনা না আসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার এ বিশ্বাস থাকে যে, দৃষ্টি দেয়ার দ্বারা যৌন উত্তেজনা আসবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আর যদি এ আশংকা থাকে, তবে কখনও দৃষ্টি দিবে না। চুম্বন করার ইচ্ছাও যৌন উত্তেজনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।" (প্রাগুক্ত) (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা" অধ্যয়ন করুন)

(২) মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতর

প্রশ্ন:- মহিলারা কি মহিলাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দেখতে পারবে?

উত্তর:- জ্বী, না। মহিলাদের জন্য মহিলার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখার অনুমতি নেই। যেমনিভাবে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মহিলাদের জন্য মহিলাদেরকে দেখার সেই হুকুম, যা পুরুষের জন্য পুরুষের দিকে দেখার হুকুম। অর্থাৎ নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পারবেনা। অন্যান্য অঙ্গ সমূহ দেখতে পারবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, যৌন উত্তেজনার আশংকা যেন না হয়। নেক্কার মহিলাদের উচিত যে, নিজেকে যেন পাপীষ্টা (অর্থাৎ যেনাকারীনী ও অশ্লীল) নারীদের দৃষ্টিপাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ তার সামনে ওড়না ইত্যাদি যেন না খুলে। কেননা, সে তাকে দেখে পুরুষদের সামনে তার আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করবে। (প্রাগুক্ত, ৮৬ পৃষ্ঠা)

(৩) মহিলাদের জন্য পর পুরুষকে দেখা

প্রশ্ন:- মহিলারা কি পর পুরুষকে দেখতে পারবে?

উত্তর:- না দেখাতেই মঙ্গল রয়েছে। অবশ্য দেখার বৈধ অবস্থাও রয়েছে। কিন্তু দেখার পূর্বে নিজের অন্তরের অবস্থার প্রতি খুব ভালভাবে ভেবে নিন।

www.dawateislami.net

কেননা, এই দেখা যেন গুনাহের অতল গহবরে নিক্ষেপ না করে। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বৈধ অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের দিকে দেখার সেই হুকুম, যা পুরুষ পুরুষের দিকে দেখার হুকুম আর এটা তখনই হবে যখন মহিলার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তার দিকে দেখার দ্বারা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হবে না। আর যদি এর আশংকা থাকে তবে কখনও দৃষ্টি দেবেন না।"

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৮৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

কাফির ধাত্রী দ্বারা প্রসব করানো

প্রশ্ন:- এমন দেশ যেখানে কাফিরদের আধিক্যতা রয়েছে, সেখানে কাফির ধাত্রী দ্বারা প্রসব করাতে পারবে কিনা?

উত্তর:- করাতে পারবে না। যে মুসলমান এমন দেশে বসবাস করে তার পূর্ব থেকেই এমন হাসপাতাল খুঁজে রাখা উচিত, যেখানে মহিলা ডাক্তার, সেবিকা এবং মুসলমান ধাত্রী পাওয়া যায়। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং মুসলমান ধাত্রীও পাওয়া সম্ভব না হয় এবং এছাড়া অন্য কোন উপায়ও না থাকে তবে অপারগ অবস্থায় কাফির ধাত্রী দ্বারা এ কাজ করিয়ে নিবে। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "মুসলমান নারীদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কাফির নারীদের সামনে সতর খুলবে (মুসলমান নারীদের জন্য কাফির নারীদের সাথে সেই রকম পর্দার হুকুম রয়েছে, যেই রকম পর্দার হুকুম পর-পুরুষের সাথে রয়েছে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কাফির নারীদের সামনে মুসলমান নারীদের শরীরের সেই সমস্ত অঙ্গ সতর যা একজন পর-পুরুষের জন্য সতর) যে সমস্ত ঘরে কাফির নারীরা আসা-যাওয়া করে এবং ঘরের মহিলাগণ তাদের সামনে সেভাবে সতরের অঙ্গ সমূহ খুলে রাখে, যেভাবে মুসলমান নারীদের সামনে থাকে। তাদের এরূপ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অধিকাংশ স্থানে ধাত্রীরা কাফির হয়ে থাকে এবং তারা বাচ্চা প্রসব করার কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যদি মুসলমান ধাত্রী পাওয়া যায়, তবে কাফির ধাত্রী দ্বারা কখনও এ কাজ করাবেন না। কেননা, কাফিরদের সামনে সেই অঙ্গগুলো খোলার অনুমতি নেই।" (প্রাগুক্ত)

(৪) পুরুষের জন্য মহিলার সতর

বর্তমান যুগে এর তিনটি অবস্থা (ক) পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে দেখা, (খ) পুরুষের জন্য তার মাহারিমকে দেখা, (গ) পুরুষদের পর নারীকে দেখা।

(ক) পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে দেখা

প্রশ্ন:- এমন কোন বিশেষ অঙ্গ কি রয়েছে যার দিকে স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ?

উত্তর:- না। শরীরের এমন কোন বিশেষ অঙ্গ নেই। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: "(স্বামী তার) স্ত্রীর পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে। উত্তেজনা হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় দৃষ্টিপাত করতে পারবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এমনিভাবে এ দু'প্রকারের মহিলাগণ (অর্থাৎ স্ত্রী এবং দাসী। তবে এখন দাসীর প্রচলন নেই) তাদের পুরুষের অঙ্গ সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে। তবে উত্তম এটাই যে (উভয়েরই একে অপরের) বিশেষ স্থানে যেন দৃষ্টিপাত না করে। কেননা, এর দ্বারা স্মরণশক্তি হ্রাস পায় এবং দৃষ্টিতে দূর্বলতা সৃষ্টি হয়।" (প্রাগুক্ত, ৮৭ পৃষ্ঠা)

(খ) পুরুষের জন্য তার মাহারিমকে দেখা

প্রশ্ন:- পুরুষ তার মাহারিম, যেমন; মা, বোনের কোন কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে?

উত্তর:- মাহরামের শরীরের কিছু অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে এবং কিছু অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবেনা। এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে সকল মহিলা তার মাহরামের অন্তর্ভূক্ত, তাদের মাথা, বুক, পায়ের গোড়ালী, উভয় বাহু, কব্জি, ঘাড় এবং পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দু'জনের মধ্যে কারো যৌন উত্তেজনা (কামভাব) সৃষ্টি না হয়। মাহরামের পিঠ, পেট এবং রানের দিকে দৃষ্টিপাত করা নাজায়িয। এমনিভাবে পার্শ্ব ও হাঁটুর দিকেও দৃষ্টিপাত করা নাজায়িয। (এই হুকুম ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ এই অঙ্গসমূহে কোন কাপড় থাকবে না, আর যদি এই অঙ্গগুলো কোন মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে তবে দেখাতে কোন সমস্যা নেই।) কান, ঘাঁড়, কাঁধ এবং চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়িয। মাহরাম দ্বারা ঐ মহিলাদের বুঝানো হয়, যাদের সাথে সব সময়ের জন্য বিবাহ হারাম।

www.dawateislami.net

আর এই হারাম হওয়াটা বংশগত কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। যেমন; দুধের সম্পর্ক বা শশুড়ালয়ের সম্পর্ক। যদি যেনা করার কারণে সম্পর্ক হারাম হয়, যেমন; (যেনাকারীনীর) মা, নানি, মায়ের নানি এভাবে উপরে যতটুকু যায় এবং (যেনাকারীনীর) কন্যা, নাতনী, কন্যার নাতনী এভাবে যত নিচে যায়, এসবের দিকেও (যেনাকারীর জন্য) দৃষ্টিপাত করার একই হুকুম।”

(প্রাগুক্ত, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)

পুরুষের জন্য মায়ের পা টেপা

প্রশ্ন:- ইসলামী ভাইয়েরা যদি নিজের মায়ের হাত, পা চুম্বন করা বা টিপতে চায়, তবে কি এর অনুমতি আছে? নাকি নাই?

উত্তর:- দু’জনের মধ্যে কারোরই যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি না হলে অবশ্যই অনুমতি রয়েছে, বরং ইসলামী ভাইদের জন্য এতে দু’জাহানের সৌভাগ্য বিদ্যমান। বর্ণিত আছে: “যে নিজের মায়ের পা চুম্বন করলো, তবে যেন সে জান্নাতের চৌকাটে চুম্বন করলো।” **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা)** সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “মাহারিমের যে অঙ্গগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে, সেই অঙ্গগুলো স্পর্শও করতে পারবে। তবে দু’জনের মধ্যে কারো যেন যৌন উত্তেজনার আশংকা না থাকে, পুরুষ তার মায়ের পা টিপে দিতে পারবে, কিন্তু মায়ের রান (থাই) তখনই টিপতে পারবে যখন তা কাপড়ে আবৃত থাকবে, অর্থাৎ টিপতে পারবে তবে কাপড়ের উপর এবং সরাসরি স্পর্শ করা জায়িয নাই।” **(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(গ) পুরুষদের জন্য (স্বাধীন) পর নারীদের দেখা

প্রশ্ন:- পুরুষ পর-নারীর চেহারা দেখতে পারবে কি না?

উত্তর:- দেখবে না। অবশ্য প্রয়োজনে কিছু বাধ্য-বাধকতা সহ দেখতে পারবে। এর কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে; সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "পর-নারীর দিকে দেখার হুকুম হলো, প্রয়োজন বশতঃ তার চেহারা ও হাতের তালুর দিকে দেখা জায়েয। কেননা; এর প্রয়োজনে হয়ে থাকে, কখনও তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হয় অথবা মীমাংসা করতে হয় যদি তখন তাকে না দেখে, তবে কিভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, সে এমন করেছে। তার দিকে দেখারও এই শর্ত, যেন যৌন উত্তেজনার আশংকা না থাকে। আর এভাবেও প্রয়োজন হয় যে (আজকাল অলিগলি, বাজারে) অসংখ্য মহিলারা ঘরের বাইরে আসা-যাওয়া করে, তাই তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা কঠিন। কতিপয় উলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করাকেও বৈধ বলেছেন।" (প্রাগুক্ত, ৮৯ পৃষ্ঠা) মুফতি সাহেব আরো বলেন: "পর নারীর চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়া যদিও জায়েয, যখন যৌন উত্তেজনার আশংকা না থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগ হচ্ছে ফিতনার যুগ। এই যুগে এমন লোক কোথায় পাবো যেমন লোক পূর্বের যুগে ছিলো। তাই এই যুগে মহিলাদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বারণ করা হবে। কিন্তু সাক্ষ্যদাতা ও বিচারকের জন্য প্রয়োজন বশতঃ তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয।" (প্রাগুক্ত, ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

চেহারা দেখার অনুমতি সাপেক্ষ্যে কান ও ঘাঁড়ের দিকে দেখার মাসয়ালা

প্রশ্ন:- কান এবং ঘাঁড়েও কি চেহারার অন্তর্ভূক্ত, যে অবস্থায় পর-নারীর চেহারার দিকে দেখার অনুমতি রয়েছে, সে অবস্থায় কি কান ও ঘাঁড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে পারবে?

উত্তর:- “কান, ঘাঁড়, গলা চেহারার অন্তর্ভূক্ত নয়। এই অঙ্গগুলোর দিকে পর-পুরুষের দৃষ্টিপাত করা গুনাহ।”

(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

বেপর্দা (বেহায়াপনা) থেকে তাওবা

ইসলামী বোনেরা! আমলের প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য মাদানী পরিবেশ জরুরী। নতুবা যদিওবা সাময়িক প্রেরণা সৃষ্টি হয়ও তবে সৎসঙ্গ না পাওয়ার কারণে স্থায়িত্ব অর্জিত হয়না। নিজের মাদানী মনমানসিকতা তৈরী করার জন্য তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী কাফেলার কি অপরূপ বাহার ও বরকত রয়েছে। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকার বরকতে অসংখ্য ইসলামী বোনের শরয়ী পর্দা করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। এমনই একটি মাদানী বাহার শুনুন: পাঞ্জাবের একজন ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে টিভিতে সিনেমা-নাটক দেখায় অভ্যস্থ ছিলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

বাজার ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য বেপর্দা হয়েই বের হয়ে যেতাম। নামাযও আদায় করতাম না। এমনি ভাবে আমার সকাল-সন্ধ্যা উদাসীনতা ও গুনাহে অতিবাহিত হতো। একদা কেউ আমাকে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট দিল। তা শুনার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি অলসতার নিদ্রা হতে জেগে উঠলাম। সেই বয়ানের বরকতে আমার খোদাভীরুতা নসীব হলো। নবী প্রেমের প্রেরণা জাগল এবং আমি নামাযী হয়ে গেলোম। আমি আমার সমস্ত গুনাহ বিশেষ করে বেপর্দার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী বোরকা আমার পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেলো। সেই লাগামহীন মুখ, যা পূর্বে গান গুনগুন করাতে রত ছিলো, এখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে মুখে **নাতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনাতে রত আছে। বর্ণনা লিখা অবস্থায় আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যেলী মুশাওয়ারাতের খাদিমা (নিগরান) হিসেবে সুন্নাতের খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

কাটি হে গাফলাতোঁ মে যিন্দেগানী, না জানে হাশর মে কেয়া ফয়সালা হো।
ইলাহী! হোঁ বহুত কমজোর বন্দি, না দুনিয়া মে না উকবা মে সাজা হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনা ও শুনানো কতটুকু উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন প্রতি দিন কমপক্ষে একটি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে, আর যার সামর্থ্য রয়েছে সে বন্টনও করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আপনিও প্রতি মাসে অথবা কমপক্ষে প্রত্যেক বছর রবিউন নূর শরীফে “রিসালা বন্টন” করার নিয়্যত করে নিন এবং সামর্থানুযায়ী এ বিশেষ দিনে সুন্নাতে ভরা ক্যাসেট এবং রিসালা ইত্যাদি বন্টন করুন। কেননা, এটাও সদকা আর **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় সদকা ও খয়রাতের ফযীলতের কথা কি বলব! **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানদের সদকা করা, বয়স বৃদ্ধির কারণ এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** এটির (সদকায়) কারণে অহংকার ও গর্ব দূর করে দেন।”

(আল মুজামুল কবির লিত তাবারানী, ১৭তম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১)

রহে হক মে সভি দৌলত লোটা দোঁ, খোদা! এয়্যসা মুঝে জযবা আতা হোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যাকে বিয়ে করবে তাকে দেখা

প্রশ্ন:- শুনেছি যেই মেয়েকে বিয়ে করবে তাকে নাকি পুরুষ দেখতে পারবে?

উত্তর:- আপনি ঠিকই শুনেছেন। উভয়েই একে অপরকে দেখতে পারবে। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “(পুরুষ ও মহিলা একে অপরকে দেখার অনুমতি সম্বন্ধ) আরও একটি ধরণ রয়েছে, আর তা হলো যদি ছেলে সেই মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এই নিয়্যতে সে ঐ মেয়েকে দেখতে পারবে। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: “যার সাথে বিয়ে করবে, তাকে দেখে নাও। কেননা, এটা ভালবাসা দৃঢ়তার মাধ্যম।” **(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৯)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তেমনিভাবে মহিলাও সেই পুরুষকে দেখতে পারবে, যে তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। যদিওবা যৌন উত্তেজনার আশংকা থাকে, কিন্তু দেখার মধ্যে উভয়ের এই নিয়্যতই থাকা উচিত যে, হাদীস শরীফের উপর আমল করছি।”

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯০ পৃষ্ঠা)

যদি দেখা সম্ভব না হয় তবে কি করা উচিৎ

প্রশ্ন:- যদি ছেলে মেয়ে একে অপরকে দেখা সম্ভব না হয়, তবে অন্য কোন পদ্ধতি রয়েছে কি?:

উত্তর:- এর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যেই মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, যদি তাকে দেখা সম্ভব না হয়, যেমনিভাবে বর্তমান যুগে প্রচলিত রয়েছে যে, যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তবে কোনভাবেই ছেলেকে মেয়ের চেহারা দেখতে দেয় না (অর্থাৎ এমতাবস্থায় ছেলের সাথে এতোটা মজবুত পর্দা করা হয়, যা পর-পুরুষের সাথেও করা হয় না) এই অবস্থায় সেই ব্যক্তির উচিত যে, যেন অন্য কোন মহিলাকে পাঠিয়ে কনেকে দেখিয়ে নেয়া এবং সে এসে মেয়ের সম্পূর্ণ অবয়ব ও দৈহিক কাঠামো ইত্যাদি বর্ণনা করবে, যেন বরের কাছে তার দৈহিক অবস্থা ও আকৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়।” (প্রাগুক্ত, ৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

পুরুষের নিকট মহিলার চিকিৎসা করানো

প্রশ্ন:- পুরুষ ডাক্তার, মহিলা রোগীকে দেখতে ও স্পর্শ করতে পারবে কি না?

উত্তর:- যদি মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায় তবে অপারগ অবস্থায় অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: “পর নারীর দিকে দেখার প্রয়োজনীয় একটি অবস্থার মধ্যে এটাও যে, যদি মহিলা অসুস্থ হয়, তখন তার চিকিৎসার জন্য কতিপয় অঙ্গ সমূহের দিকে দেখার প্রয়োজন হয় বরং তাকে স্পর্শও করতে হয়। যেমন; নাড়ী পরীক্ষা করার জন্য হাত স্পর্শ করতে হয়, অথবা পেট ফুলে গেলে তখন চাপ দিয়ে দেখতে হয়, কিংবা কোন স্থানে ফোঁড়া হলে তা দেখতে হয়, বরং অনেক সময় চাপও দিতে হয়। এমতাবস্থায় রোগাক্রান্ত স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা অথবা বর্ণিত প্রয়োজনানুসারে সেই স্থানকে স্পর্শ করাও জায়েয। এটা তখনই হবে যখন মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায়। তবে এরূপ করা উচিত যে, মহিলাদের চিকিৎসা শিখানো, যেন এমন অবস্থায় তারা কাজ করতে পারে। কেননা, তার দেখার দ্বারা এতোটা ক্ষতি হবে না, যা পুরুষের দেখা দ্বারা হবে। অধিকাংশ জায়গায় ধাত্রী থাকে যারা পেটের ফুলা দেখতে পারে, যেখানে ধাত্রী পাওয়া যায় সেখানে পুরুষের প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসার প্রয়োজনে দেখার সময়ও এ সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্যক যে, শরীরের শুধুমাত্র ততটুকু অংশই খুলবে যতটুকু দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

www.dawateislami.net

অবশিষ্ট শরীরের অঙ্গ সমূহ ভালভাবে ঢেকে নিবে, যেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে।" (প্রাগুক্ত, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা) যদি দেখার দ্বারা কাজ সমাধান হয়ে যায় তবে স্পর্শ করার শরয়ী অনুমতি নেই। স্মরণ রাখবেন! স্পর্শ করা দেখার চেয়েও কঠিনতর বিষয়।

কোমরের ব্যথা ও মাদানী কাফেলা

ইসলামী বোনেরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা সমূহে যেমনিভাবে আখিরাতের সাওয়াব অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে কখনও কখনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মাদানী কাফেলার এমনই একজন মুসাফির ইসলামী বোনের মাদানী বাহার শুনুন: বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী বোনের (বয়স প্রায় ৪৫ বছর) বর্ণনার সারাংশ: অধিকাংশ সময় আমি কোমরের ব্যথায় ভুগতাম, এমনকি আমি মাটিতে বসতে পারতাম না। যখন আমি ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম, তখন আমার ব্যথা হওয়া তো দূরের কথা, সেটার অনুভবও হলো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তিন দিনের মাদানী কাফেলার রুটিন অনুযায়ী কাটালাম। ফরয নামায ব্যতিত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নফল সমূহ আদায় করারও সৌভাগ্য অর্জিত হলো। মাদানী কাফেলার বরকত দেখে আমি নিয়্যত করে নিলাম যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমার বড় মেয়েকেও মাদানী কাফেলায় সফর করাব।

আপ কো দরদে সর হো ইয়া হো দরদে কমর, চলিয়ে হিম্মত করে কাফেলে মে চলো।
ফাইদাহ আখিরাত কে বানানে মে হে, সারি বেহনে কহেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

ইসলামী বোনেরা! মাদানী কাফেলার বরকতের কথা কি বলব! কোমরের ব্যথা এবং দুনিয়াবী কষ্ট তো অতি সামান্য বিষয়, **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে মাদানী কাফেলার বরকতে কবর ও আখিরাতের মুসীবতও দূর হয়ে যাবে। মাদানী কাফেলায় ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়, ইবাদত করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে নেকী অর্জন করার সুযোগ হয়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেক কাজের প্রতিদানে চিরস্থায়ী ও চিরসুখী জান্নাত এবং অগণিত নেয়ামত অর্জিত হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদৌসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুন। আমীন! জান্নাতের নেয়ামত ও মর্যাদা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা শুনুন: **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা, দুনিয়া ও তার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২৫০) প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “চাবুক দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাতের সামান্যতম জায়গা। বাস্তবেই জান্নাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। এই দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং এর নেয়ামতও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ, আর জান্নাতের নেয়ামত খাঁটি, দুনিয়ার নেয়ামত তুচ্ছ, জান্নাতের নেয়ামত মর্যাদপূর্ণ, এজন্য সেখানকার (জান্নাতের সামান্যতম) স্থানের সাথে দুনিয়ার কোন তুলনাই চলে না।”

(মিরআতুল মানাযিহ, ৭ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের কাপড়ের দিকে পুরুষের দৃষ্টি দেয়া

প্রশ্ন:- যদি কোন মহিলা মোটা কাপড়ের বোরকা দ্বারা তার সমস্ত শরীর ঢেকে নেয় তবে কি তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

উত্তর:- তার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সমস্যা নেই। আর যদি সেই কাপড়ের উপর দৃষ্টিপাত করাতে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তবে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। কেননা, যখন যৌন উত্তেজনা সহকারে দৃষ্টিপাত করবে তখন অবশ্যই গুনাহগার হবে। এই মাসয়ালার বিস্তারিত "**বাহারে শরীয়াতে**"র মধ্যে কিছুটা এভাবে রয়েছে: "যদি কোন মহিলা এতো মোটা কাপড় পরিধান করে যে, শরীরের রং ইত্যাদি প্রকাশ পায় না, তবে এমতাবস্থায় তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয। কেননা, এই দেখা মহিলাকে দেখার অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তার কাপড়কেই দেখা হলো। এটা তখনই হবে যখন তার কাপড় আটোসাঁটো (ছিপছিপে) না হয়। আর যদি আটোসাঁটো কাপড় পরিধান করে যাতে দেহের আকৃতি প্রকাশ পায় যেমন; আটোসাঁটো পায়জামা পরিধান করার দ্বারা যদি পায়ের গোড়ালি ও রানের (থাইয়ের) পুরোপুরি আকৃতি দেখা যায়, তবে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয। এমনিভাবে কিছু মহিলা অনেক পাতলা কাপড় পরিধান করে, যেমন; মসলিন জাতীয় অথবা জালি কিংবা মখমলের পাতলা ওড়না, যা দ্বারা চুল বা চুলের কালো রং বা ঘাঁড় অথবা কান দেখা যায়। আর অনেক মহিলারা এক প্রকার পাতলা কাপড় বা জালির কাপড় পরিধান করে যাদ্বারা পেট ও পিঠ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এমতাবস্থায়ও তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম, আর সেই মহিলার জন্য এরকম কাপড় পরিধান করাও নাজায়েয।" (প্রাগুক্ত, ৯১ পৃষ্ঠা) (সতরের মাসয়ালার বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াত**" ১ম খন্ডের, ৩য় অংশের, ৪৭৮-৪৮৬ পৃষ্ঠা এবং ১৬তম অংশের ৮৫ -৯১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আঁচলের সুঁতা

প্রশ্ন:- উৎসাহের জন্য কোন ওলীয়া এর শরয়ী পর্দার ব্যাপারে ঘটনা শুনিয়ে দিন।

উত্তর:- শরয়ী পর্দাকারীনীদের কত অপরূপ শান! যেমনিভাবে; **'আখবারুল আখইয়ার'** নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "একদা মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। লোকেরা অনেক দোয়া করা সত্বেও বৃষ্টি হচ্ছিলো না। হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তার আম্মাজানের কাপড়ের একটি সুঁতা হাতে নিয়ে আবেদন করলেন: '**হে আল্লাহ্**! এটা সেই মহিলার আঁচলের সুঁতা! যেই মহিলার উপর কখনও কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়েনি। **হে আমার মাওলা!** এই সুঁতার ওসীলায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো।' তখনও দোয়া শেষ হয়নি ওদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো এবং রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো।"

(আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِه وَسَلَّم

ইয়েহি মায়েঁ হে জিনকি গোদ মে ইসলাম পালতা থা,
হায়া সে উন কি ইনসান নূর কে সাঁচে মে ঢলতা থা।

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! বুযুর্গদের শরীরের সাথে সম্পর্কিত পোশাকের সুঁতার যখন এতো মর্যাদা যে, হাতে রাখার কারণে সেটার বরকত ও ওসীলায় দোয়া কবুল হয়ে যায়। তবে স্বয়ং তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ দেহের বরকতের কি অবস্থা হবে!

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ঘরের বাইরে বের হওয়ার সাবধানতা

প্রশ্ন:- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ইসলামী বোনদের কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তর:- শরীয়াতের অনুমতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ইসলামী বোনেরা অনাকর্ষণীয় কাপড়ের ঢিলেঢালা মাদানী বোরকা পরিধান করে, হাতে ও পায়ে মৌজা পরিধান করবে। কিন্তু হাত ও পায়ের মৌজার কাপড় যেন এতো পাতলা না হয়, যার দ্বারা চামড়ার রং প্রকাশ পায়। আর যেসমস্ত জায়গায় পর-পুরুষের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ঘোমটা (নেকাব) উঠাবে না, যেমন; নিজের অথবা অপরের ঘরের সিঁড়ি এবং গলি মহল্লা ইত্যাদি। নিচের দিক থেকেও এভাবে বোরকা উঠাবেন না যাতে রঙিন পোশাকের উপর পর-পুরুষের দৃষ্টি পড়ে। মনে রাখবেন! মহিলাদের মাথা থেকে পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত শরীরের কোন অংশ যেমন; মাথার চুল অথবা বাহু, কব্জি, গলা কিংবা পেট বা পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি পর-পুরুষের (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ সবসময়ের জন্য হারাম নয়) সামনে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে যেন প্রকাশ না হয় বরং যদি পোশাক পাতলা হয়, যার দ্বারা দেহের রং প্রকাশ পায় অথবা এরূপ আটোসাঁটো হয় যার দ্বারা অঙ্গের আকৃতি প্রকাশ পায় কিংবা ওড়না এতো পাতলা হয়, যার দ্বারা চুলের কালো রং প্রকাশ পায়, তবে এটাও বেপর্দা হওয়া। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে পোশাকের বানানোর পদ্ধতি ও পরিধানের পদ্ধতি বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, এমন পাতলা কাপড় যার দ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় অথবা মাথার চুল বা গলা বা বাহু অথবা পেট কিংবা পায়ের গোড়ালীর কোন অংশ অনাবৃত থাকে, তবে তা মাহরাম ব্যতিত (যাদের সাথে বিয়ে সব সময়ের জন্য হারাম) অন্য যে কারো সামনে অকাট্য হারাম।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া অসংকলিত, ১০ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ২২তম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের জন্য কার কার সাথে পর্দা রয়েছে?

প্রশ্ন:- মহিলাদের জন্য কোন কোন পুরুষের সাথে পর্দা রয়েছে, আর কোন পুরুষের সাথে পর্দা নেই?

উত্তর:- মহিলাদের জন্য প্রত্যেক অচেনা বালিগ পুরুষের সাথে পর্দা রয়েছে। অচেনা বলতে; যে মাহরামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। মাহরাম দ্বারা সে পুরুষগণ উদ্দেশ্য, যাদের সাথে সব সময়ের জন্য বিয়ে হারাম। চাই সে হারাম বংশগত হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। যেমন; দুধের সম্পর্ক অথবা শশুড়ালী সম্পর্ক হোক।

মাহারিমের প্রকারভেদ

প্রশ্ন:- **মাহরামের** মধ্যে কোন কোন লোক অন্তর্ভূক্ত?

উত্তর:- **মাহরামের** মধ্যে তিন প্রকারের লোক অন্তর্ভূক্ত:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(১) বংশের কারণে যাদের সাথে সবসময়ের জন্য বিয়ে হারাম। (২) দুধের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম। (৩) ‘মুসাহারাত’ অর্থাৎ শশুড়ালী সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম। যেমন; শশুড়ের জন্য তার পুত্রবধু অথবা শাশুড়ীর জন্য তার মেয়ের জামাই। ‘মুসাহারাত’কে এভাবে বুঝে নেয়া যায়, মেয়ে যেই ছেলের সাথে বিয়ে করে, সেই ছেলের উসুল (মূল) ও ফুরু (শাখা) (উসুল দ্বারা উদ্দেশ্য পিতা, দাদা, পিতার দাদা এভাবে উপরস্থ পর্যন্ত, আর ফুরু দ্বারা উদ্দেশ্য সন্তানের সন্তান এভাবে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত) তার জন্য সব সময়ের জন্য হারাম হয়ে যায়। অনূরূপভাবে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর উসুল (মূল) ও ফুরুর (শাখার) সাথেও বিয়ে সব সময়ের জন্য হারাম। এছাড়া যিনা এবং যিনার দিকে আহ্বানকারী কর্ম (যেমন; উত্তেজনা সহকারে শরীরকে আবরণ ব্যতিত স্পর্শ করা বা চুম্বন করার) মাধ্যমেও পুরুষ ও মহিলার জন্যও এই বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ ‘মুসাহারাতে’র হারাম কর্মের বিধান কার্যকর হবে। বংশগত মাহরাম ব্যতিত উভয় প্রকারের মাহরামের সাথে পর্দা ওয়াজিব নয় এবং নিষেধাজ্ঞা নেই। বিশেষ করে যখন মেয়ে যুবতী হয়ে যায় বা ফিতনার আশংকা থাকে তবে পর্দা করবে।

দুধের সম্পর্কের লোকদের থেকে পর্দা করা উচিৎ

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যার সাথে সবসময়ের জন্য বিয়ে হারাম তার সাথে কখনও বিয়ে হালাল হতে পারে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কিন্তু হারাম হওয়ার কারণ (অর্থাৎ বিয়ে হারাম হওয়ার কারণে) রক্তের সম্পর্ক নয় বরং দুধের সম্পর্ক যেমন; দুধের সম্পর্কের বাবা, দাদা, নানা, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, চাচা, মামা, ছেলে, নাতি, নাতনি অথবা শশুড়ালী সম্পর্ক যেমন; শশুড়, শাশুড়ী, মেয়ের জামাই, পুত্রবধু তাদের সবার সাথেও পর্দা ওয়াজিব নয়, অর্থাৎ তার সাথে পর্দা করা না করা উভয়টি জায়েয। আর কিশোরী অবস্থায় বা ফিতনার আশংকা থাকাবস্থায় পর্দা করাই উত্তম। বিশেষ করে দুধের সম্পর্কের সাথে। কেননা, লোকদের নজরে তাদের মর্যাদা অনেক কম হয়ে থাকে।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

বংশীয় মাহরামের মধ্যে কে কে অন্তর্ভূক্ত?

প্রশ্ন:- বংশীয় মাহরামের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত?

উত্তর:- বংশীয় মাহরামের মধ্যে চার প্রকারের লোক অন্তর্ভূক্ত; (১) আপন সন্তানাদী (অর্থাৎ ছেলে মেয়ে) এবং নিজের ছেলের ছেলে (অর্থাৎ নাতি-নাতনি) এমনিভাবে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত, (২) নিজের মা-বাবা এবং নিজের মা-বাবার পিতা-মাতা (অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানি) উঁচ্চ পর্যায় পর্যন্ত, (৩) নিজের মা-বাবার সন্তানাদি (অর্থাৎ ভাই-বোন চাই তারা আপন ভাই-বোন হোক বা সৎ ভাই-বোন অর্থাৎ বৈপিত্রিয় অথবা বৈমাত্রিয় ভাই-বোন) এবং এমনিভাবে মা-বাবার সন্তানের সন্তানাদী (অর্থাৎ ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগ্নে-ভাগ্নী তার আপন ভাই বোনের হোক বা সৎ ভাই বোনের) এভাবে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত। (৪) আপন দাদা-দাদী, নানা-নানীর সন্তানাদী (অর্থাৎ চাচা, ফুফী, মামা, খালা এই সম্পর্ক আপন হোক বা সৎ) তবে চাচা, ফুফী, মামা, খালার সন্তানেরা মাহরাম নয়।" (অপ্রকাশিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

বিঃ দ্রঃ- বর্ণনাকৃত বংশ বহির্ভূত মাহরামের মধ্যে পুরুষ মহিলাদের জন্য এবং মহিলারা পুরুষের জন্য হারাম।

কতিপয় শশুড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে

প্রশ্নঃ- শশুড়ের সাথে বউয়ের কি পর্দা রয়েছে?

উত্তরঃ- শশুড়ালী সম্পর্কের কারণে পর্দা নাই। তবে পর্দা করলে সমস্যা নাই। বরং যৌবনাবস্থায় বা ফিতনার সম্ভাবনা থাকলে অর্থাৎ বর্তমান যুগে পর্দা করাই উত্তম। কেননা, অবস্থা বড়ই শোচনীয়, শশুড় ও বউয়ের "বিভিন্ন" সমস্যার কথা আজকাল শুনা যায়। যা সাধারণত একতরফা ভাবে অর্থাৎ শশুড়ের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অনেক সময় শশুড় একা সুযোগ পেয়ে বউয়ের গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করে। এজন্য বর্তমান যুগে বউয়েরও শশুড়ের সামনে বেপরোয়া থাকা উচিত নয়। বিশেষকরে বউদের জন্য ঐ শশুড় সবচেয়ে বেশি বিপদজনক হতে পারে, যারা তার স্ত্রীর (শাশুড়ীর) সঙ্গ হতে দূরে বা বঞ্চিত। (দয়া করে! **বাহারে শরীয়াত** ৭ম অধ্যায় থেকে মাহরামের বর্ণনার অংশটি পাঠ করুন।)

দেবর ভাবীর পর্দা

প্রশ্নঃ- ইসলামী বোনের জন্য কি তার দেবর, ভাসুর, বোনের স্বামী, খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, ফুফা এবং খালুর সাথেও পর্দা রয়েছে?

উত্তরঃ- জ্বী, হ্যাঁ! বরং এদের সাথে তো পর্দা বিষয়ে সাবধানতা আরও বেশি হওয়া উচিত। কেননা, পরিচিত থাকার কারণে পরস্পর সংকোচভাব কমে যায়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আর একারণেই অচেনা লোকদের তুলনায় অনেক গুন বেশি ফিতনার আশংকা থাকে। কিন্তু আফসোস! আজকাল তাদের সাথে পর্দা করার মনমানসিকতা একেবারেই নেই, যদি কোন মদীনার দিওয়ানি (মহিলা) পর্দা করার চেষ্টা করেও তবে তাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কিন্তু সাহস হারানো উচিত নয়, কষ্টসাধ্য হলেও যদি সে সৌভাগ্যবান ইসলামী বোন শরয়ী পর্দা করার মধ্যে সফল হয়ে যায়। আর যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে তখন হতে পারে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহ্জাদী সায়্যিদাতুন নিসা, ফাতেমাতুয যাহ্‌রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাকে শান ও শওকত সহকারে সংবর্ধনা জানাবেন, তাকে নিজের গলায় জড়িয়ে নিবেন এবং তাকে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছিয়ে দিবেন।

কিউ করে বযমে শবস্থানে জিঁনা কি খোয়াহিশ,
জলওয়া য়ে ইয়ার জু শমএ শবে তনহায়ী হো। (যওকে নাত)

দেবর, ভাসুর, বোনের স্বামী, খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, ফুফা এবং খালুর সাথে পর্দার তাগিদ দিতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "ভাসুর, দেবর, বোনের স্বামী, ফুফা, খালু, চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাই এ সমস্ত লোক মহিলাদের জন্য পর-পুরুষ বরং তাদের দ্বারা ক্ষতি অন্যান্য পুরুষের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে। কেননা, বাহিরের লোক ঘরে প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করে কিন্তু বর্ণিত আত্মিয়রা পরস্পর পূর্ব পরিচিত হওয়ার কারণে নির্ভয় থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মহিলাগণ অপরিচিত লোকদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু বর্ণিত পুরুষদের সাথে সংকোচ ভাব আগে থেকেই কেটে যায়। এজন্য যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর নারীদের সামনে যেতে বারণ করেছেন, তখন এক সাহাবী আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ভাসুর, দেবরের জন্য কি হুকুম? ইরশাদ করলেন: ভাসুর, দেবর তো মৃত্যুর সমতুল্য।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

শশুড় বাড়ীতে কিভাবে পর্দা করবে?

প্রশ্ন:- শশুড় বাড়ীতে দেবর, ভাসুর ইত্যাদির সাথে কিভাবে পর্দা করা যায়? সারাদিন পর্দার মধ্যে থাকা খুব কঠিন, পরিবারের কাজ কর্ম করার সময় কিভাবে চেহারাকে গোপন করা যায়?

উত্তর:- ঘরে থাকাবস্থায়ও বিশেষ করে দেবর ও ভাসুর ইত্যাদির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। **“সহীহ বুখারী”** শরীফে হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মহিলাদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকো।” এক ব্যক্তি আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দেবরের ব্যাপারে কি হুকুম। ইরশাদ করলেন: “দেবর মৃত্যুর সমতুল্য।” (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫২৩২) দেবরের জন্য নিজের ভাবীর সামনে যাওয়া যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। কেননা, এই পর্যায়ে ফিতনার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত ওয়াকারে মিল্লাত মাওলানা ওয়াকার উদ্দিন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: “না-মাহরাম আত্মীয়ের সাথে চেহারা, হাতের তালু, কব্জি, পা এবং গোড়ালি ব্যতিত বাকী সব অঙ্গ পর্দা করা আবশ্যক। সৌন্দর্যতা ও সাজ-সজ্জাও যেন তাদের সামনে প্রকাশ করা না হয়।” (ওয়াকারুল ফতোয়া, ৩য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

বর্ণিত আছে; “যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনা সহকারে কোন পর-নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্যতার দিকে দেখবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে।” (হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে ভাবীও পর-নারীর অন্তর্ভূক্ত। যে দেবর বা ভাসুর নিজের ভাবীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখে, নিঃসংকোচ ভাবে মেলামেশা করে, হাসি-ঠাট্টা করে, তারা যেন আপন প্রতিপালকের কঠিন শাস্তিকে ভয় করে, দেরী না করে সত্যিকার তাওবা করে নেয়। ভাবী যদি দেবরকে ছোট ভাই আর ভাসুরকে বড় ভাই বলে, তবুও তা দ্বারা বেপর্দা এবং নিঃসংকোচতা জায়েয হবে না, বরং এমন কথাবার্তার ধরণও দূরত্বকে দূর করে নৈকট্য বাড়িয়ে দেয় এবং দেবর ও ভাবী কুদৃষ্টি, নিঃসংকোচতা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি গুনাহের সাগরে আরও অধিক পরিমাণে ডুবিয়ে দেয়। অথচ ভাসুর ও দেবর এবং ভাবী পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলাতেও একাধারে ভয়ের ঘন্টা বাজাতে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলার দয়ায় আমার কথা সবার অন্তরে গেঁথে যাক।**

দেবর ও ভাসুর এবং ভাবী ইত্যাদি সাবধান হোন। কেননা, হাদীস শরীফের ইরশাদ হয়েছে: “اَلۡعَیۡنَانِ تَزۡنِیَانِ অর্থাৎ চোখও যিনা করে।” (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮৫২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যাই হোক যদি একই পরিবারে থাকাবস্থায় মহিলাদের জন্য কাছের না-মাহরাম আত্মীয়ের সাথে পর্দা করা কঠিন হয়, তবে চেহারা খোলার অনুমতি তো রয়েছে। কিন্তু কাপড় যেন এতো পাতলা না হয়, যার দ্বারা শরীর অথবা মাথার চুল ইত্যাদির রং প্রকাশ পায় অথবা এমন আটোসাঁটো না হয় যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরের আকৃতি, গঠন এবং বুকের উত্থান ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

পর্দানশীন মহিলার জন্য কঠিন পরীক্ষা

প্রশ্ন:- আজকাল পর্দানশীন মহিলাকে “হুযুরনী” বলে ঘরে হাসি-ঠাট্টা করা হয়ে থাকে। কখনো মহিলাদের কোন অনুষ্ঠানে মাদানী বোরকা পরিহিতা ইসলামী বোন যদি চলে যায়, তবে কেউ কেউ বলে থাকে; আরে! এটা কি পরিদান করেছো? খুলে ফেল এটা। আবার কেউ বলে; হয়েছে! আমরা জানি যে তুমি অনেক পর্দানশীন হয়েছো, এখন ছাড়তো এসব পর্দা-টর্দা। কেউ বলে; দুনিয়া উন্নতি করছে আর তুমি সেই পুরোনো ভাব ধরে রেখেছো ইত্যাদি। এরকম মনে কষ্ট দানকারী কথা দ্বারা শরয়ী পর্দানশীন মহিলার মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এ অবস্থায় তার কি করা উচিত?

উত্তর:- আসলেই এটা খুবই নাজুক সময়। শরয়ী পর্দানশীন ইসলামী বোন অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, কিন্তু সাহস না হারানো উচিত। হাসি-ঠাট্টা অথবা আপত্তিকারীদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা রাগান্বিত হয়ে ঝগড়া করা মারাত্মক ক্ষতিকর যে, এরূপ ব্যবহারে সমস্যা সমাধান হওয়ার পরিবর্তে অধিক বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এমতাবস্থায় এটা মনে করে মনকে শান্তনা দেয়া উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের প্রকাশ করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত পথহারা কাফিরগণ **তাঁকে** সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো এবং **তাঁকে** আমিন এবং সাদিক উপাধী দ্বারা স্মরণ করতো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়া শুরু করলেন, তখনই কাফির ও মুশরিকরা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট, হাসি-ঠাট্টা এবং গালিগালাজ করতে লাগলো, শুধু এতটুকু নয় বরং প্রাণ নাশের চেষ্টায়ও লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর, তিনি কখনো সাহস হারাননি, সব সময় ধৈর্য সহকারেই কাজ করেছেন। এখন ইসলামী বোনেরা ধৈর্য ধারণ করে একটু চিন্তা করুন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ফ্যাশনকারীনী বেপর্দা নারী ছিলাম আমাকে কেউ হাসি-ঠাট্টা করতো না। আর যখনই আমি শরয়ী পর্দা করা শুরু করলাম, তখনই আমাকে কষ্ট দেয়া শুরু করলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞতা যে, আমার দ্বারা অত্যাচারের উপর ধৈর্য ধারণ করার সুন্নাত আদায় হচ্ছে। মাদানী আরয হলো যে, যেমনই আঘাত আসুক ধৈর্যহারা হবেন না, আর শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুখে কিছু বলবেন না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেনঃ "হে আদম সন্তান! যদি তুমি প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণ করো আর সাওয়াবের প্রত্যাশী হও, তবে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট নই।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৫৯৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর বেদনাদায়ক পরীক্ষা

প্রশ্ন:- যেই ইসলামী বোনকে শরয়ী পর্দা ও সুন্নাতের উপর আমল ইত্যাদির কারণে সমাজে তুচ্ছ মনে করা হয় এবং বংশের লোকেরাও তাকে নিপীড়ন করে, সেই ইসলামী বোনের উৎসাহের জন্য কোন বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করুন।

উত্তর:- যেই ইসলামী বোনকে পর্দা করার কারণে পরিবার ও বংশের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়া হয়, তার জন্য হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ঘটনায় যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। যেমনিভাবে, হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ফিরআউনের স্ত্রী ছিলেন। যাদুকরদের পরাজিত হওয়া এবং ঈমান গ্রহণ করাতে তিনিও হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। যখন ফিরআউন এ ব্যাপারে জেনে গেলো তখন সে তাঁকে বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেয়া শুরু করলো। কোন ভাবে যেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ঈমান থেকে বিচ্যুত হন, কিন্তু তিনি নিজের ঈমানের উপর অটল রইলেন। অবশেষে ফিরআউন তাঁকে প্রচণ্ড রোদ্রে কাঁঠের চৌকির উপর শোয়াইয়ে উভয় হাত ও পায়ে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিলো। অত্যাচারের মাত্রা এতই ভয়াবহ ছিলো যে, পবিত্র বুকের উপর আটা পেষার চাক্কি রেখে দিলো যেন নড়তে না পারে। এই কঠিনতর ও অসাধ্য কষ্টের পরও তার অবিচলতা একটুও এদিক সেদিক হয়নি। অসহ্য হয়ে আপন ক্ষমাশীল প্রতিপালকের দরবারে আরয করলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে ঘর তৈরী করো এবং আমাকে ফিরআউন ও তার কর্ম থেকে মুক্তি দাও আর আমাকে যালিম লোকদের থেকে মুক্তি দান করো।

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়ার উপর ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা তার উপর ছায়া প্রদান করলেন এবং তার জান্নাতী ঘর তাকে দেখিয়ে দিলেন। যার কারণে তিনি সমস্ত কষ্টকে ভুলে গেলেন। কতিপয় বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁকে স্ব-শরীরে আসমানে উঠানো হয়। হযরত সায়্যিদাতুনা আছিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا জান্নাতে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে থাকবেন। (নূরুল ইরফান, ৮৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের (বিনা হিসেবে) ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মরহুমা আম্মাজান মাদানী কাজ করার অনুমতি নিয়ে দিলেন

ইসলামী বোনেরা! বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদের উপর আজও **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনা নিজের মতো বর্ণনা করার চেষ্টা করছি;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

কোট আত্তারী (কোটরী, বাবুল ইসলাম সিন্ধু) এর এক ইসলামী বোনের বর্ণনা যে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ভালবাসি, তাই আমি একান্তভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সন্তানের বাবা অনুমতি দিতেন না। তারপরও আমি শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে নিজের সামর্থানুযায়ী মাদানী কাজ করতাম। আমার সৌভাগ্য যে, ১৪৩০ হিজরীর পবিত্র সফর মাসে আমাদের এলাকার একটি ঘরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলা আগমন করে। রুটিন অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিতব্য তরবিয়্যতি ইজতিমায় আমারও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। আমি সেখানে এই দোয়া করলাম যে, “**হে আল্লাহ্**! এই মাদানী কাফেলার বরকতে যেন আমার সন্তানের বাবা আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার অনুমতি দিয়ে দেন।” اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই রাতেই আমার সন্তানের বাবা স্বপ্নে আমার মরহুমা আম্মাজান (অর্থাৎ তার শাশুড়ী যিনি তাকে সন্তানের দৃষ্টিতে দেখতেন) এর যিয়ারত হলো। মরহুমা বললেন: “তুমি আমার মেয়েকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে দিচ্ছনা কেন? তাকে তা করার অনুমতি দিয়ে দাও।” আমার সন্তানের বাবা আমাকে এই স্বপ্নের কথা শুনিয়ে খুশি মনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এমনিভাবে ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলার বরকতে আমার মনের আশা পূরণ হলো।

কাফিলে মে যরা মাঙ্গো আ'কর দোয়া পাওগে নেমতে কাফিলে মেঁ চলো।
হোগা লুত্বফে খোদা আও বেহনো দোয়া মিলকে সারে করে কাফিলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মাদানী কাজের উৎসাহ মারহাবা

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলারও কিরূপ চমৎকার বাহার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেখানে দোয়া কবুল হয় মাদানী কাজের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার উৎসাহ মারহাবা। কেননা, এতে সাওয়াবই সাওয়াব রয়েছে। এ ব্যাপারে ৪টি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করছি;

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ৪টি বাণী

(১) "নেকীর পথ প্রদর্শনকারী নেক কর্মসম্পাদনকারীর ন্যায়।"[১]

(২) "যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হিদায়ত দান করেন, তবে তা তোমাদের জন্য তোমাদের নিকট লাল উট থাকার চেয়েও উত্তম।"[২]

(৩) "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**, তাঁর ফিরিশতা, আসমান ও জমিনের সৃষ্ট জীব এমনকি পিঁপড়া তার গর্তের মধ্যে এবং মাছ সমূহ পানির মধ্যে লোকদেরকে নেকীর কাজ শিক্ষা দানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করে।"[৩] প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** দরূদ দ্বারা তাঁর বিশেষ রহমত ও সৃষ্ট জীবের দরূদ দ্বারা বিশেষ রহমতের দোয়া উদ্দেশ্য।" (মিরআতুল মানাজিহ্, ১ম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

(৪) "উত্তম সদকা হলো, মুসলমান ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে আর তা অপর মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেবে।"[৪]

---

[১] (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৯)
[২] (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬)
[৩] (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৯৪)
[৪] (সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

ঘরের মধ্যে পর্দার মন-মানসিকতা কিভাবে হবে?

প্রশ্ন:- ঘরের মধ্যে পর্দার মন-মানসিকতা কিভাবে বানানো যায়?

উত্তর:- “**ফয়য়ানে সুন্নাত**” এবং এই কিতাব “**পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর**” থেকে ঘর দরস চালু করে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনিয়ে, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে ঘরের পুরুষদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এর জন্য একাগ্রতার সাথে দোয়াও করতে থাকুন। নিজেকে এবং পরিবারের লোকদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর ব্যাকুলতা তৈরী করুন এবং তার জন্য প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখুন। কিন্তু নম্রতা, নম্রতা এবং নম্রতাকে আবশ্যক করে নিন। শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কঠোরতা করা তো দুরের কথা তা কল্পনাও করবেন না। কেননা, সাধারণত যে কাজ নম্রতা সহকারে হয় তা কঠোরতা দ্বারা হয় না।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মেঁ,
হার বানা কাম বিগাড় জাতা হে নাদানি মেঁ।

যাই হোক! নিজের পরিবার পরিজনকে সংশোধনের জন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য ব্যবস্থা করা উচিত। ২৮ পারার সূরা তাহরিম এর ৬নং আয়াতে করীমায় **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার বর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অধিনস্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে?

স্মরণ রাখবেন! স্বামী তার স্ত্রীর, পিতা তার সন্তানের এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিনস্থদের জন্য এক প্রকারের শাসক। আর প্রত্যেক শাসকের নিকট তার অধিনস্থদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেননা, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, নবীয়ে মুকার্‌রাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমরা সবাই নিজের সংশ্লিষ্টদের নেতা ও শাসক, আর শাসকের নিকট কিয়ামতের দিন তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৩)

ছোট ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ

ইসলামী বোনেরা! নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো এবং ক্ষমা পাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম হলো; তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ, কখনও কখনও একজন লোকের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, সম্পূর্ণ পরিবারের সংশোধনের মাধ্যম হয়ে যায়। এরকম অসংখ্য বাহার রয়েছে, একটি বাহার লক্ষ্য করুন; যেমন- বাবুল মদীনার (করাচীর) একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমাদের পরিবার অনেক মডার্ণ ছিলো। পরিবারের লোকেরা গান-বাজনা এবং সিনেমা-নাটকের সৌখিন ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া কিছুটা এভাবে হলো; আমার ছোট ভাইকে একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করলো। তাতে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায় নিয়মিত যাওয়ার কারণে ভাইয়ের আচরণের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো, সে নিয়মিতভাবে নামাযী হয়ে গেলো, সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদেরকে সংশোধনের ধ্যানে মগ্ন থাকতো। সে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র বরকত সমূহ আমাদেরকে বলতো এবং ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতো। তার ইনফিরাদী কৌশিশ পরিশেষে সফল হলো এবং আমি ইসলামী বোনদের ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। সেখানের পরিবেশের রূহানিয়্যত এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার মধ্যে আশ্চার্যজনক অবস্থা জাগিয়ে দিলো। দোয়া চলাকলীন সময়ে আমি অঝোর নয়নে কান্না করে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে কখনও ত্যাগ না করার পরিপূর্ণ ওয়াদা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার কারণে খোদাভীরুতা ও নবী প্রেম বৃদ্ধি করার প্রেরণা নসীব হলো। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সদকায় আমাদের পরিবারের বিপথগামী পরিবেশ মাদানী পরিবেশে পরিবর্তন হয়ে গেলো। পরিবারের লোকদের ঐক্যমতে ঘর থেকে টিভি বের করে দেয়া হয়েছে। কেননা, এটা থাকাবস্থায় সিনেমা-নাটক থেকে বাঁচা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। বর্তমানে আমাদের ঘরে সিনেমা-নাটক এবং গান-বাজনা নয় বরং **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের ধ্বনি ধ্বনিত হয়।

না মরনা ইয়াদ আতা হে, না জীনা ইয়াদ আতা হে,
মুহাম্মদ ইয়াদ আতে হেঁ, মদীনা ইয়াদ আতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ইসলামী বোনেরা! সাহস না হারিয়ে বেশি বেশি ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিষ্ফল হবেন না। এই অবস্থায় যদি কোন কষ্ট হয় তবে ধৈর্যশীলতার সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিবেন না। কেননা, আগত বিপদ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক বড় কল্যাণের আগাম বার্তা হিসেবে প্রমাণীত হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছাপোষণ করেন, তবে তাকে মুসীবতে লিপ্ত করে দেন।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাইয়্যুসের সংজ্ঞা

প্রশ্ন:- দাইয়্যুছ কাকে বলে?

উত্তর:- যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রী ও মাহরিমদেরকে বেপর্দা হওয়া থেকে বারণ করে না, সেই “দাইয়্যুস”। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তিন ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না; দাইয়্যুস এবং পুরুষ সূলভ আকৃতি ধারণকারী মহিলা আর মদ্য পানে অভ্যস্থ ব্যক্তি।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৭২২) পুরুষের ন্যায় চুল কর্তনকারী এবং পুরুষ সূলভ পোশাক পরিধানকারীরা বর্ণিত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। ছোট মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো চুল কাটানো এবং তাদেরকে ছেলে সূলভ কাপড় এবং ক্যাপ ইত্যাদি পরিধান করানো ব্যক্তিরাও সতর্কতা অবলম্বন করুন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

যেন ছোট মেয়েরা এই সময় থেকেই নিজেকে পুরুষ থেকে আলাদা মনে করে আর বুদ্ধি হওয়ার পর এবং বালিগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হওয়ার পর যেন নিজের অভ্যাস ও চালচলনকে শরীয়াতানুযায়ী পরিচালিত করতে কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়। হাদীসে পাকে এটা বলা হয়েছে যে: "কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না" তা দ্বারা দীর্ঘদিন যাবত জান্নাতে প্রবেশ হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকাই উদ্দেশ্য। কেননা, যে মুসলমান নিজের গুনাহের কারণে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ্র পানাহ!) জাহান্নামে যাবে, সে অবশেষে জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখবেন! এক মুহুর্তের কোটি ভাগের এক ভাগও জাহান্নামের আগুন সহ্য করা যাবে না। তাই আমাদেরকে প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা ও জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশের দোয়া করা উচিত। দাইয়্যুছের ব্যাপারে হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দাইয়্যুস সেই ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রী অথবা অন্য কোন মাহারিমের প্রতি যথাযথ শরয়ী বিধান প্রয়োগ না।" (দুররে মুখতার, ৬ষ্ট খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) জানা গেলো, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রী, মা, বোন এবং যুবতি মেয়ে ইত্যাদিকে অলি-গলিতে, বাজার সমূহে, শপিং সেন্টারগুলোতে এবং পার্ক সমূহে বেপর্দা ভাবে ঘুরে বেড়াতে, অপরিচিত প্রতিবেশীদের, না-মাহরাম আত্মীয়দের, না-মাহরাম চাকর, পাহারাদার এবং ড্রাইভারের সাথে সংকোচহীন এবং বেপর্দা হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে না, তারাই দাইয়্যুস। আর তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের ভাগীদার।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দাইয়্যুস ব্যক্তি খুবই মারাত্মক পর্যায়ের ফাসিক এবং প্রকাশ্য ফাসিকের (ফাসিকে মুলিন) পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরিমী। তাকে ইমাম বানানো বৈধ নয় এবং তার পিছনে নামায আদায় করা গুনাহ এবং আদায় করলে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা)

বেপর্দা কাল জু আয়েঁ নযর চান্দ বিবিয়াঁ
আকবর জমিঁ মে গেয়রতে কওমী সে গাড় গেয়া।
পুছা উন ছে আপকা পর্দা ওহ কেয়া হুয়া?
কেহনে লাগে "ওহ আকল পে মরদোঁ কি পড় গেয়া।"

যদি মহিলারা অবাধ্য হয় তবে...?

প্রশ্ন:- যদি পুরুষের আপ্রাণ চেষ্টার পরও মহিলারা বেপর্দা হওয়া থেকে বিরত না হয়, তবেও কি সে দাইয়্যুস হবে?

উত্তর:- যদি পুরুষ বা অভিভাবক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিষেধ করে এবং বেপর্দা থেকে বিরত রাখার শরয়ী বিধানাবলী পূর্ণ করে, এবং এতদসত্ত্বেও সে না মানে, তবে এমতাবস্থায় তার উপর না কোন অপবাদ দেয়া হবে আর না সে দাইয়্যুস বলে গন্য হবে। সুতরাং যতটুকু সম্ভব বেপর্দা ইত্যাদি বিষয় থেকে মহিলাদেরকে বারণ করা উচিত। কিন্তু তা অতিসাবধানতার সাথে, এমন যেন না হয় যে, আপনি আপনার স্ত্রী, মা, বোনের উপর এমন ভাবে কঠোরতা করে বসলেন, যে কারণে ঘরের সব শান্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

পাতানো (মুখে ডাকা) ভাই-বোনের সাথেও কি পর্দা রয়েছে?

প্রশ্ন:- পাতানো (মুখে ডাকা) বাবা অথবা ভাই এবং সন্তান ইত্যাদির সাথেও কি ইসলামী বোনদের পর্দা রয়েছে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! তাদের সাথেও পর্দা রয়েছে। কেননা, কাউকে বাবা, ভাই অথবা সন্তান বানিয়ে নেয়াতে সে সত্যিকার বাবা, ভাই বা সন্তান হয়ে যায় না। তাদের সাথে তো বিবাহও জায়েয। আমাদের সমাজে পাতানো সম্পর্কের প্রচলন অহরহ রয়েছে। কোন পুরুষ কাউকে “মা” বানিয়ে বসে আছে, কোন মেয়ে কাউকে “ভাই” বানিয়ে বসে আছে, তো কোন “মহিলা” কাউকে “সন্তান” বানিয়ে বসে আছে, কেউ কোন যুবতি মেয়ের পাতানো “চাচা”। অপরদিকে কেউ পাতানো “বাবা” আর তারপর নিঃসংকোচে বেপর্দা হওয়া এবং মিশ্র দাওয়াতে গুনাহ ও পাপের সেই বন্যা বয়ে যায়। (**আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে হিফাযত করুক!) বিপরীত লিঙ্গের সাথে পাতানো সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং কারীনিদের **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করা উচিত। নিশ্চয় শয়তান কাউকে জানিয়ে আক্রমণ করে না। হাদীসে পাকে এসেছে; “দুনিয়া এবং মহিলাদের (সংস্পর্শ) থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, বনি ইসরাঈলে সর্ব প্রথম ফিতনা মহিলাদের কারণে হয়েছিলো।”

(সহীহ মুসলিম, ১৪৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৪২)

পালক সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন:- কারো বাচ্চাকে কোলে নেয়া যাবে কি না?

উত্তর:- নিতে পারবে, কিন্তু যদি সে না মাহরাম হয়, তবে যখন থেকে মহিলাদের সম্পর্কে বুঝতে শুরু করবে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তখন তার সাথে পর্দা করতে হবে। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "মুরহিক (এমন যুবক যারা বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী) এর বয়স হলো ১২ বছর।" (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

শিশু কন্যাকে কোলে নেয়া কেমন?

প্রশ্ন:- কারো শিশু কন্যাকে কোলে নেয়া কেমন? যদি তাকে মেয়ে বানিয়ে নেয়া হয় তবে কি যুবতি হওয়ার পর মুখে ডাকা পিতার সাথে পর্দা করার মাসয়ালা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?

উত্তর:- যদি শিশু কন্যাকে নিতেই হয় তবে সহজতা এর মধ্যেই যে, মাহারামা অর্থাৎ আপন ভাতিজী অথবা ভাগ্নিকে নিন, যেন দুধের সম্পর্ক স্থাপন না হলেও বালিগা হওয়ার পর একত্রে থাকতে পারেন, কিন্তু বালিগা হওয়ার পর পরিবারের না-মাহরাম যেমন; আপন চাচা, মামা যারা তাকে লালিত পালিত করেছে, তাদের বালিগ সন্তানের সাথে (যখন সেখানে দুধভাই না হয়) পর্দা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি পালিত মেয়ে না-মাহরাম হয় তবে বালিগা হওয়া বরং বালিগার নিকটবর্তী হলেও তাকে পালনকারী না-মাহরাম পিতা নিজে সাথে রাখবেন না। যেমনিভাবে; আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** এর ১৩তম খন্ডের ৪১২ পৃষ্ঠায় বলেন: "মেয়ে বালিগা বা বালিগার নিকটবর্তী হলে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে না হয় তাকে অবশ্যই তার পিতার নিকট থাকা উচিত, এমনকি ৯ বছরের পর আপন মা থেকে মেয়েকে নিয়ে নিবে এবং সে তার পিতার নিকট থাকবে। কিন্তু অপরিচিত কারো নিকট থাকবে না (অর্থাৎ যাদের সাথে সবসময়ের জন্য বিয়ে হারাম নয়)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

তার নিকট থাকা কোন ভাবেই বৈধ হতে পারে না। শুধু মেয়ে বানিয়ে নেয়াতে মেয়ে হয়ে যায় না।” ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: “মুশথাত (এমন যুবতী যারা বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী) এর বয়স হলো কমপক্ষে ৯ বছর।”

(রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

পালিত পুত্রের সাথে পর্দা জায়েয হওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন:- শৈশবকাল থেকে পালিত পুত্র যখন বুঝতে শুরু করে তখন তার সাথে পর্দা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। এমন কোন পদ্ধতি বলে দিন যেন পালিত পুত্রের সাথে যুবক হওয়ার পরও পর্দা ওয়াজিব না হয়?

উত্তর:- তার পদ্ধতি হলো, যে ছেলে বা মেয়েকে পালক নিবেন তার সাথে দুধের সম্পর্ক গড়ে নিন। কিন্তু দুধের সম্পর্ক গড়তে এ বিষয়ে খুবই মনোযোগ রাখা আবশ্যক যে, যদি কন্যা সন্তানকে পালক নিতে হয় তবে স্বামীর পক্ষ থেকে যেন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যেমন; স্বামীর বোন অথবা ভাতিজী বা ভাগ্নি যেন সেই মেয়েকে দুধ পান করিয়ে দেয় এবং যদি ছেলে সন্তানকে পালক নিতে হয় তবে স্ত্রী তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি করবে যেমন; স্ত্রী নিজে অথবা তার বোন বা মেয়ে কিংবা বোনের মেয়ে বা ভাইয়ের মেয়ে যেন সেই সন্তানকে নিজের দুধ পান করিয়ে দেয়। এভাবে উভয় পদ্ধতিতে স্ত্রী এবং স্বামী দু'জনেরই পর্দার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্মরণ রাখবেন! যখনই দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি করবেন, তখন বাচ্চাকে হিজরী সনের হিসাবে দুই বছরের মধ্যে পান করাবেন।

www.dawateislami.net

এর পর দুধ পান করানো নাজায়েয। বরং মায়ের জন্য তার আপন সন্তানকেও দুই বছরের পর দুধ পান করানো নাজায়েয। কিন্তু যদি আড়াই বছরের ভিতরেও কোন বাচ্চা দুধ পান করে নেয়, তবুও দুধের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে।

ছেলে কখন বালিগ হয়?

প্রশ্ন:- ছেলে কখন বালিগ হয়?

উত্তর:- হিজরী সনের হিসাব অনুযায়ী ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে যখনই (সহবাস ও হস্ত মৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে) বীর্যপাত হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে কিংবা তার সাথে সহবাসের কারণে মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেলে। তৎক্ষনাৎ সে বালিগ হয়ে গেলো এবং তার উপর গোসল ফরয হয়ে গেলো। যদি এসব কিছু না হয় তবে হিজরী সন অনুযায়ী ১৫ বছর পূর্ণ হতেই বালিগ হয়ে যাবে।

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, সংকলিত)

মেয়ে কখন বালিগা হয়?

প্রশ্ন:- মেয়ে কখন বালিগা হয়?

উত্তর:- হিজরী সনের হিসাব অনুযায়ী ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে যদি স্বপ্নদোষ হয় বা ঋতুস্রাব চলে আসে অথবা গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে সে বালিগা হয়ে যাবে। তা না হলে হিজরী সন অনুযায়ী ১৫ বছর পূর্ণ হতেই বালিগা হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

কত বছরের ছেলের সাথে পর্দা করতে হবে?

প্রশ্ন:- কত বছরের ছেলের সাথে পর্দা করতে হবে?

উত্তর:- ১৮ পারায় সূরা নূর এর ৩১নং আয়াতে রয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অথবা ওই সব বালক (এর নিকট) যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্বন্ধে অবগত নয়।

এই আয়াতে করীমার টীকায় প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "অর্থাৎ সেই ছোট বাচ্চা যে এখনও বালিগ হওয়ার নিকবর্তী হয়নি (তার সাথে পর্দা নেই) জানা গেলো, মুরাহিক (এমন বালক যারা বালিগের নিকটবর্তী) ছেলের সাথে পর্দা রয়েছে।" (নূরুল ইরফান, ৫৬৪ পৃষ্ঠা) ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "মুশথাত (এমন যুবতী যারা বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী) এর সর্ব নিম্ন বয়স হলো ৯ বছর এবং মুরাহিক (এমন বালক যারা বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী) এর ১২ বছর।" (রদ্দুল মুহতার ৪র্থ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "৯ বছরের কম মেয়েদের পর্দা আবশ্যক নয়। আর যখন ১৫ বছর হয়ে যাবে তখন সকল নামাহারিমের সাথে পর্দা ওয়াজিব এবং ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে যদি বালিগার আলামত প্রকাশ পায় তখন পর্দা ওয়াজিব। আর যদি প্রকাশ না পায় তবে মুস্তাহাব, বিশেষ করে ১২ বছরের পর অনেক কঠোরভাবে জোর দেয়া হয়েছে। কেননা, এ সময়টা বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী ও উত্তেজনা পূর্ণ হওয়ার (অর্থাৎ ১২ বছর বয়সের মেয়ের বালিগা হওয়ার এবং যৌন উত্তেজনা পূর্ণ হওয়ার) সময়।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বিধর্মী মহিলার সাথে পর্দা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনদেরকে কি বিধর্মী মহিলা থেকে পর্দা করতে হবে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! বিধর্মী মহিলার সাথেও সেভাবে পর্দা করতে হবে যেভাবে পর-পুরুষের সাথে পর্দা করবে। বিধর্মী মহিলার সাথে পর্দার বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইসলামী বোনদের বিধর্মী মহিলাদের সাথে সেই ভাবে পর্দা করতে হবে, যেভাবে একজন পর-পুরুষের সাথে পর্দা রয়েছে অর্থাৎ সঠিক মতানুযায়ী মহিলার জন্য চেহারা এবং হাতের তালুদ্বয় আর গোড়ালির নিচের পা’কে প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য ধরা হয় বাকী সম্পূর্ণ দেহকে পর-পুরুষ থেকে গোপন রাখা আবশ্যক এবং বর্তমান যুগের উলামাদের মতে: “পর পুরুষ থেকে এই তিনটি অঙ্গও লুকানো উচিত।” মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের সাথে পর্দার আহকাম ১৮ পারা সূরা নূর এর ৩১ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে মোবারাকায় মুসলমান মহিলাদের কাফের মহিলাদের সাথে পর্দা করার বিধানও বর্ণিত হয়েছে যে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا ব্যতিত অর্থাৎ যতটুকু নিজে নিজে প্রকাশ পায়। কেননা, একজন মুসলমান মহিলার পুরো শরীর যেভাবে পর-পুরুষের জন্য গোপন রাখার জিনিস, তেমনি ভাবে বিধর্মী মহিলার জন্য গোপন রাখার জিনিস। যেমন; ব্যতিক্রম স্থান সমূহে اَوْ نِسَآئِهِنَّ (অর্থাৎ বা নিজের দ্বীনের মহিলাগন) থেকে প্রকাশ হয়, যেমনিভাবে, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ
اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾ (পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেমত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল কারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশ্ব বিখ্যাত কোরআনের অনুবাদগ্রন্থ “**কানযুল ঈমান**”এ এর অনুবাদ এভাবে করেন: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “এবং মসুলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

নিজেদের সতীত্বকে হিফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং উড়না যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের উপর ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা অথবা স্বামীর পিতা, অথবা আপন পুত্রগণ অথবা স্বামীর পুত্রগণ, অথবা আপন ভাই, অথবা আপন ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ অথবা যৌন কামনাহীন চাকর অথবা ওই সব বালক (এর নিকট) যারা নারীদের গোপাঙ্গ সম্বন্ধে অবগত নয়; এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপণ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা এবং **আল্লাহ্**র দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ, তোমরা সকলেই! এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে।"

হযরত সদরুল আফাযীল সায়্যিদুনা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাঈনুল ইরফানে আয়াতের এই অংশ اَوْ نِسَآئِهِنَّ (অর্থাৎ বা নিজের দ্বীনের মহিলাগন) এর টীকায় বলেন: "আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে চিঠি লিখেন: কাফের আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমান মহিলাদের সাথে গোসলখানায় প্রবেশ করা থেকে বারণ করুন।" এ থেকে জানা গেলো, মুসলমান মহিলাদের জন্য বিধর্মী মহিলার সামনে নিজের দেহ প্রকাশ করা জায়েয নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ফতোওয়া

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "শরীয়াতের হুকুম হলো, বিধর্মী মহিলার সাথে মুসলমান মহিলার এমনিভাবে পর্দা ওয়াজিব যেভাবে পর-পুরুষের সাথে। অর্থাৎ মাথার চুলের কোন অংশ অথবা বাহুদ্বয় অথবা হাতের কব্জি কিংবা গলা থেকে পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত শরীরের কোন অংশ মুসলমান মহিলার জন্য বিধর্মী মহিলার সামনে প্রকাশ করা জায়েয নেই।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৯২ পৃষ্ঠা)

পাপিষ্ঠা মহিলা থেকে পর্দা

প্রশ্ন:- পাপিষ্ঠা মহিলার থেকেও কি পর্দা করা আবশ্যক?

উত্তর:- না, কবিরা গুনাহকারী ও বারংবার সগিরা গুনাহকারী যেমন; বেনামাযী, পিতা-মাতাকে কষ্ট দানকারী, গীবতকারী, চুগলখোরকে পাপিষ্ঠা বলা হয়। পক্ষান্তরে যেনাকারীনী, দুশ্চরিত্রা এবং অশ্লীল মহিলাদের পাপিষ্ঠার পাশাপাশি ফাজিরা (দুশ্চরিত্রা)ও বলা হয়। পাপিষ্ঠার সাথে পর্দা নেই, কিন্তু ফাজিরার (দুশ্চরিত্রবান মহিলা) থেকে সাবধানতা বশতঃ পর্দা করার বিধান রয়েছে। তার সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, মন্দ সংস্পর্শ মন্দ প্রতিদান দেয়। ফাজিরা মহিলার সাথে মেলামেশার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "জ্বী, হ্যাঁ! তাদের সাথে পর্দা করার বিধান সাবধানতা বশতঃ, কিন্তু এই সাবধানতা আবশ্যক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

যখন দেখবে যে, এবার কোন মন্দ প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ছেড়ে দিন এবং তার সঙ্গকে আগুন মনে করুন। আসল কথা হলো, মন্দ প্রভাব পড়ার সময় তেমন বুঝা যায় না, কিন্তু যখন পড়ে যায় তখন সাবধানতার মনমানসিকতা তৈরী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং নিরাপত্তাই হলো; ফাজিরা (দুশ্চরিত্রা মহিলা) থেকে দূরে থাকা।” **(আল্লাহ্ তাআলার** সাহায্যক্রমে সামর্থ্য অর্জিত হয়।) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মছনবী শরীফে বলেন:

তা তুওয়ানী দূর শাওয়ায ইয়ারে বদ, ইয়ারে বদ বদতর বুওয়াদ আয মারে বদ।
মারে বদ তানহা হামেঁ বারজাঁ যান্দ, ইয়ারে বদ বরজানে ও বর ঈমান যান্দ।

অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব মন্দ বন্ধু থেকে দূরে থাকো। কেননা, খারাপ সাথী বিষাক্ত সাপের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর। এজন্য যে, ভয়ঙ্কর সাপ তো শুধু প্রাণ অর্থাৎ শরীরকে কষ্ট অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করে। কিন্তু খারাপ সাথী প্রাণ এবং ঈমান উভয়টি নষ্ট করে দেয়।

(গুলদাস্তায়ে মছনবী, ৯৪ পৃষ্ঠা)

আমার জীবনের লক্ষ্য

ইসলামী বোনেরা! খারাপ সংস্পর্শের মধ্যে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস, আর সৎ সংস্পর্শ নেক লোকদের সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক গড়াতে সবদিকেই নিরাপত্তা রয়েছে। **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের কথা কি বলব! আখিরাতের ধ্বংসের পথের পথিক কত ইসলামী বোনকে জান্নাতের পথের পথিক বানিয়ে দিয়েছে। এমনই একটি মাদানী বাহার শুনুন: বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমি দুনিয়ার রং-তামাশায় মগ্ন হয়ে আখিরাতের পরীক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলাম। একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন ইসলামী বোন আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আন্তর্জাতিক মারকায ফয়যানে মদীনার নিচ তলায় অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলো, তার স্নেহময়তার ফলে আমার সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন হলো। সেখানে মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত বয়ান চলছিল। আমি গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনতে লাগলাম। বয়ানটি অনেক হৃদয়কাড়া ছিলো। আমার উপর তার প্রভাব বিস্তার করলো, আর আমার শরীরের প্রতিটি লোম খোদাভীরুতায় কেঁপে উঠল। বয়ানের শেষে আমি নিয়্যত করে নিলাম যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ভবিষ্যতে সারা জীবন মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করেই কাটাব। অতঃপর মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার বরকতে মাদানী বোরকা পরিধান করাও নসীব হলো। এখন আমি আমার জীবনকে এই মাদানী উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কাটানোর ওয়াদা করে নিয়েছি যে; **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য ঘরের মাহরাম পুরুষদেরকে মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে।

দে জযবা "মাদানী ইনআমাত" কা তু, করম বেহরে শাহে করব ও বালা হো।
করম হো দা'ওয়াতে ইসলামী পর ইয়ে, শরীক ইসমে হার এক ছোটা বড়া হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

৮৮৩টি ইজতিমা

ইসলামী বোনেরা! এখনতো আপনারা সেই দিনের মাদানী বাহার শ্রবণ করলেন, যখন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হতো। আর এখন মাদানী মারকায প্রতি রবিবার দুপুর আড়াইটায় অনুষ্ঠিতব্য এই এক ইজতিমাকে বর্ণনা লিখাকালীন সময়ে প্রায় ৩৭ স্থানে বন্টন করে দিয়েছে। যেভাবে **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যত আশিকা বৃদ্ধি পেতে থাকবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বন্টনের ধারাবাহিকতাও তত বাড়তে থাকবে। অন্যান্য স্থান ব্যতিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বুধবার দুপুর বেলায় বাবুল মদীনা করাচীতে যেলী পর্যায়েও এ বর্ণনা লিখাকালীন সময়ে প্রায় ৮৮৩টি স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মাদানী ইনআমাত কার জন্য কতটি?

এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সহজভাবে নেকী করার ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্বলিত শরীয়াত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি “মাদানী ইনআমাত” প্রশ্নাবলী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নিদের জন্য ৪০টি এমনকি বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অর্থাৎ বোবা, বধির) জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত। অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এবং ছাত্র মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন শোয়ার পূর্বে --

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ফিক্‌রে মদীনা করার দ্বারা (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে) মাদানী ইনআমাতের পকেট সাইজের রিসালায় দেয়া খালি ঘর পূরণ করে। এই মাদানী ইনআমাতগুলোকে আন্তরিকতার সাথে আপন করার পর নেককার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে বাধা বিপত্তি **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় অধিকাংশ দূর হয়ে যায়। আর এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়। সবার উচিৎ যে, সৎ চরিত্রের অধিকারী মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব) করার মাধ্যমে এতে দেয়া খালি ঘরগুলো পূরণ করা। আর প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ওলী আপনা বানা তু উস কো রব্বে লাম ইয়াযাল,
মাদানী ইনআমাত পর করতা রহে জু ভি আমল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণকারীরা যে কিরূপ সৌভাগ্যবান তার অনুমান এই মাদানী বাহার থেকে করুন। হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরকম শপথকৃত বর্ণনা: ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের একরাতে আমার **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হয়। ঠোঁট মোবারক নড়তে লাগল এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

রহমতের ফুল ঝড়তে লাগল, আর প্রিয় বাক্যগুলো কিছুটা এরূপ উচ্চারিত হলো: **"যে এই মাসে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী ফিক্‌রে মদীনা করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"**

"মাদানী ইনআমাত" কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালিবুঁ কে ওয়াসেতে সওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

শিক্ষকের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

প্রশ্ন:- না মাহরাম শিক্ষকের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! যেমন; শৈশবকালে কোন না-মাহরামের নিকট কোরআনে পাক পড়তো, আর এখন সে বালিগা হয়ে গেছে। তবে সেই শিক্ষকের সাথেও পর্দা করা ফরয হয়ে যাবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "বাকী রইল পর্দা করা, শিক্ষক ও শিক্ষক নয় এমন ব্যক্তি, পীর ও পীর নয় এমন ব্যক্তি, আলীম ও আলীম নয় এমন পীর এতে সবাই সমান।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

পীর ও মুরিদনীর পর্দা

প্রশ্ন:- মুরিদনী এবং পীরের মধ্যেও কি পর্দা রয়েছে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! না-মাহরাম পীরের সাথেও মহিলার পর্দা রয়েছে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "পর্দার ব্যাপারে পীর ও পীর নয় এমন ব্যক্তি প্রত্যেক পর-পুরুষের ব্যাপারে হুকুম সমান।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

মহিলা না-মাহরাম পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে না

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি তাদের পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে?

উত্তর:- ইসলামী বোনের জন্য না-মাহরাম পীরের হাত চুম্বন করা হারাম। যদি পীর বাধা প্রদান না করে তবে পীরও গুনাহগার হবে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাজের ধরন লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে; উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: “**প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই মহিলাদের বাইয়াত করাতেন, তাদেরকে বলতেন; যাও, আমি তোমাদেরকে বাইয়াত করলাম। খোদার শপথ! বাইয়াত করার সময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারক কখনও কোন মহিলার হাতের সাথে স্পর্শ হয়নি।” (ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৭৫) হযরত সায়্যিদাতুনা উমাইমা বিনতে রুকাইকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: “আমি কয়েক জন মহিলার সাথে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বাইয়াত গ্রহনের জন্য উপস্থিত হলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اِنِّیْ لَا اُصَافِحُ النِّسَاء অর্থাৎ আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করি না (অর্থাৎ হাত মিলাই না)।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৭৪)

পর-নারীর সাথে হাত মিলানোর শাস্তি

পীর সাহেব মহিলাদের দ্বারা হাত চুম্বন করানো তো দূরের কথা, যদি শুধু তার সাথে হাত মিলায় তবে তার শাস্তিও কম ভয়ঙ্কর নয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” **(আল কওলুল বদী)**

যেমনিভাবে; হযরত ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: “দুনিয়াতে পর-নারীর সাথে হাত মিলানো ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠবে যে, তার হাত তার ঘাঁড়ের সাথে আগুনের শিকল দ্বারা বাঁধা থাকবে।” **(কুর্‌রাতুল উয়ূন ও রওযুল ফায়িক্ব, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)**

কোরআন শিখার জন্য মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন:- কোরআনে পাক বিশুদ্ধ ভাবে পড়া জরুরী, তাহলে কি ইসলামী বোনেরা তা শিখার জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে?

উত্তর:- উত্তম হলো, ঘরের কোন মাহরাম পুরুষ থেকে যেন শিখে। তা না হলে অপারগতাবস্থায় কোন ইসলামী বোনের কাছে শেখার জন্য এভাবে বাহিরে বের হবে যেন পর্দার শরয়ী বিধান পরিপূর্ণ ভাবে আদায় হয়।

অটলতার ফল

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ এবং বিশেষত মাদানী কাফেলায় অসংখ্য ইলমে দ্বীন এবং সুন্নাত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে জীবনে সেই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আসবে, যা দেখে অবলোকনকারী অবাক হয়ে যাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের বরকতে পরিপূর্ণ একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন; বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হওয়ার পূর্বে আমি অনেক বাচাল ছিলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হাসি-ঠাট্টা করতাম এবং কটাক্ষ করে অন্যকে বিরক্ত করা আমার মারাত্মক বদঅভ্যাস ছিলো। নামাযের একেবারেই মন মানসিকতা ছিলো না। প্রতি মঙ্গলবার কিছু ইসলামী বোন আমাদের ঘরে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য আসতো, কিন্তু আমরা তিন বোন শুনেও না শুনার ভান করতাম, বরং অনেক সময় তো রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। আম্মাজান যখন এসব জানতেন তখন এসে আমাদেরকে বুঝাতেন যে, এই বেচারা মহিলারা নিজেই আমাদের ঘরে আসে, কমপক্ষে তাদের কথাগুলো তো শুনো, তারাও তো তোমাদের মতো মানুষ। সেই ইসলামী বোনদের অটলতার প্রতি উৎসর্গ যে, আমাদের এই অলসতা ও দুষ্টুমি সত্ত্বেও হতাশ না হয়ে তারা মাদানী প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অবশেষে এমন এক দিনও আসলো যে, আমার বড় বোন তাদের উৎসাহে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনার শিক্ষিকা কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলেন। সেখানে তার মাদানী মন-মানসিকতা সৃষ্টি হতে লাগল। তাকে দেখে আমাদের দু'বোনেরও অন্তরে ইচ্ছা জাগল তাই আমরাও শিক্ষিকা কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলোম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সময়ের সাথে সাথে আমরা তিন বোনও মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলোম। মাদানী বোরকাও আপন করে নিলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ করতে করতে আজ আমি এলাকা মুশাওয়ারাতের সেবিকা হিসেবে ইসলামী বোনদের নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো চেষ্টায় রত আছি।

তুমহে লুত্বফ আ'জায়েগা যিন্দেগী কা, করিব আঁকে দেখো যরা মাদানী মাহোল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

ইসলামী বোনেরা! বর্ণিত মাদানী বাহারে সেই সকল ইসলামী বোন ও ইসলামী ভাইদের জন্য শিক্ষা লুকায়িত রয়েছে, যারা এরূপ বলে যে, আমাদের কথা তো কেউ শুনেইনা। বহুদিন যাবত অমুকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করছি কিন্তু কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। এমন লোকদের খিদমতে আদবের সাথে আবেদন যে, "আমাদের কাজ নেকীর দাওয়াত পৌছানো, কাউকে হিদায়াত করা বা মানানো আমাদের দায়িত্ব নয়।" যদি হতাশ না হয়ে নিয়মিত ভাবে ইনফিরাদী কৌশিশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ একদিন সেই প্রচেষ্টা সফল হবে এবং অন্যান্য নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব তো অর্জন হবেই। যেমন; **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: "**হে আল্লাহ্!** যে তার ভাইকে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই। আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

মহিলারা নিজের পীরের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি নিজের পীরের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারবে?

উত্তর:- এর কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে; যেমনিভাবে; আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

"যদি শরীর মোটা এবং ঢিলেঢালা কাপড়ে আবৃত থাকে, এমন পাতলা (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীর বা চুলের রং প্রকাশিত হয়, আর এমন আটোঁসাটোঁও (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীরের আকৃতি বুঝা যায় এবং একাকীও যেন না হয় আর পীর যেন যুবক না হয় (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ হওয়া, যাতে উভয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ পীর ও মুরীদনী কারো পক্ষ থেকে যৌন উত্তেজনার আশংকা না হওয়া) মোটকথা না কোন ফিতনা সেই সময়ে হয়, না ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা হয়, তবেই ইলমে দ্বীন এবং **আল্লাহ্**র রাস্তার কাজসমূহ শেখার জন্য যাওয়া বা ডাকাতে কোন সমস্যা নাই।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

মহিলারা নিজের পীরের সাথে কথা বলতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি না-মাহরাম পীর অথবা পর-পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে?

উত্তর:- শুধুমাত্র প্রয়োজন বশতঃ কথা বলতে পারবে। এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সকল মাহরামের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে, আর যদি প্রয়োজন হয় এবং ফিতনার আশংকার না থাকে আর একাকীত্বেও না হয় তবে পর্দার মধ্যে থেকে কতিপয় না-মাহরামের সাথেও কথাবার্তা বলতে পারবে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা) পীর সাহেবের সাথে যেন তার বিনা অনুমতিতে কথাবার্তা না বলে এবং তাকে যেন কথাবার্তা বলার জন্য বাধ্য করা না হয়, হতে পারে তার নিকট কথাবার্তা না বলাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

পীর ও মুরীদনীর ফোনের মাধ্যমে কথাবার্তা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি আপন পীরের নিকট ফোনের মাধ্যমে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য দোয়ার আবেদন করতে পারবে?

উত্তর:- করতে তো পারবে কিন্তু না-মাহরাম পীর সাহেব (অথবা অন্য কোন পর-পুরুষের সাথে যদি প্রয়োজন বশতঃ কথা বলতেই হয় তবে) তার সাথে কণ্ঠস্বর ও ভাষা যেন কর্কশ হয়। কণ্ঠে যেন মন গলানো ও নরম নরম এবং নিঃসংকোচ মূলক ভাব না হয়। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, সংকলিত) যেহেতু এতে ছাড় দেয়া খুবই কঠিন, তাই উত্তম হচ্ছে; এই সমস্যাবলীকে নিজের মাহরামের মাধ্যমে যেন পীরের নিকট পৌঁছায়। তাছাড়া অপ্রয়োজনে না-মাহরাম পীরের সাথেও কথাবার্তা বলতে পারবে না। যেমন; শুধু সালাম ও দোয়া এবং শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদিও ফোনে বলতে পারবে না। কেননা, এগুলো প্রয়োজনীয় কথার অন্তর্ভূক্ত নয়।

মহিলার জন্য ফোন রিসিভ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি পর-পুরুষের ফোন রিসিভ করতে পারবে?

উত্তর:- বর্ণিত সতর্কতা সহকারে রিসিভ করতে পারবে। অর্থাৎ কোমল কণ্ঠ যেন না হয়। যেমন; কোমল কণ্ঠে "হ্যালো হ্যালো" বলার পরিবর্তে রুক্ষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করবে: "কে?" এখানে অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে যায়। কেননা, আশংকা থাকে যে, সম্মুখস্থ ব্যক্তি ঘরের কোন পুরুষের সাথে কথা বলার আবেদন করে বসতে পারে। নিজের নামও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবং তার সাথে কথা বলার সময় ইত্যাদিও জিজ্ঞাসা করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এছাড়া এটাও হতে পারে যে (**আল্লাহ্** রক্ষা করুক) কোন লজ্জাশীলা এবং আমলদার ইসলামী বোনের রুক্ষ ভাষায় কথা বলাতে (সম্মুখস্থ ব্যক্তি) খারাপ মনে করবে এবং শরয়ী মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কড়া কিছু বলে দিতে পারে। যেমনিভাবে কতিপয় ইসলামী ভাই তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যে, না-মাহরাম মহিলাদের সাথে প্রয়োজন বশতঃ ফোনে কথা বলার সময় আমাদের রুক্ষ ভাষার কারণে মহিলারা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) এরকম কথা শুনিয়ে থাকে। যেমন; মাওলানা! আপনার এতো রাগ কেন? যাহোক নিরাপত্তা এতেই মনে হয় যে, আন্সারিং মেশিন লাগিয়ে দেয়া এবং তাতে পুরুষের কণ্ঠে এই বাক্য রেকর্ড করিয়ে দেয়া “উদ্দেশ্য রেকর্ড করিয়ে দিন” পরে রেকর্ডকৃত বার্তা ঘরের পুরুষ তার সুবিধানুযায়ী শুনে নিবে। উম্মাহাতুল মু’মিনীনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُنَّ পর-পুরুষের সাথে কথাবার্তা সম্পর্কে ২২ পারায় সূরা আহযাবের ৩২নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلۡبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۳۲﴾

(পারা: ২২, আহযাব, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও, যদি **আল্লাহ্**কে ভয় করো তাহলে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

হতভাগ্য আবিদ ও যুবতী মেয়ে

প্রশ্ন:- বুযুর্গদের প্রতি কি মহিলাদের ভয়, নাকি মহিলাদের প্রতি বুযুর্গদের?

উত্তর:- উভয়েরই একে অপরের প্রতি গুনাহের আশংকা রয়েছে। কারোরই নিজের নফসকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**মলফুযাতে আ'লা হযরত**" এর ৪৫৪ পৃষ্ঠায় আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের নফসের উপর ভরসা করলো সে অনেক বড় মিথ্যাবাদীর উপর ভরসা করলো।" কিভাবে শয়তান লোকদেরকে তার জালে ফাসিঁয়ে ধ্বংস করে দেয়, তা বুঝার জন্য একটি শিক্ষণীয় কাহিনী লক্ষ্য করুন:

যেমনিভাবে; বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের একজন অনেক বড় আবিদ (ইবাদত গুজার) ব্যক্তি ছিলো। একই এলাকার তিন ভাই একদা সেই আবিদের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল: আমরা সফরে যাচ্ছি, তাই ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের যুবতী বোনকে আমরা আপনার নিকট রেখে যেতে চাই। আবিদ ব্যক্তিটি ফিতনার ভয়ে নিষেধ করে দিল। কিন্তু তাদের বারংবার অনুরোধের কারণে অবশেষে সে রাজি হলো এবং বললো: তাকে আমি আমার সাথে তো রাখতে পারব না বরং তাকে কোন নিকটস্থ বাড়ীতে রেখে যান। সুতরাং এমনই হলো। আবিদ তার ইবাদতখানার দরজার বাইরে খাবার রেখে দিতো এবং সে তা নিয়ে নিতো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কিছুদিন পর শয়তান সেই আবিদের অন্তরে সহানুভূতির মাধ্যমে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে দিল যে, খাবারের সময় সেই যুবতী মেয়ে তার ঘর থেকে বের হয়ে আসে, কখনো কোন দুষ্ট লোকের হাতে যেন পড়ে না যায়। উত্তম এটাই যে, তোমার দরজার পরিবর্তে তার দরজার বাইরে খাবার রেখে দাও। এই সৎ নিয়্যতের বিনিময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সাওয়াবও অর্জিত হবে। সুতরাং সে এখন যুবতী মেয়েটির দরজার সামনে খাবার পৌঁছানো আরম্ভ করলো। কিছুদিন পর শয়তান পূনরায় কুমন্ত্রণার মাধ্যমে আবিদের সহানুভূতির প্রেরণা বাড়িয়ে তুলল যে, এই নিঃস্ব মেয়েটা নিশ্চুপ একাএকা পড়ে থাকে। কমপক্ষে তার ভয়ভীতি দূর করার ভালভাল নিয়্যত সহকারে কথা বলাতে কি গুনাহ। বরং এটাতো নেককাজ, তুমি তো এমনিতেই পরহেজগার ব্যক্তি এবং নফসের উপর বিজয়ী। নিয়্যতও তোমার পরিস্কার, সে তো তোমার বোনের মতোই। সুতরাং কথাবার্তা বলা শুরু হলো। যুবতী মেয়ের সুমধুর কণ্ঠ আবিদ ব্যক্তির কানে মধু বর্ষন করল, অন্তরে উতাল পাতাল ঢেউ সৃষ্টি হলো। শয়তান তাকে আরও উৎসাহিত করলো, এমনকি যা না হওয়ার তাও হয়ে গেলো এবং মেয়েটি সন্তানও প্রসব করলো। শয়তান পূনরায় কুমন্ত্রণার মাধ্যমে ভয় দেখাল যে, যদি মেয়েটির ভাইয়েরা সন্তানকে দেখে তবে অনেক অসম্মান হয়ে যাবে। সম্মান অধিক প্রিয় সুতরাং নবজাতক সন্তানের গলা কেটে মাটিতে দাফন করে দাও। আবিদ ব্যক্তির মন মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো, অতঃপর তৎক্ষণাত কুমন্ত্রণা দিলো যে, এমন যেন না হয় যে, মেয়েটি নিজেই তার ভাইদেরকে বলে দেয়, এজন্য নিরাপত্তা এতেই যে, না থাকুক বাঁশ আর না বাজুক বাঁশি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

উভয়কেই জবাই করে দাও, মোটকথা আবিদ ব্যক্তি যুবতী মেয়ে এবং নবজাতক সন্তানকে নির্দয়ভাবে জবাই করে সেই জায়গাতেই একটি গর্ত খনন করে তাদেরকে দাফন করে মাটিকে সমান করে দিল। যখন তিন ভাই সফর থেকে ফিরে এসে তার নিকট এলো তখন সেই আবিদ ব্যক্তি আফসোস প্রকাশ করে বললো: আপনার বোনের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আসুন! তার কবরে ফাতিহা পাঠ করি, সুতরাং আবিদ ব্যক্তি তাদেরকে কবরস্থানে নিয়ে গেলো এবং একটি কবর দেখিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললো: এটা আপনার মরহুমা বোনের কবর। সুতরাং তারা তার কবরে ফাতিহা পাঠ করলো এবং বেদনাগ্রস্থ হৃদয় নিয়ে ফিরে গেলো। রাতে শয়তান এক মুসাফিরের বেশে তিন ভাইয়ের স্বপ্নে আসল এবং সেই আবিদের সমস্ত অসৎকর্ম বর্ণনা করলো। আর দাফন কৃত স্থান দেখিয়ে দিলো এবং বললো: এ জায়গাটি খনন করো। সুতরাং তিন ভাই উঠল এবং একে অপরকে নিজের স্বপ্ন শুনাল। তিন ভাই মিলে স্বপ্নে চিহ্নিত করা মাটি খনন করলো, আসলেই সেখানে তাদের বোন এবং নবজাতক সন্তানের জবাইকৃত লাশ দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ তারা তিন জন আবিদ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলো এবং সে তার অন্যায় স্বীকার করলো। তিন ভাই মিলে বাদশাহের দরবারে অভিযোগ করলো। আবিদ ব্যক্তিকে তার ইবাদত খানা থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করলো এবং শুলীতে ছড়ানোর নির্দেশ দেয়া হলো। যখন তাকে শুলীতে ছড়ানোর জন্য আনা হলো তখন শয়তান তার সামনে প্রকাশ হলো আর বললো: আমাকে চিনতে পেরেছ! আমি সেই শয়তান, যে তোমাকে মহিলার ফিতনায় ফেলে অপমানের সর্বশেষ স্থানে পৌঁছিয়েছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

যাই হোক ঘাবড়িয়ো না আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাকে আমার আনুগত্য করতে হবে। যে মরে সে কিইবা না করে, আবিদ ব্যক্তি বললো: আমি তোমার প্রতিটি কথা মানার জন্য প্রস্তুত আছি। শয়তান বললো: **আল্লাহ্**কে অস্বীকার করো এবং কাফির হয়ে যাও। তখন হতভাগা আবিদ বললো: আমি **আল্লাহ্**কে অস্বীকার করছি এবং কাফির হচ্ছি। তৎক্ষণাৎ শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং সিপাহিরা সেই হতভাগা আবিদকে শুলীতে ছড়িয়ে দিলো।

(তালবিসে ইবলিস, ৩৮-৪০ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

যৌন উত্তেজনা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলো

আপনারা দেখলেন তো! শয়তানের নিকট পুরুষদেরকে ধ্বংস করার জন্য সর্বোচ্চ ও মন্দ হাতিয়ার হচ্ছে মহিলা। হতভাগা আবিদ নিজের আশ্রয়ে যুবতী মেয়েকে রাখার জন্য সম্মত হয়ে গেলো এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে খাবারও তার দরজায় পৌঁছাতে লাগল আর এমনিভাবে সে শুধুমাত্র শয়তানকে আঙ্গুল ধরার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সেই চালবাজ (শয়তান) নিজেই তার হাত ধরে ফেললো এবং পরিশেষে **আল্লাহ্ তাআলা**র সত্ত্বাকে অস্বীকার করিয়ে তাকে শূলীতে ছড়িয়ে (শূলী হলো সুঁচালো কাটের টুকরোকে পেরেকের মতো মাটিতে পুঁতে রেখে আসামীর প্রাণ নেয়া হয়) অপমানের মৃত্যুতে উপনীত করলো আর এই যৌন উত্তেজনা তাকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একেবারে সত্য বলেছেন; “মুহুর্তের যৌন তাড়নার স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।” নিঃসন্দেহে কোন অপরিচিত ব্যক্তি হোক বা না-মাহরাম আত্মীয়, তাদের সাথে পর্দা করার মধ্যেই উভয় জাহানের সফলতা রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তা না হলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ হওয়াটা খুবই ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। হতভাগা আবিদের ঘটনাটি থেকে এই কথাটিও জানা গেলো, মহিলাদের ফিতনার কারণে হত্যা-অরাজকতার কতো ঘটনা যে ঘটতে পারে। উভয় পক্ষের কঠিনতর পরিণতির আশংকা এবং ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ার না সাজা হোগী কড়ি।

আলিম সাহেবের মেয়ে যদি বেপর্দা হয় তবে?

প্রশ্ন:- আজকাল তো অনেক আলিমের মেয়েরাও পর্দার বিধানাবলি পালন করে না?

উত্তর:- কোন আলিম বা পীরের মেয়েকে যদিও বেপর্দা হতে দেখেন, তবে নিজের পরকাল বিনষ্ট করার জন্য দয়া করে সেটাকে দলিল বানাবেন না। আর তাদের সম্মনিত পিতা মহোদয় (অর্থাৎ সেই আলিমে দ্বীন ও শরীয়াতের অনুসারী পীরের) ব্যাপারে কুধারণা করবেন না। যুগ বড়ই নাজুক, বর্তমান যুগের সন্তানগণ খুবই কম বাধ্য ও আনুগত হয়। আলিম ও পীর নিজের সন্তানদেরকে শরীয়াতের সীমায় থেকে বুঝাতে পারবে, কখনও কখনও শাস্তিও দিতে পারবে। কিন্তু প্রানে তো মেরে ফেলতে পারবে না। হতে পারে যে, সেই আলিম ও পীর সাহেব বুঝানোর শরয়ী সীমা পূর্ণ করে ফেলেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আলিম পিতার বেদনাদায়ক পরিণতি

প্রশ্ন:- যদি কোন আলিম বা পীর সাহেবের পরিবারবর্গ শরীয়াত বিরোধী কোন কাজ করে, তবে আজকাল অধিকাংশ লোক, উলামা ও মাশায়েখদেরকে এভাবে গালমন্দ করতে থাকে যে; এই লোকেরা (হুযুররা) তো দুনিয়াকে সংশোধন করে, কিন্তু নিজের পরিবারকে সংশোধন করে না?

উত্তর:- সেই লোকদের দূর্ভাগা, যারা অকারণে কুধারণা করে উলামা ও মাশায়েখদের বিরোধী হয়ে যায়। দেখুন! ওয়াজ নসীহত করা **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশক্রমে উলামাদের কাজ, কিন্তু লোকদের হিদায়াত করা, অন্তরকে পরিবর্তন করা ও খারাপ লোকদেরকে সংশোধন করা **আল্লাহ্ তাআলা**র কাজ। যদি কোন আলিম অথবা পীর সাহেব বরং প্রত্যেক মুসলমান যারা সত্যিকারেই নিজেদের সন্তানদেরকে সংশোধন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে না, তারা নিঃসন্দেহে গুনাহগার। কিন্তু শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে তাদেরকে ভাল-মন্দ বলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আলিম হোক বা না হোক সবারই **আল্লাহ্ তাআলা**র অমুখাপেক্ষীতার প্রতি ভীত কম্পিত থাকা উচিত। এই ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে; হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: বর্ণিত আছে; "বনি ইসরাঈলের একজন আলিম সাহেব নিজের ঘরে ইজতিমার আয়োজন করে সেখানে বয়ান করতেন। একদিন সেই আলিম সাহেবের যুবক ছেলে একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে ইশারা করলো। তা দেখে সেই আলিম সাহেব বললেন: "হে বৎস! ধৈর্য ধারন করো।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এ কথা বলা মাত্রই সেই আলিম সাহেব নিজের চৌকি থেকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, আর তার মাথাও ফেঁটে গেলো। **আল্লাহ্ তাআলা** তৎকালীন নবীর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে; অমুক আলিমকে জানিয়ে দাও যে, আমি তার বংশ থেকে কখনও সিদ্দিক (সর্বোচ্চ মর্যাদার ওলী) সৃষ্টি করবো না। আমার অসন্তুষ্টির জন্য কি শুধু এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পুত্রকে বলবে; "হে বৎস! ধৈর্য ধারন করো" (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের পুত্রের উপর কঠোরতা কেন করলো না এবং সেই মন্দ কাজ থেকে তাকে বিরত কেন রাখলো না।)" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, নংঃ ২৮২৩ সংকলিত)

মহিলারা ওমরা করবে কি না?

প্রশ্ন:- রমযানুল মোবারকে কি কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে অথবা নির্ভরযোগ্য মাহরামের (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম) সাথে ওমরা করার জন্য সফর করতে পারবে?

উত্তর:- করতে পারবে। যেহেতু ওমরা করাটা ফরয ও ওয়াজিব নয়, সেহেতু যদি সে ওমরা করার জন্য না যায় তবেও কোন প্রকারের গুনাহ হবে না। গভীরভাবে মনোযোগ দেয়ার বিষয় হলো, বর্তমানে রমযানুল মোবারকে মহিলারা ওমরা করার জন্য যাবে এবং বেপর্দা ও পর-পুরুষের মেলামেশা থেকেও বেঁচে থাকবে, এটা খুবই অসম্ভব বিষয়। সুতরাং পরামর্শ স্বরূপ এটাই আবেদন করবো; ওমরা বা নফলী হজ্ব করা থেকে মহিলাদের বিরত থাকা উচিত। জ্বী, হ্যাঁ! যে (মহিলা) শরয়ী পর্দার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রাখে এবং সে তার পরিপূর্ণ বিধানাবলী পালন করতে সামর্থ্যও রাখে। পর-পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকেও বাঁচতে পারবে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

ফ্লাট আলাদা ভাবে ভাড়ায় নিতে পারবে, তাহলে তার জন্য নফলী হজ্ব অথবা ওমরা করতে যাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। আফসোস! আজকাল হারামাঈন তায়্যিবাইনেও ভাড়াকৃত বাড়িগুলোতে অধিকাংশ পর-পুরুষ ও মহিলা একই কক্ষের মধ্যে একত্রে অবস্থান করে। একই অবস্থা মিনা শরীফ ও আরাফাত শরীফের তাবুগুলোতেও হয়ে থাকে। সত্যিকারার্থে লজ্জাশীল ও শরয়ী পর্দার ব্যাপারে মাদানী মনমানসিকতা রাখে এমন ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জন্য কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। যদি ওমরা ও নফলী হজ্ব করার দ্বারা শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, তবে এই নেক কাজ সমূহে ব্যয়কৃত টাকাগুলো যারা দারিদ্রতার কারণে চিকিৎসা করাতে পারছে না, দুর্দশাগ্রস্থ রোগী অথবা যাদের রোযগারহীনতা বা ঋণগ্রস্থতা কিংবা কঠিন দুরাবস্থায় রয়েছে, তাদেরকে সাওয়াবের নিয়্যতে দিয়ে প্রতিদানের ভান্ডার ও দুঃখী অন্তরের দোয়া অর্জন করে নেয়া উচিত।

পায়ে 'নেকী কি দাওয়াত' তু জাহাঁ রাখে মাগার এ্যয় কাশ,
মে খায়াবুঁ মে পৌহছতা হি রহো আকছর মদীনে মে।

উম্মুল মু'মিনীন সারা জীবনেও ঘর থেকে বের হননি

প্রশ্ন:- সম্মানিতা মহিলাদের মধ্যে কি এরূপ উপমাও রয়েছে যে, যিনি কখনও নফল হজ্ব করতে ঘর থেকে বের হননি?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! এরূপ উপমা রয়েছে; পক্ষান্তরে আজকের তুলনায় সে যুগ খুবই নিরাপদ ছিলো। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার তাঁকে নফলী হজ্ব ও ওমরা করার জন্য বলা হলো, তখন তিনি বললেন: "আমি ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছি। আমার প্রতিপালক আমাকে ঘরের মধ্যে থাকার আদেশ করেছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! এখন শুধুমাত্র আমার জানাযাই (লাশই) ঘর থেকে বের হবে।" বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! এর পর থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি কখনও ঘর থেকে বের হননি।

(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। সেই পবিত্র যুগেও যখন উম্মুল মু'মিনীনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ পর্দার ব্যাপারে এতো সাবধানতা ছিলো, আর আজ এই বর্তমান যুগে, যেখানে পর্দার কল্পনাই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও কুদৃষ্টি দেয়াকে مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কোন মন্দ কাজ বলেই মনে করা হয় না। এমন দূরাবস্থায় প্রত্যেক লজ্জাশীল ও পর্দাকারীনী ইসলামী বোন বুঝতে পারেন যে, তাদেরকে কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

মহিলাদের মসজিদে আসা নিষেধ হওয়ার কারণ

প্রশ্ন:- মহিলাদেরকে মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে কেন বাধা প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর:- শরীয়াতের মধ্যে পর্দার খুবই গুরুত্ব রয়েছে। **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যাহেরী হায়াতে মহিলারা মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

অতঃপর যুগের পরিবর্তনে উলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেন। অথচ মহিলারা মসজিদের মধ্যে সর্বশেষ কাতারে দাঁড়াতো। সুতরাং ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেন: “পুরুষ ও বাচ্চা, হিজরা ও মহিলা যদি নামাযের জন্য একত্রিত হয় তবে কাতার বিন্যাস এভাবে হবে, প্রথমে পুরুষের কাতার অতঃপর বাচ্চাদের কাতার এরপর হিজড়াদের এবং সর্বশেষে মহিলাদের কাতার।” **(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)** পুরুষ ও মহিলাদের যেখানে সংমিশ্রণ হয়, এ রকম মাহফিল ইত্যাদিতে পর্দা সহকারে যাওয়া থেকেও ইসলামী বোনদেরকে বিরত থাকার ব্যাপারে বুঝাতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “মসজিদের চেয়ে উত্তম মাহফিল হতে পারে না। আর মসজিদের মধ্যে পর্দাও কেমন (অর্থাৎ পর্দার জন্য ব্যবস্থাপনাও কত মজবুত) যে (নামায চলাকালীন সময়ে) মহিলারা পুরুষের এতো পিছনে থাকে যে, পুরুষেরা তাদের দিকে মুখও ফেরাতে পারবে না এবং পুরুষদের জন্য এটাও আদেশ যে, সালাম ফেরানোর পর যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলারা (মসজিদ থেকে) বের হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উঠবে না। উলামায়ে কিরমাগণ প্রথমত অর্থাৎ শুরু শুরুতে কিছুটা দিক নির্দেশনা করেন (অর্থাৎ সাবধানতার শর্তাবলী বর্ণনা করেন) কিন্তু যখন ফিতনার যুগ আসলো (আর বেপর্দার গুনাহ প্রচণ্ড বেগে বাড়তে লাগল, তখন মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে) সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলে অবহিত করলেন।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনত্র বলেন: আপন যুগে উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেছেন: যদি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবলোকন করতেন, যেই প্রথাগুলো মহিলারা বর্তমানে শুরু করেছে, তবে নিশ্চয় তাদের মসজিদে আসাকে নিষেধ করতেন। যেমনিভাবে বনী ইসলাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে। যেমন; তাবেয়ীনদের যুগ থেকেই ইমামগণ (মহিলাদের মসজিদে আসাকে) বাধা প্রদান করা শুরু করেন। প্রথমত যুবতী মেয়েদের, অতঃপর বৃদ্ধা মহিলাদেরকেও। প্রথমত শুধুমাত্র দিনে (মসজিদে আসাকে নিষেধ করেছেন) পরে রাতেও। এভাবে নিষেধাজ্ঞার হুকুম সবার জন্য সাধারণ ভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমন নয় যে, সেই যুগের নারীরা কি নির্লজ্জ নারীদের ন্যায় গান, নৃত্যকারীনী অথবা অশ্লীল মহিলা ছিলো? আর বর্তমান যুগে নেককার মহিলা রয়েছে? অথবা সেই যুগে অশ্লীলতা (নির্লজ্জ মহিলা) অধিক পরিমাণে ছিলো, আর বর্তমান যুগে নেককার মহিলা বেশি পরিমাণ কিংবা পূর্বের যুগে ফয়েয বরকত ছিলো না কিন্তু বর্তমান যুগে রয়েছে বা পূর্বের যুগে কম ছিলো আর বর্তমানে বেশি? এ রকম কখনও হতে পারে না, বরং নিঃসন্দেহে এখন অবস্থা তার উল্টো (অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখিত বাক্যগুলোর বিপরীত) সত্যিকারে তা এই যে, বর্তমানে যদি একজন নেককার মহিলা থাকে তবে পূর্বের যুগে হাজার ছিলো, আর যদি পূর্বের যুগে একজন নির্লজ্জ মহিলা থাকে তবে বর্তমানে তার তুলনায় হাজার গুন হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

বর্তমান যুগে যদি এক অংশ বরকত হয়, তবে পূর্বের যুগে হাজার অংশ হবে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا يَأۡتِيۡ عَامٌ اِلَّا وَالَّذِيۡ بَعۡدَهٗ شَرٌّ مِّنۡهُ" অর্থাৎ প্রতিটি নতুন বছর তার পূর্বের বছরের তুলনায় মন্দ হবে।" বরং '**ইনায়া ইমাম আকমাল উদ্দিন বারকাতি**'র মধ্যে উল্লেখ রয়েছে: "আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করেন, (তখন) মহিলারা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলো (তখন তিনিও ফারুকে আযমের সাথে একমত হয়ে) বললেন: যদি **দোজাহানের সুলতান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেও এরকম দূরাবস্থা হতো, তবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিতেন না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ৯ম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা)

মসজিদ ইত্যাদিতে জামাআত সহকারে নামায আদায়ের আগ্রহী অথবা ওমরা ও নফলী হজ্বের জন্য গমনকারীনিদের আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর বর্ণিত ফতোওয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার কারণে মসজিদের ন্যায় শান্তিপূর্ণ জায়গায় ফরয নামাযের মতো অতি উত্তম ইবাদতকে পুরোপুরি পর্দা সহকারেও মহিলাদেরকে পর-পুরুষের সাথে একত্রে নামায আদায় করা থেকে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে। আর তাও শত শত বছর পূর্বের কথা। বর্তমানে তো অবস্থা দিনের পর দিন আরো অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শরয়ী পর্দার কল্পনাও শেষ হয়ে যাচ্ছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সত্যি বলতে গেলে তো অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যদি অতিশয়োক্তির সাথে বলি তবে বর্তমান অশ্লীলতার যুগে যদি মহিলাদেরকে হাজারো পর্দার অন্তরালে রাখা হোক না কেন, তা অতি অল্পই হবে।

১৫ দিন পর যখন কবর খুলে গেলো

ইসলামী বোনেরা! আমার মাদানী পরামর্শ হলো; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানের তরী পার হয়ে যাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতের কথা কি বলব! নিশ্চয় সৎসঙ্গ তার রং ছড়ায়। জীবনতো জীবনই, কিন্তু কখনো কিছু কিছু মৃত্যুও ঈর্ষার যোগ্য হয়ে থাকে। এমনই একটি ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যুর ঘটনা শুনুন আর ঈর্ষান্বিত হোন। আত্তারাবাদ (জ্যাকববাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো, আমার আম্মাজান প্রায় ২০০৪ সালে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহণ করে আত্তারীয়া হয়ে যান, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায়ের সাথে সাথে নফল নামাযের অভ্যস্থ ছিলেন। ১৭ই সফরুল মুযাফ্ফর ১৪৩০ হিজরী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ইংরেজি সকালে আম্মা আমাকে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলেন আর নিজেও ফযরের নামাযে রত হয়ে গেলেন। আমি নামায আদায় করে ফিরে এলে তখনো তিনি জায়নামাযেই বসে ছিলেন কিছুক্ষন পর তিনি দ্বিতীয়বার অযু করলেন আর ইশরাক্বের নামাযের নিয়্যত বেধেঁ নিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

প্রথম রাকাতের সিজদায় গিয়ে মাথা না উঠালে পরিবারের লোকেরা ভাবল যে, হয়তোবা আম্মাজানের নামাযের মধ্যে ঘুম এসে গেছে (কিন্তু) জাগানোর উদ্দেশ্যে তাকে যখন ডাকা হলো তখন তিনি একদিকে ঢলে পড়ে গেলেন। লোকেরা হতভম্ব হয়ে যখন ভাল করে দেখলো বুঝলো যে আম্মাজানের রূহ দেহ পিঞ্জর হতে উড়ে গেছে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। মনে হয় শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা আমার আম্মাজানের কাজে এসে গেলো। সৌভাগ্যের বিষয় তো হলো, তিনি সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দিয়েছেন, আরও দয়ার উপর দয়া হলো যে, তার চেহারা ইন্তিকালের পর খুবই নূরানী হয়ে গিয়েছিল। ইন্তিকালের প্রায় ১৫ দিন পর অর্থাৎ ২রা রবিউন নূর শরীফ ১৪৩০ হিজরী (২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯) শনিবার তার কবরের পাঠাতন ভেঙ্গে পড়ে গেলো আর কবর মাটিতে পূর্ণ হয়ে গেলো। কবর মেরামত করার জন্য যখনই কবর খনন করা হলো তখন চারিদিকে গোলাপের সুগন্ধি ছড়িয়ে গিয়েছিল, এছাড়াও আমরা এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা দেখে আনন্দে মেতে উঠলাম যে, আম্মাজানের কাফন ও শরীর উভয়টিই সতেজ ছিলো। যখন কবর থেকে মাটি বের করা হলো তখন আমার ভাই আম্মাজানের কদম স্পর্শ করলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই মুহূর্তেও আম্মাজানের শরীর জীবিত মানুষের ন্যায় নরম ছিলো। আমার আব্বাজানের বর্ণনা যে, যখন আমি চেহারা থেকে কাপড় সরালাম তখন তার চেহারা পূর্বের তুলনায় আরও নূরানী হয়ে গিয়েছিল। সেই ইসলামী ভাই আরো বলেন যে, আশ্চর্যজনক বিষয় তো এটাই যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সেই পাথর কবরে পড়া সত্ত্বেও আম্মাজানের দেহে কোন প্রকারের আঘাত লাগেনি এবং তার মোবারক সতেজ মৃতদেহ কবরের দেয়ালের সাথে ঘেঁষে গিয়েছিল, এমন লাগছিল যে তিনি নিজেই সেই দিকে সরে গেছেন। অথবা কেউ করে দিয়েছে অথচ দাফনের সময় তাকে কবরের মাঝখানে শুয়ানো হয়েছিল।

দাহন মেয়লা নেহী হোতা বদন মেয়লা নেহী হোতা,
খোদা কে পাক বান্দো কা কাফন মেয়লা নেহী হোতা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এক তরমুজকে দেখে অপর তরমুজ রং ধারণ করে

ইসলামী বোনেরা! এক তরমুজকে দেখে অপর তরমুজ রং ধারণ করে। তিলকে গোলাপ ফুলের সাথে রাখুন, দেখবেন সেই তিলও গোলাপী হয়ে যাবে। এমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া পরিত্যক্ত পাথরও অমূল্য হীরা হয়ে যায়, খুবই চকচক করে এবং কখনোও তো এমন শান ও মর্যাদায় **আল্লাহ্**র আহবানে সাড়া দেয় যে, অবলোকনকারী ও শ্রবণকারীরাও তার উপর ঈর্ষা করতে থাকে, আর জীবিত থাকার পরিবর্তে এমন (সৌভাগ্যময়) মৃত্যু কামনা করে। এই আশিকানে রাসূলের দুনিয়া থেকে ঈমান তাজাকারী বিদায় আর দাফনের পর যখন বাধ্যতামুলক কবর খোলা হলো তখন কবর থেকে গোলাপের সুগন্ধি আসা, কাফন ও শরীর সতেজ অবস্থায় পাওয়া, আহলে সুন্নাতের মসলক যে সত্য তারই অদৃশ্য সমর্থন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আল্লাহ্ তাআলা সেই ভাগ্যবতী ইসলামী বোনের পুলসিরাত, হাশর আর মিযান প্রতিটি স্থানে মর্যাদা সহকারে জান্নাতুল ফিরদাউসে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক এবং এ সমস্ত দোয়া গুনাহগার আত্তার, সকল গুনাহ্গারদের সর্দারের পক্ষেও কবুল করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যাত আপ কি তো রহমত ও শফক্বত হে চর বচর,
মে গর ছে হোঁ তোমহারা খাত্বাওয়ার ইয়া রাসূল ﷺ!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে!

প্রশ্ন:- কিছু লোক এটা বলে যে, দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে, পর্দার ব্যাপারে এতো কঠোরতা করা উচিত নয়?

উত্তর:- আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন কোন আদেশ নেই, যা মুসলমানের উপর তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত। যেমনটি ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: নং ২৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ্** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্যের পরিমাণ;

তবে শরয়ী পর্দা করা বেপর্দা মহিলাদের নফসের জন্য অবশ্যই কঠিন মনে হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

স্বামী যদি বাহিরে বের হতে না দেয় তবে...?

প্রশ্ন:- স্বামী যদি স্ত্রীকে দেবর, ভাসুরের সামনে আসা যাওয়া ইত্যাদি থেকে বারণ করে তবে স্ত্রীর কি করা উচিত? বংশের কিছু মহিলা স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যে, সে তো অনেক কঠোরতা করে, তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে নাও ইত্যাদি, তবে এরূপ কটুক্তিকারীদের জন্য কি হুকুম?

উত্তর:- স্ত্রীকে তার স্বামীর আনুগত্য করা উচিত। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: “যদি কোন মহিলা এমনও হয় যে, পর্দা সম্পর্কিত পরিপূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড় মুড়িয়ে এভাবে পরিধান করে যে, মুখের সম্মুখ ভাগ, হাতের তালু ও পায়ের তালু ব্যতিত শরীরের একটি চুলও প্রকাশ পায় না। তবে এমতাবস্থায় দেবর, ভাসুরের সামনে আসা তো জায়েয, কিন্তু স্বামী যদি তাদের সামনে আসতে বাঁধা প্রদান করে এবং অসন্তুষ্ট হয়, তবে সেই অবস্থায় (স্বামীর অসুন্তুষ্টতার কারণে) পর্দা সহকারে তাদের সামনে আসা হারাম। স্ত্রী যদি স্বামীর আদেশ মান্য না করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র গযবে পতিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী অসন্তুষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর কোন নামায কবুল হবে না। ফিরিশতাগণ তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে। যদি এমতাবস্থায় তালাক কামনা করে তবে সে মুনাফিকা হিসেবে গন্য হবে। (আর) যেই সমস্ত মহিলারা স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি উত্তেজিত করে তুলে তারা শয়তানের বন্ধু।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা) যেই সমস্ত মহিলা কথায় কথায় স্বামীর বিরোধীতা করেন তারা এই সাতটি বর্ণনা শুনুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

খোদাভীতিতে কেপেঁ উঠুন আর নিজের স্বামী থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন। নিজের পরকালের মঙ্গলের জন্য তার (স্বামীর) আনুগত্য ও খিদমতে লিপ্ত হয়ে যান।

প্রিয় নবী ﷺ এর ৭টি বাণী

(১) তিন ব্যক্তির নামায তাদের কর্নদ্বয়ের উপরে উঠে না। (ক) মালিক থেকে পলায়নকৃত গোলাম যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে। (খ) এমন মহিলা যে এমতাবস্থায় রাত কাটাল, তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। (গ) যে ব্যক্তি কোন জাতির নেতৃত্ব দেয় এবং তার অধিনস্থ লোকেরা তার দোষ ত্রুটির কারণে তার নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬০)

(২) তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথা থেকে এক বিঘত পরিমাণ উপরে উঠে না। (এক) পূর্বে উল্লেখিত নেতা। (দুই) স্বামী অসন্তুষ্ট থাকাবস্থায় রাত কাটানো মহিলা এবং (তিন) সেই দুই মুসলমান ভাই, যারা উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ছিন্ন করে।[১] (অর্থাৎ শরীয়াতের অনমুতি ব্যতিত সম্পর্ক ছিন্ন করা)

(৩) তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং না কোন নেকী আসমানের দিকে উত্তোলিত হয়। **১.** নেশাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ ফিরে না আসে। **২.** সেই স্ত্রী, যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট না হয়। **৩.** পলায়নকারী গোলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মালিকের নিকট ফিরে গিয়ে নিজেকে তার আয়ত্বে করে না দেয়।[২]

---

[১] (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯৭১)
[২] (আল মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৯২৩১। আল আহসানু বেতারতিব সহীহ ইবনে হাব্বান, ৭ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৩৩১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৪) যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে এবং সে বিনা কারণে সাড়া না দেয় আর স্বামী এ কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায়, তবে ফিরিশতারা সকাল পর্যন্ত সেই মহিলার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে।[১] প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "এখানে রাতের বেলায় ডাকাকেই বিশেষভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, সাধারণত স্ত্রীগনের সাথে রাত্রেই থাকা বা শোয়া হয়। দিনের বেলা রাতের তুলনায় কম, তা না হলে যদি দিনের বেলায় স্বামী ডাকে এবং না যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে। রাতের অভিশাপ সকালে এজন্য শেষ হয় যে, সকালে স্বামী কাজকর্মে চলে যায় এবং রাতের রাগ-অভিমান শেষ হয়ে যায় কিংবা রাগ কমে যায়।" (মিরাআত, ৫ম খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

(৫) যে মহিলা (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে) ঘর থেকে বের হলো এবং তার বের হওয়া স্বামীর অপছন্দ হলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে না আসে আসমানের সমস্ত ফিরিশতাগন তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। তাছাড়া জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত যতগুলো বস্তুর উপর বা পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, সবগুলো তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।[২]

(৬) যে মহিলা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে (অর্থাৎ কঠিন কষ্ট ব্যতিত) স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম।[৩]

---

[১] (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৩২৩৭)
[২] (আল মু'জামুল আউসাত, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫১৩)
[৩] (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১৯১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৭) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এই আদেশ দেয় যে, তুমি সাদা রঙ্গের পাহাড় থেকে পাথর তুলে কালো রঙ্গের পাহাড়ে নিয়ে যাও আর কালো রঙ্গের পাহাড় থেকে পাথর উঠিয়ে সাদা রঙ্গের পাহাড়ে নিয়ে যাও। তবে সেই স্ত্রীকে স্বামীর এই আদেশ পালন করা উচিত।[১] প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: “এই মোবারক বাণীটি উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে। কালো ও সাদা পাহাড় পরস্পর নিকটে নয় বরং অনেক দূরে। উদ্দেশ্যে হলো, যদি স্বামী (শরীয়াতের গন্ডির ভিতরে) কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেরও আদেশ করে তারপরও স্ত্রী সেটা পালন করবে। কালো পাহাড়ের পাথর সাদা পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিনতর যে, ভারি বোঝা নিয়ে সফর করা। (মিরআত, ৫ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)

স্বামীর হক বেশি নাকি পিতা মাতার?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনের উপর স্বামীর কি কি হক রয়েছে, বিস্তারিত বর্ণনা করুন। স্বামীর হক কি পিতামাতার তুলনায় বেশি?

উত্তর:- স্বামীর হক বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “স্ত্রীর উপর স্বামীর হক, বিবাহাবস্থা সম্পর্কিত বিশেষ বিষয়ে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সকল হক, এমনকি পিতা-মাতার হকের চেয়েও বেশি।

[১] (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৫২৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ঐসব বিষয়ে তার নির্দেশের আনুগত্য ও তার মান সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখা স্ত্রীর উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে মাহরাম ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না এমনকি মাহরামের সেখানেও। (যদি বিনা অনুমতিতে যেতে হয়) তবে মা-বাবার কাছে প্রতি অষ্টম দিনে তাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং ভাই-বোন, চাচা, মামা, খালা, ফুফির কাছে বছরে একবার (যেতে পারবে) এবং (বিনা অনুমতিতে) রাতে কোথাও (এমনকি মা-বাবার কাছেও) যেতে পারবে না। (জ্বী হ্যাঁ! অনুমতি নিয়ে যেখানে যাওয়ার সেখানে প্রতিদিন এমনকি রাতেও যেতে পারবে।) **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি আমি **আল্লাহ্** ব্যতিত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।" অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: "যদি স্বামীর নাকের ছিদ্র থেকে রক্ত বা পুঁজ প্রবাহিত হয়ে তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ডুবে যায় আর স্ত্রী সেই পুঁজ তার জিহ্বা দ্বারা চেটে পরিষ্কার করে তবুও স্বামীর হক আদায় হবে না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক সমূহ

প্রশ্ন:- সাধারণত আমাদের এখানে স্বামীর হকই শুধু বর্ণনা করা হয় কিন্তু স্ত্রীর হক বর্ণনা করা হয় না। যাই হোক স্বামীর উপর কি স্ত্রীর কোন হক রয়েছে কি না?

উত্তর:- নিশ্চয়! শরীয়াত যেভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর হককে আবশ্যক করেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

অনুরূপভাবে স্বামীর উপরও স্ত্রীর হককে কার্যকর করেছে। যেমন; তার খরচাপাতির (অর্থাৎ থাকা-খাওয়ার ইত্যাদি) ব্যাপারে খবরা খবর নেয়া, মোহর আদায় করা, ভালভাবে বসবাস করা, ভাল কথা বলা, ভাল কথা শিক্ষা দেয়া, পর্দা ও লাজ-লজ্জার প্রতি জোর দেয়া এবং প্রতিটি জায়েয কাজে তার মন খুশি করা ইত্যাদি এই সকল কাজগুলো হলো স্বামীর উপর স্ত্রীর হক। যেমনটি আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি হক রয়েছে? তদুত্তরে তিনি বললেন: “বসবাসের খরচাপাতি (অর্থাৎ খাবার, পোশাক ও ঘর) মোহর, ভালভাবে বসবাস করা, ভাল কথা এবং লজ্জা আর পর্দার শিক্ষা ও জোর দেয়া এবং স্বামীর বিরোধীতায় বাধাঁ প্রদান ও কঠোরতা করা, প্রতিটি জায়েয কাজে মন খুশি করা এবং খোদা প্রদত্ত পুরুষালী সুন্নাতের প্রতি আমল করার তৌফিক হলে, শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তার (স্ত্রীর) পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সহ্য করা উত্তম কাজ, যদিওবা এটি নারীর হক নয়। (অর্থাৎ যে বিষয় সমূহ শরীয়াতে নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে কোন সুযোগ না দেয়া, তাছাড়া যে বিষয় সমূহের মধ্যে তার অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ব্যতিত কষ্ট পায় তবে ধৈর্য ধারণ করা খুবই উত্তম, তবে তা নারীর হকের অন্তর্ভূক্ত নয়।)” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ঘর শান্তির নীড় কিভাবে হবে?

প্রশ্ন:- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী-স্ত্রীর কিভাবে একত্রে বসবাস করা উচিত, যেন ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি না হয়?

উত্তর:- স্বামী-স্ত্রীর উচিত যে, পরস্পর সহিষ্ণুতা ও ভালবাসার সহিত জীবন-যাপন করা। উভয়ে একে অপরের হকের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং সেগুলো আদায়ও করতে থাকবে। এমন যেন না হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীকে শুধুমাত্র 'দাসি' বানিয়ে রাখবে। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** পুরুষদের কর্তিত্ব দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে এটাও ইরশাদ করেছেন: وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। (পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৯) **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার (আচরণ) করে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৭৮) স্বামী যেন তার স্ত্রীকে নেকীর দাওয়াত দেয় আর প্রয়োজনীয় মাসয়ালা মাসায়িল শিক্ষা দেয়, তার খাবার-দাবারের দিকে খেয়াল রাখে। আর কখনোও যদি স্বভাব বিরোধী কোন কাজ হয়ে যায়, তবে ধৈর্য ধারণ করে, এমন যেন না হয় যে, মারামারি শুরু করে দিবে। কেননা, এর দ্বারা অবাধ্যতার জন্ম নেয়। আর শান্তশিষ্ট কাজও অশান্ত হয়ে যায়। **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) "মহিলাকে পাঁজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনোও সোজা হতে পারে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

যদি তুমি তার সাথে জীবনযাপন করতে চাও, তবে সেই অবস্থায়ই থাকতে হবে। আর যদি সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে যাবে। আর ভেঙ্গে যাওয়ার মমার্থ হচ্ছে তালাক দেয়া।" (সহীহ মুসলিম, ৭৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৬৮) (২) "মুসলমান স্বামী যেন তার মু'মিনা স্ত্রীর সাথে বিদ্বেষ না রাখে। (অর্থাৎ তার সাথে ঘৃনা ও বিদ্বেষ না রাখে) যদিওবা তার একটি অভ্যাস মন্দ মনে হয়, তবে অপরটি পছন্দ হবে।" (প্রাগুক্ত, হাদীস: ১৪৬৯) এর উদ্দেশ্য হলো, যদিও স্ত্রীর দু'একটি অভ্যাস খারাপ অনুভব হয়, তবে অনেক স্বভাব ভালো দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্যই তার ভাল কাজের উপর দৃষ্টি রাখুন আর দোষগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে সংশোধন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

অতিরিক্ত লবণ ঢেলে দিলো

নিজের স্ত্রীর স্বভাব বিরোধী কাজের প্রতি ধৈর্য ধারণকারী এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ঈমান তাজাকারী ঘটনা পড়ুন আর আন্দোলিত হোন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**বয়ানাতে আত্তারীয়া**" ২য় খন্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: "এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারের মধ্যে লবণ অতিরিক্ত দিয়ে দিলো, তাতে সে লোকটির প্রচন্ড রাগ এলো। কিন্তু তারপরও এটা ভেবে ঐ রাগ দমন করে নিলো যে, আমিও ভূল করি, অপরাধ করি। আজ যদি আমি আমার স্ত্রীর ভূলের কারণে তার সাথে কঠোরতা দেখিয়ে শাস্তি প্রদান করি, তবে এমন যেন না হয়, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**ও আমার পাপ ও দোষ ত্রুটির কারণে আমাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তাই এ কথা ভেবে সে তার স্ত্রীর প্রতি সদয় হলো এবং ক্ষমা প্রদর্শন করলো। মৃত্যুর পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: ইহকালে আমার পাপের কারণে শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "আমার বান্দিনী তরকারীতে লবণ বেশি দিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। যাও! আমিও আজ তোমাকে তোমার ব্যবহারের কারণে ক্ষমা করে দিলাম।"

আল্লাহ্ কি রহমত সে তো জান্নাত হি মিলেগি,
এ কাশ! মহল্লে মে জাগা উন কি মিলি হো।

স্ত্রীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

স্ত্রীর উচিত যে, সেও যেন তার স্বামীর আনুগত্য করে এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখে। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(সুন্নানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৬৪)

স্ত্রী যেন তার স্বামীকে নিজের গোলামের মতো না রাখে যে, আমি যা চাইব তাই হবে, যাই হোক না কেন আমার কথার যেন নড়ছড় না হয়। বরং তার (স্ত্রীর) জন্যও একই হুকুম যে, সে যেন তার স্বামীর হকের দিকে লক্ষ্য রাখে, তার জায়েয ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করতে থাকে আর তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

হযরত সায়্যিদুনা ক্বায়স বিন সাদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **সুলতানে আম্বিয়া, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যদি আমি **আল্লাহ্** ব্যতিত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে মহিলাদের আদেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২ খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৩) এই হাদীস শরীফ দ্বারা স্বামীর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে গেলো। সুতরাং ইসলামী বোনদের উচিত, তারা যেন স্বামীর হক সমূহে কোন প্রকারের অলসতা না করে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অপরের পিতা মাতাকে নিজের পিতামাতা মনে করে তাদের সম্মান করতে থাকুন এবং সাথে দোয়াও করতে থাকুন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের মাঝখানে এই ভালবাসা অটুট রাখুক আর আমাদের ঘরকে শান্তির নীড় বানিয়ে দিন।

ইসলামী বোনদের মাদানী (ছেহেরা) কবিতা

মাদানী পরিবেশে অসংখ্য কনেকে পেশকৃত মাদানী ফুলের সুবাসে সুবাসিত মাদানী (ছেহেরা) কবিতা লক্ষ্য করুন। এই কবিতায় সজ্জিত মাদানী ফুল যদি কোন ইসলামী বোন তার অন্তরের মাদানী পুষ্পদানীতে সাজিয়ে নেয় তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তার পারিবারিক কার্যাদিতে কখনোও কষ্টে পতিত হবে না।

ফযলে রবছে বিনতে .... দুলহান বনি,
ফুল সেহরে কে খুলে চাদর হায়া কি হ্যায় তনি।
তুঝ কো হো শাদী মোবারক হো রাহি হে রুখসতি,
রুখসতি মে তেরী পিনহাঁ কবর কি হ্যায় রুখসতি।
ঘর তেরা হো মুশকবার অউর যিন্দেগী ভী পুর বাহার,
রব হো রাজী খুশ হোঁ তুঝ ছে দো জাঁহা কে তাজেদার।
মাদানী বেটী কা খোদায়া ঘর সদা আবাদ রাখ,
ফাতেমা যাহরা কা সদকা দো'জাহাঁ মে শাদ রাখ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ইয়ে মিয়া বিবি ইলাহী মকরে শয়তাঁ সে বাঁচে,
ইয়ে নামাযে ভি পড়ে অউর সুন্নাতোঁ পর ভি চলে।
ইয়ে মিয়া বিবি চলে হজ্ব কো ইলাহী! বার বার,
বার বার উনকো মদীনা তু দেখা পরওয়ারদিগার।
মাইকা ও সসুরাল তেরে দোনো হি খোশহাল হোঁ,
দো'জাহাঁ কি নে'মতোঁ সে খুব মালা মাল হোঁ।
আপনে শোহর তি ইতাআত সে না গফলত করনা তু,
হাশর মে পচতায়েগী এ্যয় মাদানী বেটী ওয়ার না তু।
মাদানী বেটী ইয়া ইলাহী! না বনে গুচ্চে কি তেজ,
ইয়ে করে সসুরাল মে হার দম লড়াই সে গেরিয।
ইয়াদ রাখ! তু আজ সে ব্যাস তেরা ঘর সসুরাল হে,
নফরতে সসুরাল সুন লে আ'ফতোঁ কা জাল হে।
মাঁ সমঝ কে সাস কি খেদমত জু করতি হে বহু,
রাজ সারে হি ঘরানে পর তু সুন লে ওহ করতি হে বহু।
সাস ননদোঁ কি তু খিদমত কর কে হো জা কামিয়াব,
উন কি গীবত কর কে মত কর বেটনা খানা খারাব।
সাস আউর ননদেঁ আগর সখতি করে তু সবর কর,
সবর কর ব্যস সবর কর চলতা রাহে গা তেরা ঘর।
সাস আউর ননদোঁ কা শেকওয়া আপনে মেয়কে মে না কর,
ইস তারাহ বরবাদ হো সেকতা হে বেটী তেরা ঘর।
মেয়কে কে মত কর ফাযায়িল তু বয়ান সসুরাল মে,
আব তু ইস ঘর কো সমঝ আপনা হি ঘর হার হাল মে।
ইয়াদ রাখ তুনে যবাঁ খুলি আগর সসুরাল মে,
ফাঁস কে তু কযীওঁ কে সুন রেহ যায়েগি জঞ্জাল মে।
সাস চিঁখি তু ভি বেপড়ী আউর লড়াই ঠন গেয়ী,
হে কাহাঁ ভুল এক কি দো'হাত সে তালি বাজি।
মেরী মাদানী বেটী সুন “ফয়যানে সুন্নাত” পড়কে তু,
ইলতিজা হে রোজ দেয়না দরস আপনে ঘর পে তু।
গর নসীহত পর আমল আত্তার কি হোগা তেরা,
اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনে ঘর মে তু সুখি হোগী সদা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সত্য নিয়্যতের বরকতে হারিয়ে যাওয়া অলংকার ফিরে পেলো

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর প্রতি গর্ববোধ রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় দোয়া করার বরকতে অগনিত ইসলামী বোনদের সমস্যাবলী সমাধান হয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে এমনই একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে; বাবুল মদীনা (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো, হঠাৎ একদিন আমার মূল্যবান অলংকার হারিয়ে গেলো, যা অনেক খোঁজাখুজির পরও পাওয়া যায়নি, যখন আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম, ঠিক তখনই আমার তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, ইজতিমায় তিলাওয়াত ও নাতের পর এক মুবাল্লিগায়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা থেকে দেখে দেখে বয়ান করলেন, বয়ান শেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমিও সত্য অন্তরে নিয়্যত করে নিলাম। আমার সুনিশ্চিত ধারণা এটা সেই নিয়্যতেরই বরকত ছিলো যে, যখন আমি ইজতিমা শেষে বাড়ি ফিরলাম আর বিছানা ঠিক করার জন্য বালিশ উঠলাম তখন খুশির তাড়নায় মেতে উঠলাম। কেননা, আমার হারিয়ে যাওয়া অলংকার বালিশের নিচেই ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এখন আমি **দা’ওয়াতে ইসলামীর** ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করছি। আর নেককার হওয়ার চেষ্টায় রত রয়েছি।

বুলন্দি পে আপনা নসীব আ’গেয়াহে, দীয়ারে মদীনা ক্বারিব আ গেয়াহে।
করম ইয়া হাবীবী করম ইয়া হাবীবী, কেহ দর পর তেমহারে গরিব আগেয়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভাল নিয়্যতের ফযীলত

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা’ওয়াতে ইসলামীর** ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রচুর পরিমাণে রহমত বর্ষিত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। সৎ নিয়্যতের ফযীলতের কথা কি বলব! সেই ইসলামী বোনের সুধারণা যে, নিয়মিতভাবে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যতের বরকতেই তার হারানো অলংকার ফিরে পেল, দুনিয়ার অলংকার তো সামান্য বিষয়, ভালো নিয়্যতের কারণে তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জান্নাত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। যেমন; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ভালো নিয়্যত মানুষকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবে।”[১] ভালো নিয়্যতের আরও ফযীলত লক্ষ্য করুন:

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহান শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ভালো নিয়্যত উত্তম আমল।”[২]

---

[১] (আল জামে সগীর লিস সুয়ুতী, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩২৬)
[২] (আল জামে সগীর লিস সুয়ুতী, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১২৮৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।”[১]

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার ৪টি ওযীফা

(১) **يَا رَقِيْبُ**: যদি কোন জিনিস হারিয়ে যায় তবে অধিক হারে পড়ুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেয়ে যাবেন।

(২) **يَا جَامِعُ**: যদি কোন জিনিস হারিয়ে যায় তবে অধিক হারে পড়ুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেয়ে যাবেন।

(৩) যদি কোন জিনিস এদিক সেদিক রয়ে যায় اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ে খুজঁতে থাকুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেয়ে যাবেন। আর যদি পাওয়া না যায় তবে অদৃশ্য থেকে কোন উত্তম জিনিস দান করা হবে।

(৪) সূরা দ্বোহা সাতবার (৭) পড়ুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ হারিয়ে যাওয়া মানুষ অথবা জিনিস ফিরে পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলারা আল্লাহ্র ভয়ে বিয়ে না করা কেমন?

প্রশ্ন:- স্বামীর হক সমূহে অবহেলা করার কারণে যেন গুনাহগার না হই, এই কারণে যদি কোন ইসলামী বোন খোদাভীতিতে বিয়ে করতে না চায় তবে কি এটার সুযোগ রয়েছে?

উত্তর:- বিয়ে করা বা না করাকে প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধান রয়েছে, কখনোও বিয়ে করা ফরয, কখনোও ওয়াজিব, কখনোও মাকরুহ আবার কখনোও হারাম হয়ে থাকে।

[১] (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(বিস্তারিত জানার জন্য **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** এর ১২তম খন্ডের, ২৯১ পৃষ্ঠা, এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ৭ম খন্ডের ৪-৫ পৃষ্ঠা দেখুন) বিয়ে করাতে যদি শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে শুধুমাত্র স্বামীর হকসমূহে অলসতার ভয়ে বিয়ে না করার মানসিকতা না বানিয়ে স্বামীর হকসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করার মন-মানসিকতা তৈরী করুন এবং এর জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে স্বামীর হকসমূহ সম্পর্কে অবগত হোন। তাছাড়া এমনিতেই প্রত্যেক বিবাহ করছে এমন মহিলার জন্য এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। শুধুমাত্র স্বামীর হকই নয় বরং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞা, এর ব্যবহার এবং এ ব্যাপারে কোন কোন বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত সে সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করবে। এ জন্য **"ইহ্ইয়াউল উলূম"** ইত্যাদি কিতাব পাঠ করাটা খুবই ফলদায়ক। বর্তমান সমাজে মহিলাদের বিয়ে না করে থাকাটা খুবই কঠিন, এর দ্বারা পারিবারিক সমস্যাবলীর পাশাপাশি বিভিন্ন গুনাহেও লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং মঙ্গলজনক কাজকে ত্যাগ করার পরিবর্তে যে বিষয়ে ঘাটতি সেটাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে।

বিয়ে না করাতে নারীরা কি গুনাহ্গার হবে

অবশ্য যে মহিলা স্বামীর হকসমূহ আদায় করাতে অলসতার আশংকায় বিয়ে করে না, তবে তাকে এ কারণে গুনাহ্গার বলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থাগুলো পাওয়া যাবে না, যে অবস্থায় বিয়ে করা শরীয়াত সম্মতভাবে ওয়াজিব অথবা ফরয।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ইসলামী ইতিহাসের পাতায় এমন ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, যেগুলো পাঠ করে দ্বীনে ইসলামের বিধানের উপর আমল করার প্রেরনা আরো বেড়ে যায়। **আল্লাহ্ তাআলার** এমনও নেক বান্দেনী ছিলেন যারা নিজের উপর আবশ্যকীয় হকসমূহ পালন করার চিন্তায় থাকতেন এবং তারা নিজেদের পছন্দও অপছন্দের মীমাংসা **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবিব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধান অনুযায়ী করতেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“ফতোওয়ায়ে রযবীয়া”** এর (সংকলিত) ১২তম খন্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: বিভিন্ন হাদীস সমূহে বর্ণিত স্বামীর হকসমূহ ও তার সাবধানতার কঠোরতা শুনে কিছু সংখ্যক মহিলা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সারাজীবন বিয়ে না করার ইচ্ছা পেশ করেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের বারণ করেননি। এ ব্যাপারে ১২তম খন্ডের ২৯৭ থেকে ৩০৫ পৃষ্ঠায় পেশকৃত বর্ণনার মধ্যে থেকে তিনটি বর্ণনা উপস্থাপন করছি। তিনি উদ্ধৃত করেন:

(১) স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পরিণতি

খাছ-আমিয়্যাহ গোত্রের একজন মহিলা **প্রিয় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! স্ত্রীর উপর স্বামীর কি কি হক রয়েছে? মেহেরবাণী করে আমাকে একটু বলে দিন। কেননা, আমি অবিবাহিত, যদি স্বামীর হকসমূহ আদায় করার ক্ষমতা আমার মধ্যে থাকে তবে বিয়ে করবো আর না হয় এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তদুত্তরে **প্রিয় নবী, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হলো; যদি স্ত্রী উটের পিটের হাওদার উপর আরোহী অবস্থায় থাকে আর স্বামী সেই জন্তুর উপরেই তার নৈকট্য চায়, তবে অস্বীকার না করা। আর স্ত্রীর উপর স্বামীর হক এটাও যে, স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযাও না রাখে। যদি রেখেও নেয় তবে অযথা ক্ষুধার্ত থাকল, তার রোযা কবুল হবে না। আর ঘর থেকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাবে না। যদি যায় তবে আসমানের ফিরিশতা, রহমতের ফিরিশতা, আযাবের ফিরিশতা সবাই তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ঘরে ফিরে না আসে।" এটা শুনে সেই মহিলা বললেন: ঠিক আছে আমি কখনোও বিয়ে করবো না।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৩৮)

(২) নাকের ছিদ্র থেকে প্রবাহিত রক্ত ও পুঁজ চাটলেও...

একজন মহিলা সাহাবীয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমি অমুকের কন্যা অমুক। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তদুত্তরে ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, কি কাজে এসেছো বলো।" সে বললো: আমার চাচার পুত্র অমুক ইবাদতকারীর সাথে আমার কাজ রয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তাকেও চিনি, উদ্দেশ্য কি বলো।" সে বললো: সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে, আপনি (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমাকে বলে দিন যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক রয়েছে? যদি তা আমার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে, তবে আমি তাকে বিয়ে করবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ইরশাদ করলেন: “স্বামীর হকের একটি অংশ হলো; যদি তার নাকের উভয় ছিদ্র থেকে রক্ত অথবা পুঁজ প্রবাহিত হয়, আর স্ত্রী তার জিহ্বা দিয়ে তা ছেটে নেয়, তবুও স্বামীর হক আদায় হবে না। যদি মানুষ মানুষকে সিজদা করার প্রচলন থাকতো, তবে (আমি) স্ত্রীকে আদেশ দিতাম যে, যখন পুরুষ বাইরে (কাজকর্ম) থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন যেন তাকে সিজদা করে। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** স্বামীকে এমন মর্যাদা দান করেছেন।” এটা শুনে সেই মহিলা সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললো: সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন। আমি এই জগতে বিয়ের নামও নেবো না (এই বাণীটি বায্যায ও হাকীম, হযরত আবু হুরাইয়া رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন।)

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ২য় খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮২২)

(৩) আমি কখনো বিয়ে করবো না

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ তার কন্যাকে (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) নিয়ে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমার এই কন্যাটি (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اَطِیۡعِی اَبَاكِ অর্থাৎ তুমি তোমার পিতার আদেশ মান্য করো।” তদুত্তরে সেই কন্যাটি (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) আরয করলো: সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন, আমি (ততক্ষন পর্যন্ত) বিয়ে করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা ইরশাদ করবেন না যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক রয়েছে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

ইরশাদ করলেন: “স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হলো; যদি তার কোন ফোঁড়া হয় আর স্ত্রী সেটাকে চেঁটে পরিষ্কার করে নেয়, অথবা তার নাকের ছিদ্র থেকে পুঁজ বা রক্ত বের হয় আর স্ত্রী সেগুলোকে গিলে ফেলে, তারপরও স্বামীর হক আদায় হবে না।” (তা শুনে) সেই মেয়েটি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললো: সেই সত্তার শপথ! **যিনি প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য নবী রূপে প্রেরন করেছেন! আমি কখনোও বিয়ে করবো না। **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “ততক্ষন পর্যন্ত মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাজি না হয়।” **(মাজমুয়াউজ যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৩৯)**

ইসলামী বোনেরা! উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো, সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ জীবনী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, তাঁরা সম্মুখীন হওয়া সমস্যাবলীর ব্যাপারে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহে রত থাকতেন। অনুরূপভাবে এই ঘটনাগুলো স্বামীর হক সমূহের ব্যাপারে সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ মাদানী চিন্তাধারার বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে যে, তারা নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকাকে অগ্রাধিকার দিতেন। আর গুনাহের আশংকা থেকেও সতর্ক থাকতেন। উপরোক্ত হাদীস সমূহে বিবাহিতা মহিলাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেন স্বামীর হক আদায় করতে কখনোও অলসতা না করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মেয়ের বাড়ীর লোকেরা সতর্ক থাকুন

প্রশ্ন:- আজকাল অধিকাংশ মেয়ের বাড়ীর লোকেরা স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে দিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়, তাদের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল প্রদান করুন?

উত্তর:- প্রথমত: ইসলামী বোনের উচিত যে, যদি শশুর বাড়ীতে কোন সমস্যা হয়ও, তবে ধৈর্যধারণ করে এর প্রতিদান অর্জন করা। কেননা, যখন বাপের বাড়ীতে এসে আক্রোশ প্রকাশ করে তখন অধিকাংশ সময় গীবত, অপবাদ, কুধারণা এবং দোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি কবিরা গুনাহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়, অতঃপর বাপের বাড়ীর লোকেরা স্বামী অথবা শশুড় বাড়ীর বিরুদ্ধে উস্কানি মূলক কথাবার্তা শুরু করে, এমনিভাবে আরো গুনাহ ও ফিতনার পথ খুলে যায়, বাপের বাড়ীর লোকদের উচিত, যখন স্বামী অথবা শশুড় বাড়ীর বিরুদ্ধে কিছু বলার মনমানসিকতা তৈরী হয়, তখন যেন কমপক্ষে এই দুটি বর্ণনাকে দৃষ্টির সামনে রাখে: (১) হযরত বুরাইদাহ্ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কারো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩০৪১) (২) হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “শয়তান তার আসন পানির উপর বসায়, অতঃপর নিজের লস্করদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সেই লস্করগুলোর মধ্যে শয়তানের অধিক প্রিয় সেই হয়, যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। সেই লস্করদের মধ্যে এক লস্কর এসে বলে: "আমি তো এমন এমন কাজ করেছি?" তখন শয়তান বলে: "তুই কিছুই করিসনি।" অতঃপর অন্য এক লস্কর এসে বলে: "আমি একজন লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িনি যতক্ষণ পর্যন্ত তার এবং স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ (তালাক) না করিয়েছি।" তা শুনে ইবলিশ (শয়তান) তাকে নিজের কাছে ডেকে নেয়। আর বলে: "তুই কতই না উত্তম কাজ করেছিস।" আর তাকে জড়িয়ে ধরে। **(সহীহ্ মুসলিম, ১৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭ (২৮১৩))**

স্বামী যদি বেপর্দা হওয়ার আদেশ দেয় তবে...?

প্রশ্ন:- যদি স্বামী বা শশুড় বাড়ীর লোকেরা অথবা মা-বাবা পর্দার ব্যাপারে কোন শরীয়াত বিরোধী হুকুম দেয় তবে কি করবে?

উত্তর:- এই বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা, গুনাহের কাজে স্বামী অথবা পিতামাতার আদেশ মান্য করা সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানির কাজে কারো আনুগত্য জায়েয নেই। আনুগত্য তো শুধু নেক কাজেই করা হয়।"

(মুসলিম, ১০২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৪০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

বর্ণিত হাদীসে পাকে ইরশাদকৃত শব্দ مَعرُوۡف এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “مَعرُوۡف হলো সেই কাজ, যেটা থেকে শরীয়াত নিষেধ করে না। আর “গুনাহ্” সেই কাজ, যেটা থেকে শরীয়াত বাধা প্রদান করে।” (মিরাআত, ৫ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

সন্তানের প্রথম শিক্ষাস্থল মায়ের কোল

প্রশ্ন:- একজন ইসলামী বোনের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি?

উত্তর:- প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার উপর ফরয। যেমনিভাবে হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “طَلَبُ الۡعِلۡمِ فَرِيۡضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسۡلِم অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৪) এজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে পিতা-মাতাও একটি মাধ্যম। সন্তানের প্রথম শিক্ষাস্থল হচ্ছে “মায়ের কোল।”

পিতামাতার জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন সন্তানদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) “নিজের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও (ক) আপন **নবীর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালবাসা, (খ) আহলে বাইতদের (رِضۡوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن) ভালবাসা এবং (গ) কোরআনের তিলাওয়াত। (জামিউস সগির লিস সুয়ূতী, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(২) "নিজের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করো আর তাদেরকে জীবনের (প্রয়োজনীয়) আদব শিক্ষা দাও।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭১)

মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে

প্রশ্ন:- বিবাহিত মহিলারা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করবে?

উত্তর:- যতটুকু সম্ভব তার স্বামীর কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবে। এ ব্যাপারে স্বামীর উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। কোরআনে মজীদ ফোরকানে হামীদের পারা ২৮, সূরা: আত তাহরীমের ষষ্ঠ আয়াত {قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিজেদের ও নিজেদের পরিবারকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো} এর পাদ-টীকায় হযরত আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "**তাফসীরে দুররে মনসুর**"এ উদ্ধৃত্ব করেন: হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো; নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে উত্তম (কল্যানের) শিক্ষা দিন এবং তাদের জীবন অতিবাহিত করার আদব শিক্ষা দিন।"

(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে**" স্বামীর উপর স্ত্রীর হকসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "থাকা খাওয়ার খরচাদি থাকার উপযুক্ত স্থান, মোহর, ভালভাবে চলার ধরণ, ভালো কথা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

লজ্জা ও পর্দার শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া আর তার বিপরীত কাজ করতে বারণ করবে, বুঝাবে, ধমকাবে। তাছাড়া প্রতিটি জায়েয কাজে তার মন খুশি করবে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

শরয়ী মাসয়ালার সম্মুখীন হলে তা জানার ব্যবস্থা “**বাহারে শরীয়াতে**” এভাবে বর্ণিত হয়েছে: “মহিলাদের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হলে তবে যদি স্বামী আলিম হয় তবে তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে। আর যদি আলিম না হয় তবে তাকে বলবে, সে যেন জিজ্ঞাসা করে আসে, এমতাবস্থায় তার (মহিলা) আলিমের নিকট যাওয়ার অনুমতি নেই। আর এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে যেতে পারবে।”

(বাহারে শরীয়াত,৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯, আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের আলিমার নিকট গিয়ে পড়া

প্রশ্ন:- মহিলারা কি দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার জন্য মহিলা আলিমের নিকট যেতে পারবে?

উত্তর:- পিতামাতা এবং স্বামীর মাধ্যমে যদি ফরয জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না হয় তবে বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন সুন্নি আলিমার (মহিলা আলিম), নিকট দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য যেতে পারবে। সাহাবীদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যুগে উম্মাহাতুল মু’মিনীনদের নিকট মহিলারা উপস্থিত হতেন এবং তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের (জানার) তৃষ্ণা নিবারন করতেন। বর্তমান যুগেও ইসলামী বোনেরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার জন্য নেক চরিত্রের অধিকারীনি আলিমার নিকট যেতে পারবে এবং সেই সমস্ত সুন্নি প্রতিষ্ঠান যেখানে পর্দার শরয়ী বিধানবলী পালন করা হয়, সেখানেও ফরয জ্ঞান সমূহ শিখার জন্য যেতে পারবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিচালনাধীন জামেয়াতুল মদীনা মহিলা শাখা হলো ইসলামী বোনদের জন্য ফরয জ্ঞান অর্জন করার উত্তম মাধ্যম। যেখানে পরিপূর্ণ ভাবে পর্দা সহকারে ইসলামী বোনেরাই শিক্ষকতার কাজ পরিচালনা করেন।

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও

প্রশ্ন:- **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও কি ফরয জ্ঞান অর্জন করা যায়?

উত্তর:- কেন নয়! কিন্তু এটা আবশ্যক যে, সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসা যাওয়ায় এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও যেন ইসলামী বোনদের পর্দার বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়। মুবাল্লিগাদের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন সুন্নী আলিমা হয় আর যা কিছু বয়ান করে তাও যেন বিশুদ্ধ হয়। আর যদি আলিমা না হয় তবে কোন বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে দেখে দেখে যা রয়েছে তাই বর্ণনা করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরন করার কঠোর ভাবে জোর দেয়া হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাদের মুখস্থ বয়ান করার অনুমতি নেই। তাদের ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে প্রয়োজনবশত ফটোকপি করিয়ে তা নিজেদের ডায়েরিতে লাগিয়ে দেখে দেখে বয়ান করতে হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

যিয়ারতে মুস্তফা ﷺ

ইসলামী বোনেরা! আহ! যদি প্রত্যেক মুসলমান তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাত শিখা ও শিক্ষা প্রদানকারী আশিকানে রাসূলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেত। প্রতিটি দরস ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতো, আর এজন্য সত্য অন্তরে চেষ্টাও করতো। এক ইসলামী বোনের প্রতি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও করুনার ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন আর আনন্দে মেতে উঠুন। বিহিস্বার (কশ্মীর) এর একজন ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমাদের ঘর থেকে কিছু দূরে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, একদিন কিছু ইসলামী বোন আমাদের ঘরেও আসল এবং আমাদেরকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করলো। তাদের মিশুকতা ও বিনয়পূর্ণ ভাষার এই প্রভাব ছিলো যে, আমার দু'বোন নিয়মিতভাবে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগলো। কিন্তু আমি অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকতাম। একদিন সামান্য আরাম করার জন্য শুয়ে গেলাম আর চোখ লেগে গেলো। আমি শুয়ে তো গেলোম কিন্তু আমার ভাগ্য জেগে উঠলো। সত্যি বলছি যে, আমি স্বপ্নে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিযারত লাভে ধন্য হলাম। আমি আমার কতিপয় সমস্যাদি **প্রিয় নবী, হুযুরে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল দরবারে আরয করলাম। তখন **তাঁর** ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

রহমতে ভরা শব্দাবলী আমার কানে আসতে লাগল শব্দাবলী কিছুটা এরকম ছিলো: **“দা’ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকো।” অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো। তৎক্ষনাৎ আমি নিয়্যত করে নিলাম যে, ভবিষ্যতে নিয়মিত ভাবে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে আমার নিয়মিতভাবে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন হচ্ছে। আমি এটাও নিয়্যত করেছি যে, যদি মাদানী মারকায অনুমতি প্রদান করে তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজ ঘরেও অতি শীঘ্রই সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু করবো।

আলীম না মুত্তাকী হোঁ না যাহিদ ও পারসা,
হোঁ উম্মতি তোমহারা গুনাহ্গার ইয়া রাসূল (ﷺ)!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! আজও আমাদের **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং স্বপ্নের মধ্যে এসে তাদের সাহায্য করেন। যেমনিভাবে- একজন বুযুর্গ বলেন: “আমি গোসল খানায় পড়ে গেলোাম এবং আমার হাতে প্রচন্ড আঘাত পেলাম। যার কারণে হাত ফোলে গেলো, প্রচন্ড ব্যথা করছিল, এরই মধ্যে আমার ঘুম এসে গেলো। স্বপ্নে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিদার নসীব হলো। মোবারক ঠোঁট নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো, মিষ্টি ভাষ্য কিছুটা এরকম ছিলো: “হে বৎস! তোমার পাঠকৃত দরূদ শরীফই আমাকে তোমার দিকে মনোযোগী করেছে।”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে হাতে না ব্যথা অনুভব হচ্ছিল আর না ফোলা ছিলো।” (সাদাতুদ্দারাইন, ১৪০ পৃষ্ঠা)

বিনা অনুমতিতে ইজতিমার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন:- যদি মহিলাকে তার স্বামী অথবা পিতামাতা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মজলিশ (সুন্নাতে ভরা ইজতিমা) সমূহে যেতে বাঁধা প্রদান করে। তবে কি করবে?

উত্তর:- তাদের আনুগত্য করবে। তবে হ্যাঁ! ফরয জ্ঞান সমূহ যেমন; পবিত্রতা, নামায, রোযা ইত্যাদি সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান যদি ঘরে থেকে বের হওয়া ব্যতিত অর্জন করা না যায়। এমতাবস্থায় ফরয জ্ঞান সমূহ শিখার জন্য যাওয়াতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন:- আজকাল ইসলামী বোনদের ইজতিমায় মাইকের মাধ্যমে ইসলামী ভাইদের বয়ান শুনানো হয়। এটা কি শরীয়াত সম্মত?

উত্তর:- যদি শরীয়াতের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়, তবে সঠিক। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যদি শরীর মোটা এবং ঢিলেঢালা কাপড়ে আবৃত থাকে, এমন পাতলা (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীর বা চুলের রং প্রকাশিত হয়, আর এমন আটোঁসাটোঁও (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীরের অবস্থা বুঝা যায় এবং একাকীও যেন না হয় আর পীর যেন যুবক না হয়, (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ হওয়া,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

যাতে উভয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ পীর ও মুরীদনী কারো পক্ষ থেকে যৌন উত্তেজনার আশংকা না হওয়া) মোটকথা না কোন ফিতনা সেই সময়ে হয়, না ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা হয়, তবেই ইলমে দ্বীন এবং **আল্লাহ্**র রাস্তার কাজসমূহ শেখার জন্য যাওয়া বা ডাকাতে কোন সমস্যা নাই।” **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা)**

পুরুষের নিকট মহিলার লেখাপড়া করা

প্রশ্ন:- মহিলারা পর্দার অন্তরালে থেকে পুরুষের নিকট লেখাপড়া করা কেমন?

উত্তর:- যদি পর্দার অন্তরাল থেকে পাঠ দানকারী পুরুষ যুবক হয়, তবে ইসলামী বোনদের জন্য তাদের নিকট যাওয়া শরীয়াতের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। আর পাঠদানের এই পদ্ধতিকে ওয়াজের মাহফিলের সাথে বিবেচনা করাও সঠিক নয়। ওয়াজের মাহফিলে অথবা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে শুধুমাত্র অল্প কিছুক্ষন সম্মিলিত বয়ান হয়। কিন্তু পড়া ও পড়ানোর বিষয় কিছুটা ভিন্ন। এতে পর্দা থাকা সত্ত্বেও পরস্পর পরিচিত ও চেনা জানা হয়ে থাকে, এজন্যই ভয়ের আশংঙ্কা অনেক বেশি। আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কারণে পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে মহিলাদেরকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য যুবক পীরের কাছে যেতে বারণ করেছেন, “**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**” শরীফে বলেন: “যদি শরীর মোটা এবং ঢিলেঢালা কাপড়ে আবৃত থাকে, এমন পাতলা (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীর বা চুলের রং প্রকাশিত হয়, আর এমন আটোঁসাটোঁও (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীরের অবস্থা বুঝা যায় এবং একাকীও যেন না হয় আর পীর যেন যুবক না হয়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” **(আল কওলুল বদী)**

(অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ হওয়া, যাতে উভয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ পীর ও মুরীদনী কারো পক্ষ থেকে যৌন উত্তেজনার আশংকা না হওয়া) মোটকথা না কোন ফিতনা সেই সময়ে হয়, না ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা হয়, তবেই ইলমে দ্বীন এবং **আল্লাহ্**র রাস্তার কাজ সমূহ শেখার জন্য যাওয়া বা ডাকাতে কোন সমস্যা নাই।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

মহিলারা আলিমের বয়ান শুনার জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি আলিমের বয়ান শুনার জন্য পর্দা অবস্থায় ঘর থেকে বের হতে পারবে?

উত্তর:- কতিপয় বাধ্যবাধকতা সহকরে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হতে পারবে। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “যদি শরীর মোটা এবং ঢিলেঢালা কাপড়ে আবৃত থাকে, এমন পাতলা (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীর বা চুলের রং প্রকাশিত হয়, আর এমন আটোঁসাটোঁও (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীরের অবস্থা বুঝা যায় এবং একাকীও যেন না হয় আর পীর যেন যুবক না হয় (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ হওয়া, যাতে উভয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ পীর ও মুরীদনী কারো পক্ষ থেকে যৌন উত্তেজনার আশংকা না হওয়া) মোটকথা না কোন ফিতনা সেই সময়ে হয়, না ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা হয়, তবেই ইলমে দ্বীন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তার কাজ সমূহ শিখার জন্য যাওয়া বা ডাকাতে কোন সমস্যা নাই।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ

ইসলামী বোনেরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দ্বারা জীবনে সেই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন এসে যায় যে, অনেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন তাদের আগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: 'আহ! আমরা যদি আরো আগেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পেতাম।' **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে সমৃদ্ধ এক মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের একজন ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: আমি নামায কাযা করা, বেপর্দা হওয়া ও সিনেমা দেখার মতো অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে সময়ের অমূল্য রত্নকে আখিরাতের ধ্বংসাত্মক পরিণাম ক্রয় করা ও জাহান্নামে প্রবেশকারী কাজগুলোতে দিন-রাত লিপ্ত ছিলাম। আফসোস! গুনাহের সাগরে পরিপূর্ণভাবে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আমার এই অনুশোচনাটুকু ছিলো না যে, এ সব **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ। আমার সংশোধনের সেই মূল্যবান সময়টুকু হলো যা আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কাটিয়েছি, আর এই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যম একজন মুবাল্লিগায়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ছিলো। ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হতেই আমার অন্তরে প্রচন্ড ধাক্কা লাগলো। প্রতারক দুনিয়া থেকে আমার মন উঠে গেলো, সে মন যা দুনিয়াবী রং তামাশায় মগ্ন ছিলো, এখন তা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার এই অনুশোচনা হলো যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এক ঝুঁকে মে ইদার সে উদার, চার দিন কি বাহার হে দুনিয়া।
যিন্দেগি নাম হে ইস কা মাগার, মওত কা ইনতেযার হে দুনিয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজে লিপ্ত হয়ে গেলোাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করা শুরু করে দিলাম। এটা লিখাবস্থায় আমি হালকা মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

গুনাহোঁ নে কাহিঁ কা ভি না ছোড়া, করম মুঝ পর হাবিবে কিবরিয়া হো।
মেরি বদ আদাতিঁ সারি ছুটে গি, আগার লুত্বফ আ'পকা ইয়া মুস্তফা (ﷺ) হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর ৯৯% কাজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেই হচ্ছে

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! ইনফিরাদী কৌশিশের (একক প্রচেষ্টা) কেমন বরকত নসীব হয়েছে! আখিরাতের ধ্বংসময় কাঁটাযুক্ত পথের পথিক ইসলামী বোনের اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জান্নাতে প্রবেশকারী রাজপথে চলার সৌভাগ্য অর্জন হলো। নিঃসন্দেহে নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজে ইনফিরাদী কৌশিশের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। স্বয়ং আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাছাড়া সমস্ত নবীগণও عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের কাজে ইনফিরাদী কৌশিশ করেছেন। "নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রায় ৯৯% (৯৯ ভাগ) মাদানী কাজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেই সম্ভব।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ইজতিমায়ি কৌশিশ (সম্মিলিত প্রচেষ্টা) এর তুলনায় ইনফিরাদী কৌশিশ অতিশয় সহজ। কেননা, ইজতিমায় অনেক ইসলামী বোনের সামনে বয়ান করার যোগ্যতা সবার মধ্যে থাকে না, আর ইনফিরাদী কৌশিশ তো প্রত্যেক ঐ বোনেরাও করতে পারবে, যে বয়ান করা তো দূরের কথা ভালভাবে বলতেও পারে না। প্রত্যেক ইসলামী বোনের উচিত, মাদানী মারকাযের প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী (যেন) ইসলামী বোনের (তার সম্পর্ক জীবনের যে কোন বিভাগের সঙ্গেই হোক না কেন) নিঃসংকোচে নেকীর দাওয়াত পেশ করা। হতে পারে আপনার কয়েকটি বাক্য কারো দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করার আর অগনিত সাওয়াবে জারিয়া লাভের মাধ্যমও হয়ে যাবে।

ইনফিরাদী কৌশিশ করতি রহে,
নেকীও সে জুলিয়াঁ ভরতি রহে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ

প্রশ্ন:- স্ত্রীর ঘরের বাহির হওয়ার কারণে স্বামীর খারাপ লাগার ব্যাপারে সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কোন ঘটনা বর্ণনা করুন ?

উত্তর:- এক আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন সাহাবীর ঘটনা শুনুন, এবং শিক্ষার মাদানী ফুল গ্রহণ করুন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একজন নওজোয়ান সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নতুন বিয়ে হয়েছিল। একদা তিনি যখন বাহির হতে ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঘরের বাইরের দরজায় দাঁড়ীয়ে আছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তিনি খুবই অসন্তুষ্ট অবস্থায় তার স্ত্রীর দিকে তেঁড়ে আসলেন, স্ত্রী ভয়ে পিছিয়ে গেলো এবং ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠে বললো: "হে আমার মাথার মুকুট! আমাকে প্রহার করবেন না। আমি নির্দোষ! একটু ঘরে প্রবেশ করে দেখুন, আসলে আমাকে কোন জিনিসটি বাইরে আসতে বাধ্য করেছে!" তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখলেন: একটি ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বিছানায় বসে আছে। তিনি অস্থির হয়ে বর্শার আঘাত করে সেটাকে বর্শাতে বিদ্ধ করলেন। সাপটি আঘাত খেয়ে (তাঁর দিকে) তেঁড়ে আসল আর তাঁকে দংশন করে বসল। আহত সাপটি ছটফট করতে করতে মারা গেলো আর সেই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীও رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا সাপের বিষের প্রভাবে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করলেন। (সহীহ মুসলিম, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

পর্দা করা কি উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক?

প্রশ্ন:- কতিপয় লোক বলে; কাফিররা অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু পর্দার উপর কঠোরতাই মুসলমানের উন্নতির পথে বাধাঁ হয়ে আছে।

উত্তর:- মুসলমানদের উন্নতির পথে পর্দা নয় বরং বেপর্দাই আসল প্রতিবন্ধক! জ্বি হ্যাঁ! যতক্ষণ পর্যন্ত সুসলমানদের মধ্যে লজ্জা শরম ও পর্দার প্রথা প্রচলন ছিলো ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করেছে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

এমনকি দুনিয়ার অসংখ্য দেশে ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে থাকে। পর্দানশীন মায়েরাই বড় বড় বীর বাহাদুর, সিপাহশালার, আত্মমর্যাদাসপন্ন বাদশাহ, উলামায়ে রব্বানি, আউলিয়ায়ে কিরামদের জন্ম দিয়েছেন, সমস্ত উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও সাহাবীয়াগণ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن পর্দানশীন ছিলেন, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর সম্মানিত মাতা খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا পর্দানশীন ছিলেন, গাউছে পাকের সম্মানিত মাতা সায়্যিদাতুনা উম্মুল খাইর ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا পর্দানশীন ছিলেন। মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত পর্দা কায়েম ছিলো আর পবিত্র বিবিগন চার দেয়ালের মধ্যে ছিলো, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা খুবই উন্নতির ধাপ অতিক্রম করছে আর কাফিরদের উপর জয়ী হয়েছে। কিন্তু যখনই প্রতারক কাফিরদের ছায়াতলে এসে মুসলমানের মহিলারা বেপর্দা হওয়া শুরু করলো, তখনই প্রতিনিয়ত অবনতির অতল গর্তে পতিত হতে লাগলো। কাল পর্যন্ত যে হতভাগা কাফিরেরা মুসলমানের নাম শুনে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত, আজ সেই মুসলমানদের বেপর্দা আর মন্দ আমলের কারণে আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছে। ইসলামী দেশগুলোতে নিয়মিত ভাবে হামলা চলছে আর জোরপূর্বক দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু মুসলমান! তাদের হুঁশ ফিরে আসছে না। আহ! আজকের হতভাগা মুসলমান টিভি, ভিসিআর ও ইন্টারনেটে সিনেমা-নাটক দেখে, অনর্থক সিনেমার গান গেয়ে, বিয়ে শাদীতে নাচ গানের আসর জমিয়ে, কাফিরদের অনুসরনে দাঁড়ী মুন্ডন করে, কাফিরের মতো নির্লজ্জ পোশাক গায়ে জড়িয়ে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

মোটর সাইকেলের পিছনে বেপর্দা স্ত্রীকে বসিয়ে, নির্লজ্জ স্ত্রীদেরকে মেকআপ করিয়ে পুরুষ ও মহিলা অবাধে মিলামিশার বিনোদন কেন্দ্রে নিয়ে, নিজ সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের জন্য কাফিরদের দেশে কাফিরদের কাছে সমর্পণ করে জানি না কি ধরনের উন্নতি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওহ কওম জু কাল তক খেলতি থী শমসিরো কে সাথ,
সিনেমা দেখতি হ্যায় আজ ওহ হামশিরো কে সাথ।

প্রকৃতপক্ষে সফল কে?

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজ অধিকাংশ মুসলমান মিথ্যা, গীবত, অপবাদ, খেয়ানত, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, সিনেমা-নাটক দেখা ও গান বাজনা ইত্যাদি শুনার মতো গুনাহ নিঃসংকোচে করে যাচ্ছে। অধিকাংশ মুসলমান নারীরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার নোংরা চিন্তায় লজ্জার চাদরকে খুলে ফেলে দিয়েছে, আর এখন দৃষ্টিনন্দন শাড়ি, অর্ধেক উলঙ্গ পায়জামা, পুরুষ সূলভ পোশাক, পুরুষের ন্যায় চুল রাখার পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠান, হোটেল, চিত্ত বিনোদনের স্থান ও সিনেমা হলে নিজের আখিরাত ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। **আল্লাহ্**র শপথ! বর্তমান পদ্ধতিতে না উন্নতি রয়েছে, না সফলতা। উন্নতি আর সফলতা শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে সুন্নাতানুযায়ী কাটিয়ে, ঈমান সহকারে কবরে যাওয়াতে আর জাহান্নামের বিধ্বংসী আযাব থেকে বেঁচে জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যেমনিভাবে- ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَ ؕ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে;

জাহান্নামে মহিলাদের আধিক্য

আহ্! আহ্! আহ্! মহিলাদের মধ্যে বেপর্দা হওয়া ও গুনাহের আধিক্য খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। **আল্লাহ্**র শপথ! জাহান্নামের আযাব সহ্য করা যাবে না। "**মুসলিম শরীফ**"এ বর্ণিত রয়েছে: **হুযুর নবী করীম, রউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জাহান্নামে দেখলাম যে, জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশি রয়েছে।"

(সহীহ মুসলিম, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৩৭)

ইয়ে শরহে আয়ায়ে ইসমত হে জু হে বেশ না কম,
দিল ও নযর কি তাবাহি হে কুরবে না-মাহরাম।
হায়া হে আখ মে বাকী না দিল মে খওফে খোদা,
বহুত দিনো ছে নিযামে হায়াত হে বারহাম।
ইয়ে ছাইরগা হে কেহ মাকতাল হে শরম ও গাইরাত কে,
ইয়ে মাআছিয়ত কে মানাযির হে যিনতে আলম।
ইয়ে নিম রায ছা বুরকা ইয়ে দিদাহ যাইবে নিকাব,
ঝলক রাহাহে জলাজল কামিছ কা রেশম।
না দেখ রশক ছে তাহযীব কি নুমাইশ কো,
কেহ সারে ফুল ইয়ে কাগজ কে হে খোদা কি কসম!
ওহি হে রাহে তেরে আযম ও শওক কি মনযিল,
জাহা হে আয়েশা ও ফাতেমা নকশে কদম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তেরী হায়াত হে কিরদারে রাবেয়া বসরী,
তেরে ফাসানে কা মওদু ইসমতে মরীয়ম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নির্লজ্জতার শেষ সীমা

কাফিরদের উন্নতিকে অনুসরন করতে গিয়ে বেপর্দা এবং নিলর্জ্জতার বাজার গরমকারীনীগন একটু চিন্তা করুন! ইউরোপ, আমেরিকা ও তাদের অনুসারী দেশগুলোতে হচ্ছেটা কি! নাইটক্লাবে লোকজন নিজের চোখে তার স্ত্রী ও মেয়েকে অন্যের বাহু বন্ধনে দেখে বিন্দু পরিমাণও লজ্জা অনুভব করে না বরং সেই দাইয়্যুস গর্ববোধ করে তাদেরকে উৎসাহ দেয়! বেপর্দা এবং ফ্যাশন পূঁজারী মহিলাদের কালো মুখ (অর্থাৎ ধর্ষিত) হওয়ার নির্লজ্জজনক সংবাদ প্রতিদিনই পত্রিকা সমূহে ছাপানো হচ্ছে। সেই মহিলা যে পুরুষের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যদি সে গর্ভবতী হয়ে যায় তবে কোথায় গিয়ে মুখ লুকাবে? গর্ভপাত করাবস্থায় সে তার জীবনও হারিয়ে ফেলতে পারে। মেনে নিলাম! ইউরোপের মতো উন্নত দেশে এমন হাসপাতালও আছে যেখানে গর্ভপাত করানোর "সেবা" দেয়া হয়। আর এমন আশ্রয়স্থলও আছে যেখানে অবিবাহিত মায়েদের "আশ্রয়" মিলে যায়। কিন্তু তাদের কি সমাজে কোন সম্মানজনক স্থান অর্জন হতে পারে! মেনে নিলাম যে, লাঞ্চিত হয়ে উভয়ে (অর্থাৎ অবিবাহিত ছেলে মেয়ে) নিজের কর্মের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে গেলো, কিন্তু এই সন্তান যে এভাবে জন্ম নেয়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সে যদি বেঁচে থাকে তবে তার কি অবস্থা হবে? যার লোভী পিতাও তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ব্যাভিচারিনী মাও তাকে ময়লা অবর্জনায় ফেলে অথবা কোন এতিম খানায় ছেড়ে চলে গেলো!

সত্তর হাজার জারজ সন্তান

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যরা তাদের বন্ধুপ্রবণ দেশ ব্রিটেনে সাহায্যের জন্য গিয়েছিলো। তারা কয়েক বছর ব্রিটেনে অবস্থান করলো এবং যখন ফিরে গেলো তখন সরকারী হিসাব অনুযায়ী সত্তর হাজার (৭০,০০০) জারজ সন্তান রেখে গিয়েছিলো! ইউরোপের কিছু দেশে জারজ সন্তান জন্মের সংখ্যা ৬০ ভাগকেও অতিক্রম করে গেছে আর কুমারী মায়ের সংখ্যা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তালাকের পরিমাণ বেড়ে গেছে, পরিবারে শান্তির মতো মূল্যবান সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে এবং উভয়ের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা কমেই গিয়েছে। যদি কোন বাক্য কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে যায় তবে ঝটপট তালাক নিয়ে নিচ্ছে। একটু চিন্তা করুন! স্বামী স্ত্রীর এরূপ মানসিকতা, যা নাকি সমাজের প্রাথমিক স্তর আর মজবুত ভিত্তি, এরই উপর সমাজ নামক ঘর নির্মান করা হয়, যদি এই ভিত্তিই দূর্বল হয় তবে সুন্দর সমাজ কি ভাবে গড়ে উঠবে? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলাম যে বিষয়গুলো পালন করার হুকুম দিয়েছে তার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে আর যা করতে বারণ করেছে সেগুলো করার মধ্যে আমাদের ক্ষতি রয়েছে। এই (ধর্ম) দ্বীন সব সময়ের জন্য, তাই এমন কোন সময় কখনোই আসতে পারে না যখন সেটির হারাম কৃত জিনিস হালাল হয়ে যাবে অথবা তার মাঝে বিদ্যমান ক্ষতিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

উঠা কর ফেঁক দে আল্লাহ্ কে বান্দো,
নায়ি তাহযীব কে আন্ডে হেঁ গান্দো।

চাদর ও চার দেয়ালে অবস্থানের শিক্ষা কে দিয়েছেন?

প্রশ্ন:- কিছু তথাকথিত স্বাধীন মানসিকতা সম্পন্ন পুরুষ ও মহিলা বলে যে, ওলামায়ে কিরামগণ নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়!

উত্তর:- এতে ওলামায়ে কিরামের কোন ব্যক্তিগত উপকার নেই। এটা দুনিয়ার কোন আলিমে দ্বীনের নয় বরং এটা **রাব্বুল আলামিনের** ভিত্তিমূলক বাণী:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা;

আপনারা দেখলেন তো! মহিলাদের জন্য চাদর ও চার দেয়ালের আদেশ কোন সাধারণ ব্যক্তির নয় (বরং) আমাদের **পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলার** মহত্বপূর্ণ আদেশ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

মহিলাদের চাকরী করা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- মহিলারা কি চাকরী করতে পারবে?

উত্তর:- পাঁচটি শর্তাবলী সহকারে অনুমতি রয়েছে। যেমনিভাবে- আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “এখানে পাঁচটি শর্তাবলী রয়েছে; (১) কাপড় যেন পাতলা না হয়, যা দ্বারা মাথার চুল অথবা হাতের কব্জি ইত্যাদি এবং সতরের কোন অংশের রং প্রকাশ পায়। (২) কাপড় যেন আঁটোসাটোঁ না হয়, যা দ্বারা শরীরের অবস্থাদি (অর্থাৎ বুকের উত্থান অথবা রানের গোলাকৃতি) ইত্যাদি প্রকাশ পায়। (৩) চুল অথবা গলা কিংবা পেট বা হাতের কব্জির বা পায়ের গোড়ালীর কোন অংশ যেন প্রকাশ না পায়। (৪) কখনও যেন কোন পর-পুরুষের সাথে সামান্য সময়ের জন্যও একাকীত্তে অবস্থান করতে না হয়। (৫) তার (মহিলার) সেখানে চাকরী করাতে বা বাহিরে আসা যাওয়াতে কোন ফিতনার আশংকাও যেন না হয়। যদি এই পাঁচটি শর্তাবলী পূরণ হয় তবে কোন সমস্যা নেই, আর যদি এর মধ্যে থেকে একটিও কম হয় তবে চাকরী করা হারাম।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা) বর্তমান যুগ মুখর্তা ও কপটতার যুগ, বর্ণিত পাঁচটি শর্তাবলীর উপর আমল করাটা বর্তমানে খুবই কঠিন। আজকাল অফিসগুলোতে পুরুষ ও মহিলা مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) একত্রে কাজ করে আর এমনিভাবেই উভয়ের জন্য বেপর্দা, অন্তরঙ্গতা আর কুদৃষ্টি দেয়া হতে বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য মহিলাদের উচিত, ঘর ও অফিস ইত্যাদিতে চাকরী না করে অন্য কোন ঘরোয়া উপার্জনের মাধ্যম অবলম্বণ করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ঘরে কাজের মেয়ে রাখতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- ঘরে কাজের মেয়ে রাখতে পারবে কি?

উত্তর:- রাখতে তো পারবে কিন্তু পূর্বে যে পাঁচটি শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি কাজের মেয়ে বেপর্দা হয় তবে ঘরের পুরুষদের কুদৃষ্টি এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজগুলোর থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ্র পানাহ্!) পরিবারের পর্দানশীন মহিলাদের চরিত্রকেও নষ্ট করে দিবে। পর-নারীর সাথে পুরুষের সামান্যতম অর্থাৎ ক্ষনিকের জন্যও একাকী অবস্থান করা হারাম, আর ঘরে অবস্থানকৃত পুরুষদের জন্য বর্তমানে এটা থেকে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। এজন্য ঘরে কাজের মেয়ে না রাখাতেই নিরাপত্তা রয়েছে।

বিমানবালার চাকরী করা কেমন?

প্রশ্ন:- বিমানবালার চাকরী করা কি জায়িয?

উত্তর:- বর্তমান যুগে বিমানবালার চাকরী করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কেননা, এতে বেপর্দা হওয়াই শর্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া তাকে তার স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া পর-পুরুষের সাথে সফর করতে হয়।

পুরুষের জন্য বিমানবালার সেবা নেয়া কেমন?

প্রশ্ন:- উড়োজাহাজে সফরকারী পুরুষেরা কি বিমানবালার সেবা নিতে পারবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

উত্তর:- প্রত্যেক লজ্জাশীল ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান এই প্রশ্নের উত্তর তার বিবেক থেকে নিন। প্রকাশ্য যে, একজন বেপর্দা মহিলা যার প্রশিক্ষণের মধ্যে পর-পুরুষের সাথে নমনীয় ও কোমল পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলা অন্তর্ভূক্ত, তার কাছ থেকে অতীব প্রয়োজন ব্যতীত পানি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চা, কফি, অথবা খাবার ইত্যাদি চেয়ে নেয়া বিপদের সম্মুখীন করতে পারে। তবে হ্যাঁ! যদি সে নিজে থেকেই এসে খাবার ইত্যাদি দিয়ে যায় তবে নেয়া যাবে। অথবা নিজে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তবে দৃষ্টিকে একেবারে নত করে অথবা চোখ বন্ধ করে এক দুই শব্দে উত্তর দিয়ে পিছু ছাড়িয়ে নিন। কখনও তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর করবেন না, তাকে দিয়ে কিছু আনাবেনও না, নয়তো সে যদি কিছু দিতে আসে তবে কথাবার্তা বলার অথবা দৃষ্টি পড়ার সমস্যা হতে পারে। এমতাবস্থায় যখন নফস বিভিন্ন ধরনের বাহানা দিয়ে বেপর্দা মহিলাকে দেখার ও কথাবার্তা বলায় উৎসাহিত করবে তখন এই বর্ণনাটি স্বরন করে নেয়াটা খুবই উপকারী। যেমনিভাবে- বর্ণিত আছে: **"যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনা সহকারে কোন পর-নারীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যতাকে দেখবে কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।"** (হিদায়া, ২য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের একাকী সফর করা কেমন?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা মাহরাম ছাড়া ভ্রমন করা কি গুনাহ্?

উত্তর:- জ্বী হ্যাঁ! স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া মহিলাদের জন্য তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত কোন স্থানে যাওয়া হারাম আর এটাই গ্রহণযোগ্য বর্ণনা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

শুধু তাই নয় যদি মহিলার নিকট হজ্বে গমন করার সামর্থ্য আছে কিন্তু স্বামী অথবা কোন নির্ভরশীল মাহরাম সাথে না থাকে তবে হজ্বের জন্যও যেতে পারবে না। যদি যায় তবে গুনাহ্গার হবে, যদিওবা হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ের ফুকাহাগণ একদিনের দূরত্বেও মহিলাকে স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতিত যাওয়াকেও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।

(সংগৃহিত রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি থেকে)

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াত**" ১ম খন্ডের ৭৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: "মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতিত তিন দিন অথবা এর চেয়ে বেশি রাস্তা ভ্রমন করা নাজায়েয বরং একদিনের দুরত্বে ভ্রমন করাও নাজায়েয। নাবালক ছেলে অথবা مَعْتُوْہ (একটু পাগল জাতীয় লোকের) সাথেও ভ্রমন করতে পারবে না, সম্মিলিতভাবে ভ্রমনেও স্বামী অথবা বালিগ মাহরাম থাকাটা আবশ্যক।" **(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ১০তম খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা)** মাহরামের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন মারাত্মক ফাসিক ও নির্ভিক এবং অবিশ্বাসযোগ্য না হয়।

প্রশ্ন:- তিন দিনের দুরত্ব দ্বারা কি উদ্দেশ্য ?

উত্তর:- স্থল পথে সফরে তিন দিনের দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাড়ে সাতান্ন মাইলের দূরত্ব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)** কিলোমিটারের হিসাবে এর পরিমাণ প্রায় ৯২ কিলোমিটার।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত উত্তরে আপনি যে "গ্রহণযোগ্য বর্ণনা" পরিভাষাটি ব্যবহার করছেন। দয়া করে তার ব্যাখা করে দিন।

www.dawateislami.net

উত্তর:- ফিক্হী হানাফীতে "গ্রহণযোগ্য বর্ণনা" সেই মাসয়ালাগুলোকে বলা হয়, যা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ছয়টি কিতাব: (১) জামে সগীর (২) জামে কবীর (৩) সিয়ারে কবীর (৪) সিয়ারে সগীর (৫) যিয়াদাত (৬) মাবসুত এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন:- **"বাহারে শরীয়াতে"**র অংশে যে مَعۡتُوۡہ শব্দটি বর্ণনা করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি, সে আবার কে?

উত্তর:- যে ব্যক্তি কম বুঝশক্তি সম্পন্ন হয়, কথার ঠিক থাকে না, কখনো জ্ঞানীদের মতো কথা বলে, কখনো মদ্যপায়ীদের মতো কথা বলে, যদিও সে পাগলের সীমায় পৌছে না, লোকদের অকারণে মারপিট, গালি গালাজও করে না, তাকে مَعۡتُوۡہ বলা হয়। শরীয়াতে তার হুকুম বুদ্ধিমান ছেলের মতোই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

উড়োজাহাজে মহিলাদের একাকী সফর করা কেমন?

প্রশ্ন:- যদি অন্য কোন শহরে বা দেশে মহিলার মাহরাম অথবা স্বামী থাকে, আর তারা তাকে সেখানে ডাকে তবে কি মহিলা বাস, কার, রেলগাড়ি, নৌকা অথবা উড়োজাহাজ ইত্যাদির মাধ্যমে একাকী সফর করতে পারবে?

উত্তর:- করতে পারবে না।

প্রশ্ন:- তবে কি তাকে স্বামীর অবাধ্য বলা হবে না?

উত্তর:- জ্বী, না। আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم থেকে বর্ণিত;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

রহমতে আলম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا طَاعَةَ فِیْ مَعْصِیَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِی الْمَعْرُوْفِ" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানি করাতে কারো আনুগত্য করা জায়েয নেই, আনুগত্য তো শুধুমাত্র নেক কাজ সমূহে করা হয়।" (সহীহ্ মুসলিম, ১০২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩০) বর্ণিত হাদীসে পাকে ইরশাদকৃত শব্দ "مَعْرُوْفِ" এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: "مَعْرُوْفِ" সেই কাজ যা করা থেকে শরীয়াত নিষেধ করে না আর গুনাহ্ "مَعْصِیَت" সেই কাজ যা করা থেকে শরীয়াত বাঁধা প্রদান করে। (মিরাআতুল মানাজিহ্, ৫ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মহিলাদের গলিতে পায়চারি করা কেমন?

প্রশ্ন:- ডাক্তার প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ হাঁটার জন্য বলেছেন আর তা ঘরে সম্ভব নয়। তবে কি করবে?

উত্তর:- পর্দার সমস্ত বিধানাবলী পূর্ণ করে ঘরের বাইরে হাঁটাতে কোন সমস্যা নেই। যদি অন্য কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে।

আমরা এখন শুধুই মাদানী চ্যানেল দেখি

ইসলামী বোনেরা! সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বরকত আর সফলতাই পাবেন। সমাজের অসংখ্য বিপথগামী পরিবার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সঠিক পথের দিশা পেয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

শাহদাদপুর (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী বোনের (বয়স প্রায় ৪৫ বছর) বর্ণনার সারংশ হলো: আমাদের ঘরে নামাযের কোন ব্যবস্থা ছিলো না, ক্যাবলের মাধ্যমে টিভিতে সিনেমা আর নাটক দেখায় ব্যস্ত থাকতাম, ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত ও সৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার কারণে পুরো পরিবার বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে, এপ্রিল ২০০৯ সালে এ আমাদের এলাকায় ইসলামী বোনদের একটি মাদানী কাফেলা আগমন করে। ‘নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরা’ করাবস্থায় মাদানী কাফেলার ইসলামী বোনেরা আমাদের ঘরেও আগমন করলেন, তাদের দাওয়াতে আমি মাদানী কাফেলার অবস্থান স্থলে অনুষ্ঠিত বয়ানে অংশগ্রহণ করি সেই বয়ানটি আমার মনের অবস্থা বদলে দিলো। আমি চিন্তার সাগরে ডুবে গেলোম, আফসোস! আমি পুরো জীবনটাই গুনাহে কাটিয়ে দিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলার বরকতে আমার তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। শুধু আমি নয় বরং আমার সকল মেয়েরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা শুরু করে দিয়েছে আর এখন আমাদের পরিবারে অন্য কোন চ্যানেল নয় বরং শুধু মাদানী চ্যানেলই দেখা হয়।

দিল কি কালক দুলে সুখ ছে জীনা মিলে,
আও আও চলে কাফেলে মে চলো।
চুটেঁ বদ আদতে সব নামাযী বনে,
পাওগে রহমতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নামায অশ্লীলতা থেকে বাঁচায়

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকত, **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত থেকে দূরে থাকা পরিবারে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নামাযের বসন্ত এসে গেলো! প্রত্যেক মুসলমানের নামায আদায় করা উচিত। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নামাযের বরকতে অশ্লীলতা দূর হয়ে যাবে, যেমন **আল্লাহ্ তাআলা** ২১তম পারার সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা: ২১, আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃনিত কাজ থেকে বিরত রাখে;

নবীর অনুসরনে গাছের শুকনো ডালকে নাড়ালেন

নামাযের ফযীলতের কথা কি বলব! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল**" এর ৭৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে; "হযরত সায়্যিদুনা আবু ওসমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে একটি গাছের নিচে দাঁড়ীয়ে ছিলাম (হঠাৎ) তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই গাছের একটি শুকনো ডালকে ধরে নাড়তে লাগলেন এমনকি সেটার পাতাগুলো ঝরে পড়তে লাগলো অতঃপর বললেন: 'হে আবু ওসমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেনা যে, আমি এরূপ কেন করলাম?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'আপনি এরূপ কেন করলেন?' তদুত্তরে তিনি বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

একবার আমি **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি গাছের নিচে দাঁড়ীয়ে ছিলাম তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঠিক এইভাবে সেই গাছের একটি শুকনো ডালকে ধরে নাড়াতে লাগলেন এমনকি সেই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়লো, অতঃপর ইরশাদ করলেন: "হে সালমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি এরূপ কেন করলাম?" আমি আরয করলাম: আপনি এরূপ কেন করেছেন? ইরশাদ করলেন: "নিঃসন্দেহে যখন মুসলমান ভাল ভাবে অযু করে আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তখন তার গুনাহ্ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে যায়।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দ্বীনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে এবং সৎ কর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয়। এই উপদেশ হলো; উপদেশ আদেশ মান্যকারীদের জন্য।

(মুসনাদে আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭৬৮)

মহিলারা কি ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে?

প্রশ্ন:- মহিলারা কি পুরুষ ডাক্তারকে শিরা দেখাতে পারবে?

উত্তর:- যদি মহিলা ডাক্তার থেকে চিকিৎসা করা সম্ভব না হয়। তখন পুরুষ ডাক্তারকে দেখানোর অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজনবশতঃ সেই পুরুষ ডাক্তার রোগীনিকে দেখতেও পারবে আর রোগের স্থান স্পর্শও করতে পারবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কিন্তু পুরুষ ডাক্তারের সামনে মহিলা শুধুমাত্র শরীরের প্রয়োজনীয় অংশটুকু খুলবে। ডাক্তারও যদি অপ্রয়োজনীয় অংশে ইচ্ছাকৃত ভাবে দৃষ্টি দেয় বা স্পর্শ করে তবে সে গুনাহগার হবে। ইনজেকশন ইত্যাদি মহিলাদের মাধ্যমেই লাগাবেন। কেননা, সাধারণত এতে পুরুষের প্রয়োজন হয় না।

মহিলারা পুরুষ দ্বারা ইনজেকশন লাগানো

প্রশ্ন:- যদি সেবিকা না থাকে আর ইনজেকশন নেয়াও জরুরী হয় তাহলে মহিলা কী করবে?

উত্তর:- সঠিক অপারগ অবস্থায় পর-পুরুষ দ্বারা লাগিয়ে নিবে।

পুরুষেরা নার্স দ্বারা ইনজেকশন লাগানো

প্রশ্ন:- পুরুষ কি নার্স দ্বারা ইনজেকশন লাগাতে পারবে?

উত্তর:- না ইনজেকশন লাগাতে পারবে এবং না বেন্ডিস করাতে পারবে আর না ব্লাডপ্রেশার মাপাতে পারবে, না পরীক্ষা করানোর জন্য রক্ত বের করাতে পারবে, মোটকথা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে পুরুষ ও মহিলারা পরস্পরের শরীর স্পর্শ করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

মাথায় লোহার পেরেক

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া তা থেকে উত্তম যে, সে এমন মহিলাকে স্পর্শ করবে, যা তার জন্য হালাল নয়।" (আল মু'জামুল কবীর, ২০তম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

নার্সের চাকরী করা কেমন?

প্রশ্ন:- তাহলে কী মহিলারা নার্সের চাকরীও করতে পারবে না?

উত্তর:- এই কিতাবের ১৩২নং পৃষ্ঠায় মহিলাদের চাকরী করার যে পাঁচটি শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যদি সেগুলো সঠিকভাবে আদায় হয় তবে নার্সের চাকরী করা জায়েয। কিন্তু বর্তমান যুগে নার্সের জন্য এই শর্তাবলী পালন করা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে। শরীয়াতের বিধানাবলী পালন করা ব্যতিত নার্সের চাকরী করা গুনাহ আর নিজের জন্য অসংখ্য ফিতনার দরজা খোলে যায়।

আহতদের খিদমত ও মহিলা সাহাবীগণ

প্রশ্ন:- জিহাদের মধ্যে কি মহিলা সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ আহতদের সেবা করার প্রমান নেই? যদি প্রমাণ থাকে তবে নার্সদেরকে রোগীর সেবা করার অনুমতি কেন দেয়া হচ্ছে না?

উত্তর:- মহিলা সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ (সেবা করার) উদ্দেশ্য জান্নাত অর্জন করা আর নার্সদের উদ্দেশ্য সম্পদ অর্জন করা। সেখানে অনেক কড়া পর্দার ব্যবস্থা ছিলো, আর এখানে সাধারণত বেপর্দা হওয়াটাই শর্ত হয়ে থাকে। তাছাড়াও জিহাদ আর হাসপাতালের মধ্যে জমিন ও আসমানের পার্থক্য। যদি আজও জিহাদ করা ফরয আইন হয়ে যায় আর বালিগ পুরুষদের পিতামাতা ও স্ত্রী তার স্বামীকে জিহাদে যেতে বাঁধা প্রদান করে তারপরও জিহাদে যাওয়া তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। কিন্তু হাসপাতালের পরিস্থিতি এরূপ নয়। তারপরও যদি শরীয়াতের সম্পূর্ণ বিধানাবলী আদায় হয় তবে নার্স হওয়ার অনুমতির অবস্থাদি বর্ণনা করা হলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

নার্সের চাকরী করার একটি জায়েয পন্থা

প্রশ্ন:- নার্সের চাকরী করার কোন জায়েয দিকও রয়েছে কি?

উত্তর:- মনে করুন যদি এমন হাসপাতাল হয় যেখানে কোন পর্দাহীনতা না হয়ে থাকে। পর পুরুষকে স্পর্শ করা, ইনজেকশন দেয়া, বেন্ডিস ইত্যাদি বাঁধারও প্রয়োজন না হয়, তাছাড়া যদি অন্য কোন শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে সেখানে নার্সের চাকরী করা জায়েয।

আব্বুর বিদেশে চাকরী হয়ে গেলো

ইসলামী বোনেরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে চারদিকে সুন্নাতের সাড়া জেগেছে, আসুন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি ঈমান তাজাকারী বাহার শুনে নিজের মন ও প্রাণকে পুষ্প বাগানে পরিণত করুন। বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে; কিছুদিন পূর্বে আমরা আমাদের আব্বুর রোজগারহীনতার কারণে খুবই কষ্টে পড়ে গিয়ে ছিলাম, পরিবারের এতোগুলো খরচ বহন করার জন্য আব্বু অনেক দিন যাবত দেশের বাইরে চাকরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনরূপ কাজ হচ্ছিল না। একদিন কোন ইসলামী বোন আম্মাকে বললো: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণকরীনীদের দোয়া কবুল হওয়ার অনেক ঘটনা রয়েছে, তাই আপনিও ইজতিমায় অংশগ্রহণকরে নিজের সমস্যার জন্য দোয়া করুন। এটা শুনে আম্মা ইজতিমায় অংশ্রগ্রহণ করলেন আর সেখানে আব্বুর চাকরীর জন্য দোয়া করলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে বাইরের দেশে আব্বার চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেলো, তা দেখে আমাদের পরিবারের সবার অন্তরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ভালবাসা গেথেঁ গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সদকা যে, আমাদের পুরো পরিবারে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর আমি একজন নগন্য মুবাল্লিগা হয়ে মাদানী কাজ করার কাজে রত আছি।

গায়বী আমদাদ হো ঘর ভি আবাদ হো, লুতফে হক দেখলে ইজতিমাআত মে।
চল কে খোদ দেখলে, রিযক কে দর খুলে, বরকতে ভি মিলে ইজতিমাআত মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে উভয় জাহানের বরকতের বারিধারা বর্ষণের কথা কি বলব! **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের নৈকট্যে করা দোয়া কেন কবুল হবে না। সৎ সঙ্গ তো সৎ সঙ্গই। সৎ লোকদের নৈকট্য মারহাবা! শত কোটি মারহাবা! এই ব্যাপারে উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী বর্ণনা পড়ুন আর ঈমানকে সতেজ করুন:

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** নেককার মুসলমানের কারণে তার প্রতিবেশীর মধ্যে ১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন" (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮০)

সহ-শিক্ষার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন:- সহ-শিক্ষার **(CO-EDUCATION)** ব্যাপারে হুকুম কি?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

উত্তর:- প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের একত্রে পড়াশুনার যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, তা একেবারে নাজায়েয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

মহিলা ও কলেজ

প্রশ্ন:- বর্তমান যুগে মহিলাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করতে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

উত্তর:- মহিলারা যখন থেকেই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে **(UNIVERSITY)** যাওয়া শুরু করে তখন থেকেই ফিতনার দরজা খুলে যায়। اَلْاَ مَانُ وَ الْحَفِيْظ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) প্রথমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ধারীত পোশাক বেপর্দা সম্পন্ন আর যদি কোথাও বোরকা ইত্যাদি থাকেও তবে সেটা দৃষ্টিনন্দন হওয়ার কারণে অনুপযুক্ত। অতঃপর যুবতী মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করা হাজারো ফিতনা সৃষ্টি করে থাকে। কলেজের সেই ছাত্রীগণ যারা কলেজের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মনে হয়না যে কারো সম্ভ্রম নিরাপদ থাকে! তাদের প্রেম পিড়িতের কাহিনী প্রতিদিনই পত্রিকা সমূহে ছাপানো হচ্ছে। নিজের পছন্দের বিয়ে করার মধ্যে যদি পিতা মাতা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে রাগের বশবর্তী হয়ে অনেক ছেলে মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মেয়েরা যদি লেখাপড়া করে অফিসে চাকরী করে তাহলে এতে গুনাহের ধারাবাহিকতা আরো প্রচন্ড বেগে বেড়ে যায়। অফিসগুলোতে পর্দাহীনতা ও পর-পুরুষের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

প্রত্যেক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মুসলমান এর দুনিয়াবী ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ বুঝতে পারে। আকবর ইলাহাবাদী কি সুন্দর না বলেছেন:

তালিমে দুখতারাঁ সে ইয়ে উম্মিদ হে জরুর
নাচে দুলহান খুশি সে খুদ আপনি বারাত মে

পর্দানশীন মেয়েদের বিয়ে হয় না

প্রশ্নঃ- পরিবারের লোকেরা এজন্যই পর্দা করা থেকে বাঁধা প্রদান করে যে, কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, ফ্যাশন থেকে দুরে, সাদাসিদে ও শরয়ী পর্দানশীন মেয়েদের বিয়ে হয় না। একথাটা কি সঠিক?

উত্তরঃ এই ধারণাটি একবারে ভুল! লৌহে মাহফুযে যেখানেই জোড়া লিখা রয়েছে, যেকোন অবস্থায় সেখানেই বিয়ে হবে। আর যদি লিখা না থাকে, তবে হাজারো পড়ালেখা করলেও অথবা ফ্যাশন্যাবল হলেও দুনিয়ার কোন ক্ষমতাই বিয়ে করাতে পারবে না। আর যদি ভাগ্যে দেরীতে বিয়ে লিখা থাকে তবে দেরীতেই বিয়ে হবে। প্রতিদিন না জানি কত শিক্ষিতা নারী ও ফ্যাশন পূঁজারি যুবতী দুর্ঘটনায় অথবা অসুস্থতার মাধ্যমে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করছে আর কতোযে যুবতী মেয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটার শখে ডুবে মরছে। অথবা বেপর্দা ও ফ্যাশন পূঁজারির কারণে "অবৈধ প্রেমের" ফাঁদে নিজেকে ফাঁসিয়ে দেয় আর নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে না হওয়াতে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়! কখনও এই ভ্রান্ত ধারণা রাখা উচিত নয় যে, বেপর্দা ও ফ্যাশন পূঁজা ইত্যাদি গুনাহের পন্থা অবলম্বন করলেই কাজ হবে। আমার কথাটি এই শিক্ষা মুলক ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন:

বিচারপতির চাকরী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান ছওরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এক ব্যক্তিকে বিচারপতির চাকরী করতে বারণ করলেন। কেননা, রাজ কর্মচারী হওয়াতে অত্যাচার ও গুনাহ হতে বেঁচে থাকা কঠিন। এটা শুনে সেই ব্যক্তি বললো: (তাহলে) স্ত্রী পুত্রদের কি করবো! (তিনি সবইকে উদ্দেশ্য করে) বললেন: একটু শুনো! এই ব্যক্তি বলছে যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র নাফরমানী করলে তখন তো (তিনি)আমার স্ত্রী পুত্রকে রিযিক প্রদান করবেন। আর যদি আমি তার আনুগত্য করি তবে (তিনি আমাকে) রোজগারহীনতায় রাখবেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)

পরীক্ষায় ভয় পাবেন না

চাই যত বড় পরীক্ষাই সামনে আসুক না কেন ইসলামী বোনদের উচিত, তারা যেন শরয়ী পর্দা ত্যাগ না করে। **আল্লাহ্ তাআলা** শাহাজাদিয়ে কাওনাইন, বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ও উম্মুল মু'মিনীন বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সদকায় সহজতা দান করবেন। ৩০ পারার সূরা আলাম নাশরাহ্র মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ﴿۵﴾

اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ﴿۶﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আলাম নাশরাহ্, আয়াত: ৫,৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

উপন্যাস পড়া কেমন?

প্রশ্ন:- আজকাল মহিলারা গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে থাকে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর:- পত্রিকায় বিষয়াদি, গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাস সমূহে অনেক কুফরী বাক্য দেখা যায়। এতে বদমাযহাবীদের বিষয়াদিও থাকে যা পড়ার দ্বারা দ্বীন ও ঈমান ধ্বংসের আশংকা থাকে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে বদমাযহাবীদের ধর্মীয় কিতাব এবং তাদের লিখিত প্রসিদ্ধ ইসলামী বিষয়াদী পড়া, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য হারাম। তবে হ্যাঁ! সুন্নী আলিম প্রয়োজনবশতঃ তা দেখতে পারবে। যাই হোক মহিলাদের বিষয়াদি খুবই স্পর্শকাতর। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, মেয়েদেরকে সূরা ইউসুফের অনুবাদ ও তাফসীর পড়াবে না। কেননা, এতে মহিলাদের ধোকা দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) চিন্তার বিষয় যে, মেয়েদের কে কোরআনে মজীদের একটি সূরা সূরা ইউসুফের অনুবাদ ও তাফসীর পড়তে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা যেন এর বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করে। এখন আপনিই অনুমান করুন, তাদেরকে বিচিত্র ছবি ও র্নিলজ্জ সিনেমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি হাজারো ধ্বংসাত্বকতায় ভরপুর পত্রিকা, বাজারের মাসিক ম্যাগাজিন, উপন্যাস, গল্পগুচ্ছ পড়ার অনুমতি কিভাবে দেয়া যায়! স্মরণ রাখবেন! এই বিষয়াদি পাঠ করা পুরুষদের আখিরাতের জন্যও কম ধ্বংসাত্বক নয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

প্রশ্ন:- ছোট মেয়েদের কোন সূরা শিক্ষা দেব?

উত্তর:- ছোট মেয়েদেরকে সূরা নুরের শিক্ষা দেবেন আর এই সুরার অনুবাদ ও তাফসীর পড়াবেন। যেমনিভাবে- **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষণকারী বাণী হচ্ছে: "নিজের মহিলাদেরকে সুতাকাটা (পুরোনো যুগে কাপড় ঘরে বোনা হত সেটাকে সুতা কাটা বলে। এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে সেলাই কাজ) শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে সূরা নুরের শিক্ষা দাও।" (আল মুস্তাদরাক, ৩য় খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৪৬) বর্ণিত আছে: "হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا সূরা নূরকে হজ্বের মৌসুমে মিম্বরের উপর তিলাওয়াত করেন এবং সেটার এমন মনোরম পদ্ধতিতে ব্যাখা করলেন যে, যদি রুমি (রোমের বাদশাহ) সেটা শুনতো, তবে সে মুসলমান হয়ে যেত।" (তাফসীরে মাদারিক, ৭৯৩ পৃষ্ঠা) সূরা নূর আঠারো পারায় রয়েছে, এতে ৯টি রুকু এবং ৬৪ আয়াত রয়েছে। মেয়েদেরকে এই সূরা অবশ্যই শিক্ষা দিবেন বরং সব ইললামী ভাই ও ইসলামী বোনদের এই সুরাটির অনুবাদ ও তাফসীর পড়া উচিত।

প্রশ্ন:- সূরা নূরের তাফসীর কোনটি পড়বে?

উত্তর:- খাযায়িনুল ইরফান অথবা নূরুল ইরফান থেকে পড়ুন, আরো বিস্তারিত তাফসীর যদি পড়তে চান তবে খলিলুল ওলামা, হযরত খলিলে মিল্লাত, মুফতী মুহাম্মদ খলিল খাঁন কাদেরী বারাকাতী মারাহরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সূরা নূরের তাফসীর "চাদর আউর চার দিওয়ারী" অধ্যয়ন করুন। এই তাফসীরের বিশেষত্ব হলো, এতে কানযুল ঈমান শরীফ থেকে অনুবাদ নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমি ফ্যাশন পূঁজারী ছিলাম

ইসলামী বোনেরা! সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। এক মুবাল্লিগাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী, দা'ওয়াতে ইসলামীতে** নিজের সম্পৃক্ততার যে কারণগুলো বর্ণনা করেছেন তা শুনার মতো। এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ কিছুটা এরকম, আমি নিত্য নতুন ফ্যাশনের কাপড় পরিধান করতাম আর বেপর্দা হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতাম। একবার কয়েকজন ইসলামী বোন আমাদের ঘরে আসল এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ বর্ণনা করে আমাদের ঘরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করার অনুমতি চাইল। আমরা স্বানন্দে অনুমতি দিয়ে দিলাম। অবশেষে ইজতিমার দিনও এসে গেলো। আমি নিজেও সেই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। ইসলামী বোনদের সরলতা, সুন্দর চরিত্র এবং মাদানী কাজের ধরন আমার খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ায় আমি অনেক প্রভাবিত হলাম। এমন দোয়া আমি জীবনে প্রথম বার শুনেছি। এমনিভাবে উক্ত ইজতিমার বরকতে আমার গুনাহ থেকে তাওবা করা নসীব হলো। আর আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলোাম। ফ্যাশন ত্যাগ করে আমি সাদাসিদে জীবন যাপন করাকে আপন করে নিলাম আর এখন যেলী পর্যায়ের যিম্মাদার হিসাবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজ করে নিজের আখিরাত সুন্দর করার চেষ্টায় রত আছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক জারিকৃত বয়ানের ক্যাসেট প্রতিদিন শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে এতো প্রিয় মাদানী পরিবেশ দান করেছেন, আহ! যদি প্রত্যেক ইসলামী বোন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মুচকি হেসে কথা বলা সুন্নাত

ইসলামী বোনেরা! এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, “তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকেই কূপের নিকট যেতে হয়” কিন্তু মাদানী বাহারটিতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, কূপ নিজে এগিয়ে এসে তৃষ্ণার্তের ঘরে পৌছলো অর্থাৎ ইসলামী বোনেরা নিজে এসে এই মর্ডান ইসলামী বোনের ঘরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করলো। যা তার ভাগ্য পরিবর্তন ও মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হওয়ার কারণ হলো! নিঃসন্দেহে ঘরে গিয়ে গিয়ে সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে মুচকি হেসে মাদানী ফুল পেশ করা, অনেক বিপথগামীকে সংশোধন করে দেয়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মুচকি হেসে কথা বলা সুন্নাত। যদি কেউ এমনিতেই অভ্যাসের কারণে মুচকি হেসে কথা বলে, তবে সে সুন্নাত পালনের সাওয়াব পাবে না। কথা বলার সময় অন্তরে এই নিয়্যত থাকতে হবে যে, আমি সুন্নাত পালনের নিয়্যতে মুচকি হেসে কথা বলছি। আহ! আমাদের যদি সুন্নাত পালনের নিয়্যতে মুচকি হেসে কথা বলার অভ্যাস নসীব হয়ে যেতো। এই ব্যাপারে একটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন: “হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সম্পর্কে বলেন যে, তিনি প্রতিটি কথা মুচকি হেসে বলতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যখন আমি তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তদুত্তরে তিনি বললেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি, তিনি কথা বলার সময় মুচকি হাসতেন।" (মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, নং- ২১)

আজকাল কি পর্দা করা জরুরী নয়?

প্রশ্ন:- "আজকাল পর্দা করা জরুরী নয়" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর:- এরূপ বলা খুবই বোকামী ও মুর্খতা এবং অত্যন্ত কঠিন বাক্য। এ ধরনের বাক্য দ্বারা সামগ্রিকভাবে পর্দার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা প্রকাশ পায়, আর প্রকাশ্যভাবে পর্দার ফরয হওয়ারই অস্বীকার করা কুফরী। অবশ্য যদি কেউ পর্দার ফরয হওয়াকে মান্য করে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট নিয়মকে অস্বীকার করে, যার সম্পর্ক "দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়" এর মধ্যে নেই তবে কুফরীর হুকুম লাগবে না।

আপনি তো ঘরের মানুষ!

প্রশ্ন:- "পীরের সাথে আবার কিসের পর্দা!" এরূপ বলা কেমন! "পীর সাহেবের সাথেও কি আবার পর্দা হয় নাকি!" অথবা পর-পুরুষ, আত্মীয়, প্রতিবেশী অথবা ঘরে আসা যাওয়াকারী বিশেষ লোকদের সম্পর্কে এভাবে বলা যে, "আপনি তো ঘরের মানুষ, আপনার সাথে আবার কিসের পর্দা করবো।"

উত্তর:- এটাও বোকামী ও মুখর্তা। এরূপ শব্দ উচ্চারনকারীরা তাওবা করুন। না-মাহরাম পীর সাহেবের সাথে এবং প্রত্যেক পর-পুরুষ আত্মীয়ের সাথে, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথেও পর্দার হুকুম রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পুরুষের হাত দ্বারা চুড়ি পরিধান করা

প্রশ্ন:- মহিলারা অপরিচিত ফেরিওয়ালার মাধ্যমে নিজের হাতে চুড়ি পরিধান করতে পারবে কিনা?

উত্তর:- যে মহিলা এমন করবে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে। যদি স্বামী অথবা মাহরাম এতে লজ্জা না করে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধাঁ প্রদান না করে তবে সেও দাইয়্যুস, আর জাহান্নামের ভাগিদার হবে। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এ অবস্থায় দেখে নেয় যে, অন্যকোন পুরুষ তার হাত স্পর্শ করেছে, তবে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শত কোটি আফসোস! সেই স্ত্রী যখন চুড়ি পরিধান করার জন্য পর-পুরুষের হাতে হাত দেয় তখন স্বামীর সেই রাগ আর উতলে উঠে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে যখন ফেরিওয়ালার হাতে চুড়ি পরিধান করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তদুত্তরে তিনি বললেন: "হারাম, হারাম, হারাম। পর-পুরুষকে হাত দেখানো হারাম, তার হাতে হাত দেয়া হারাম। যে পুরুষ নিজের স্ত্রীর এরূপ আচরণ মেনে নেয়, সে দাইয়্যুস।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২ খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

পর্দা করার ক্ষেত্রে সমাজের লোকদেরকে ভয় করা

প্রশ্ন:- লোকেরা বলে: যুবতী মেয়েকে পর্দা করাতে এই ভয় লাগে, আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন ধরনের কথা বলে!

উত্তর:- মুসলমানকে সমাজ নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করা উচিত। কোরআনে পাকের প্রথম পারার সূরা বাকারা'র চল্লিশতম আয়াতে করীমায় ইরশাদ হয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

وَاِیَّایَ فَارۡہَبُوۡنِ ﴿۴۰﴾

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বিশেষ করে, আমারই ভয় (অন্তরে) রাখো।

যারা **আল্লাহ্ তাআলাকে** প্রকৃত পক্ষে ভয় করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন আর লোকদের অন্তরে তার প্রভাব প্রবেশ করিয়ে দেন।

ঘটনা: একজন বুযুর্গকে رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কাফিররা ঘিরে নিলো আর তলোয়ারের আঘাতে তাকে শহীদ করতে চাইল, কিন্তু সবার তলোয়ার ওয়ালা হাত অবশ হয়ে গেলো আর আক্রমন করতে পারলো না। এ অবস্থা দেখে সেই বুযুর্গ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো, কাফিরেরা হতবাক হয়ে বলল: কেন কান্না করছেন? আপনার তো খুশি হওয়া উচিত যে, আপনার প্রাণ বেঁচে গেছে। বললেন: আমাকে এই কথাটি কান্না করিয়ে দিলো যে, আমি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলোাম! যদি তোমরা আমাকে হত্যা করতে, তবে আমার ঈদ হয়ে যেতো। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে জান্নাতের হকদার হয়ে যেতাম। এই ঈমান তাজাকারী কথা শুনে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সকল কাফির মুসলমান হয়ে গেলো। **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় না করা এই বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাদের প্যারালাইসিস যুক্ত হাতের উপর নিজের হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** সকলের হাতকে ঠিক করে দিলেন।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

নিকাল জায়ে দিলো সে মেরে খওফে দুনিয়া, তুঝিসে ডরো মে সদা ইয়া ইলাহী!
তেরে খওফ সে তেরে ডর সে হামেশা, মে থর থর রহো কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

ঘরে যদি কেউ মারা যায় তখনও কি পর্দা জরুরী?

প্রশ্ন:- যদি ঘরে কেউ মারা যায় এবং সমবেদনা জানানোর জন্য লোকদের আসা যাওয়া হয়, এমন বিশেষ মুহুর্তেও কি পর্দার খেয়াল রাখা জরুরী?

উত্তর:- এমন অবস্থায় নিজের মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করা উচিত। যখন মৃত্যুর স্মরণ বেশি হবে, গুনাহ থেকে বিরত থাকারও মানসিকতা বেশি হবে। যেহেতু বেপর্দা হওয়া গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এজন্য এমন অবস্থায়ও আত্মসম্মানবোধ ও খোদাভীতি সম্পন্ন মহিলাদের পর্দা আরও অধিক কঠোর হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

সন্তান হারিয়েছি লজ্জাতো হারায়নি

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাই সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি ঘোমটা দিয়ে পর্দা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তা দেখে কেউ অবাক হয়ে বললো: এ মুহুর্তেও আপনি চেহারায় ঘোমটা দিয়ে রেখেছেন? তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: "নিশ্চয় আমি সন্তান হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো হারায়নি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৮)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আপনারা দেখলেন তো! সন্তান শহীদ হওয়া সত্ত্বেও সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا পর্দা বহাল রেখেছেন। সত্য কথা হলো; যদি অন্তরে খোদাভীরুতা ও শরীয়াতের বিধানাবলীর উপর আমল করার প্রেরনা থাকে তবে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও সহজ হয়ে যায়, আর যে নফসের চালবাজিতে এসে যায়, তার জন্য সহজ থেকে সহজতর কাজও কঠিন হয়ে যায়। নিশ্চয় যদি **আল্লাহ্ তাআলার** আযাবকে ভয় করে অল্প কিছু কষ্ট সহ্য করে পর্দা করা হয় তবে এটা কোন বেশি কষ্টসাধ্য কাজ নয়। তা না হলে জাহান্নামের আযাবের কষ্ট কখনও সহ্য করা যাবে না। যদি কেউ **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমের উপর আমল করার দৃঢ় সংকল্প করে তবে নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য তা সহজ করে দিবেন।

আমার মেয়ের গলার ব্যথা চলে গেলো

ইসলামী বোনেরা! শরীয়াতের বিধি-বিধানের উপর আমল করার প্রেরণা পাওয়ার একটি উত্তম পন্থা হলো তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের সাথে সফর করাও। যদি সফর করার সত্যিকার নিয়্যত করা হয় আর কোন কারণে সফর করা নসীব নাও হয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তরী পার হয়ে যাবে। মাদানী কাফেলার সফরের নিয়্যতকারীনী একজন সৌভাগ্যবতীর ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন আর আনন্দে মেতে উঠুন; বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম, আমার মেয়ে গলার ব্যথায় আক্রান্ত ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অনেক চিকিৎসা করালাম কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমি ইসলামী বোনদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিলাম। আমার সুধারণা যে, সেই নিয়্যতের বরকতে আমার মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেলো। অতঃপর আমি নিজের নিয়্যতানুযায়ী ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলায় সফরও করলাম।

ফযল কি বারিঁষে রহমতে নে'মতে,
গর তুমহেঁ চাহিয়ে কাফিলে মে চলো।
দুর বিমারিয়াঁ আউর পেরেশানিয়াঁ,
হুঁগি বস চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নামাহারিমাকে সমবেদনা জানাতে পারবে কিনা

প্রশ্ন:- যদি কারো নামাহারিমার আত্মীয় ইন্তেকাল করে তবে না-মাহরাম পুরুষ তাকে সমবেদনা জানাতে পারবে কিনা?

উত্তর:- জ্বী, না। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "মহিলাকে তার মাহারিমই সমবেদনা জানাবে।"

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ২০১ পৃষ্ঠা)

নামাহারিম রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা কেমন?

প্রশ্ন:- না-মাহরাম ও নামাহারিমা একে অপরের অসুস্থাবস্থায় সেবা-শুশ্রূশাও কি করতে পারবে না?

উত্তর:- জ্বী, না। এভাবে করাতে একে অপরের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, যা ধ্বংসাত্মক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সন্তান প্রসব সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- পুরুষ দ্বারা কি প্রসব করাতে পারবে?

উত্তর:- স্বামী ব্যতিত অন্য কোন পুরুষ প্রসব করাতে পারবে না। কেননা, এ কাজে খুবই পর্দাহীনতা হয়ে থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে ঘরেই মুসলমান ধাত্রীর **(MIDWIFE)** মাধ্যমে সেবা নেয়া উচিত। তা না হলে এমন হাসপাতালে ব্যবস্থা করুন যেখানে শুধুমাত্র মুসলমান নারীরাই সেবা করে। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পূর্বেই জেনে নেয়া উচিত, তা না হলে অধিকাংশ হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তার আর বিশেষ করে সরকারী হাসপাতালে মেডিকেলের ছাত্ররাও প্রসব **(DELIVERY)** কাজে অংশ নেয়। মনে রাখবেন! কাফির মহিলার সাথে মুসলমান মহিলার তেমনই পর্দা, যেমন পর-পুরুষের সাথে।

কাফির ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রসব করানোর মাসয়ালা

প্রশ্ন:- অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্টের দেশে অধিকাংশ ধাত্রীই কাফির হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় প্রসব করানোর বিষয়ে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পথ প্রদর্শন করে **আল্লাহ্**র নিকট থেকে প্রতিদান এবং লোকদের নিকট থেকে কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উত্তর:- মুসলমান মহিলার জন্য কাফির মহিলার সামনে সতর খোলা বৈধ নয়। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ধাত্রী পাওয়া যায় আর সে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির ধাত্রী দ্বারা কখনও এ কাজ করাবেন না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তবে হ্যাঁ! যদি অপারগ হয় আর মুসলমান ধাত্রী পাওয়া না যায়, যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ রয়েছে। তবে এমন কঠিন অপরাগ অবস্থায় কাফির ধাত্রী দ্বারা প্রসব করানোতে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন:- ভাবীর সন্তান প্রসব হওয়ার সময় দেবর অথবা ভাসুর দেখতে অথবা সন্তানের মোবারকবাদ দেওয়ার জন্য যেতে পারবে কী না?

উত্তর:- ভাবী এবং অন্য কোন নামাহারিমাকে দেখতে যাওয়া ও মোবারকবাদ দিতে যাওয়াতে কঠিন ফিতনার দরজা খুলে যায়।

শুধু অন্তরের পর্দা কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন:- কিছু বেপর্দা মহিলা বলে: "শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা থাকা উচিত" এর বাস্তবতা কী?

উত্তর:- এটা শয়তানের অনেক বড় এবং মন্দ আক্রমন। আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কোরআনে পাকের সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যাতে শরীরকে পর্দায় গোপন করার হুকুম রয়েছে। যেমন; ২২ পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: "আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।" এই সুরার ৫৯ নং আয়াতে রয়েছে: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: "হে নবী! আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে।" সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে রয়েছে: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: "আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যে ব্যক্তি দেহের পর্দাকে সম্পুর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে যে, “শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট” তার ঈমান চলে যাবে। যদি বিবাহিত হয় তবে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কারো মুরিদ হয় তবে বাইয়াতও শেষ হয়ে যাবে। যদি ফরয হজ্ব করে থাকে তবে তাও শেষ হয়ে যাবে। এ ছাড়া পূর্বের জীবনের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে যেন তার কুফর থেকে তাওবা করে নতুন করে মুসলমান হয় এবং প্রথম স্বামীর সাথে নতুন করে বিয়ে করে। (তবে হ্যাঁ! যদি প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে না চায় তবে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে) আর যদি মুরিদ হতে চায় তবে যে কোন শরীয়াতের অনুসারী পীরের নিকট বাইয়াত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পর্দার ফরয হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু পর্দার বিশেষ কোন অংশকে অস্বীকার করে যার সম্পর্ক “দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর” মধ্যে নেই তবে কুফরের হুকুম লাগবে না।

কুফর থেকে তাওবা এবং নতুনভাবে ঈমান আনা ও নতুনভাবে বিয়ে করার পদ্ধতি মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা “**২৮টি কুফরী বাক্য**” থেকে দেখতে পারবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের ঈমান সালামত রাখুন।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাস্তবতা তো এটাই যে, বাহ্যিকতাই অন্তরের প্রতিনিধি। যদি অন্তর ভাল হয় তবে তার প্রভাব বাইরেও প্রকাশ পাবে। এজন্য পর্দা সেই করবে যার অন্তর ভাল এবং **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী হবে। আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

“এই ধারণা করা যে, বাত্বিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিষ্কার হওয়া উচিত, জাহির (বাহ্যিক) যেমনই হোক না কেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: “যদি তার অন্তর ঠিক থাকে তবে জাহির (বাহ্যিক) নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।” **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা)**

মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

ইসলামী বোনেরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতের কথা কি বলব! এর বরকত লুফে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আপনিও **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার সমস্যাও অদৃশ্যভাবে সমাধান হয়ে যাবে, এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃপা ও করুনায় অদৃশ্য থেকে সাহায্য পাবেন। কেহরোড় পাক্কা (পাঞ্জাব) এর একজন ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ কিছুটা এরকম: আমার ছোট ভাই পারিবারিক বিষন্নতা, অভাব-অনটন ইত্যাদির পেরেশানে সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতো, একারণে ধীরে ধীরে মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিল এবং আবোল-তাবোল বলতে থাকতো। এমনকি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিয়ে নেয়ার অর্থাৎ আত্মহত্যা করার ব্যাপারে ভাবতে লাগলো। তার এ অবস্থার প্রতি আমার খুবই দয়া হতো। কিন্তু আমি তো অসহায় নারী, আমি কিইবা করতে পারি! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আগে থেকেই **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতাম, সেখানে আমি আমার ভাইয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করা শুরু করে দিই, কিছুদিন যাওয়ার পর আমার ভাইকে **আল্লাহ্ তাআলা** সুস্থতা দান করলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন সে আব্বু ও আম্মুকে সম্মান করে এবং সেই সম্মানের কারণে তাদের নয়নের তারা হয়ে গেলো।

এ্যয় রযা হার কাম কা এক ওয়াক্ত হে, দিল কো ভী আরাম হোহি জায়ে গা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার কেমন বরকত, এই কথাটি স্বরন রাখবেন! ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত যেন শুধুমাত্র দুনিয়াবী সমস্যা সমাধান হওয়ার কারণে না হয়। জ্ঞান অন্বেষন ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতও অবশ্যই করে নেয়া উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী বোনদের শরয়ী পর্দা সহকারে পাকিস্তান সহ বাংলাদেশের অসংখ্য শহর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ইসলামী বোনের উচিত, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইজতিমায় শুধু নিজে অংশগ্রহণ করবেন না বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও মুহাব্বত সহকারে সাক্ষাত করে ইনফিরাদী কৌশিশ করে ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকা।

মাদানী ফুল: হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “প্রত্যেক নেকী সদকা স্বরূপ আর তোমাদের আপন ভাইয়ের সাথে উৎফুল্লতা সহকারে সাক্ষাত করাও নেকী, আর নিজের বালতি দ্বারা নিজের ভাইয়ের পাত্রে পানি ঢেলে দেয়াও নেকী।” (মুসনদে আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৭১৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পর্দা করতে সংকোচবোধ হলে...

প্রশ্ন:- পরিবেশ খুবই আধুনিক এবং ফ্যাশন খুবই ছড়িয়ে পড়েছে, শরয়ী পর্দা করতে সংকোচবোধ হয়, এখন কি করা যায়?

উত্তর:- শরয়ী পর্দা ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, এটা উচ্চ পর্যায়ের নেকী। আর বেপর্দা হওয়া মারাত্মক গুনাহ। পর্দা করাতে যত বেশি কষ্ট অনুভব হবে, সাওয়াবও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তত বেশি অর্জিত হবে। কথিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ "সর্বোত্তম ইবাদত সেটাই যাতে বেশি কষ্ট হয়।" (কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) ইমাম শরফুদ্দিন নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "যদি ইবাদতে কষ্ট ও খরচ বেশি হয় তবে সাওয়াব ও ফযীলতও বেশি হয়ে যায়।" (শরহে সহীহ্ মুসলিম লিন নববী, ১ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "উত্তম ইবাদত সেটা, যার জন্য নফসকে অপারগ হতে হয়।" (ইত্তিহাফু সাদাত লিয যুবায়দী, ১১তম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "যে আমল দুনিয়াতে যতটুকু কষ্টসাধ্য হবে, কিয়ামতের দিন তা (আমল) মিযানে (পরিমাপের পাল্লায়) ততটুকু ভারী হবে।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা সংকলিত) তবে হ্যাঁ! যদি কারো নিজের অন্তরই ভেজাল হয়, তখন আর কি বলব! প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নূরুল ইরফানের ৩১৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন: "যার জন্য গুনাহ করা সহজ ও নেক কাজ করা কষ্ট অনুভূত হয়, তবে মনে করো তার অন্তরে নিফাক রয়েছে।" **আল্লাহ্ তাআলা** রক্ষা করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বিবি ফাতেমার কাফনেরও পর্দা!

প্রশ্ন:- বলা হয়ে থাকে; বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর এটাও পছন্দ ছিলোনা যে, পর-পুরুষের দৃষ্টি তার কাফনে পড়ুক।

উত্তর:- অবশ্যই **সুলতানে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী (প্রকাশ্য) ওফাতের পর খাতুনে জান্নাত, শাহাজাদীয়ে কওনাইন, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহ এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো! তাঁর ওফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছিলো। এই ঘটনাটা কিছুটা এরূপ, হযরত সায়্যিদাতুনা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর এই উদ্বেগ ছিলো যে, আমি তো সারা জীবন পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন যদি মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশে মানুষের দৃষ্টি পড়ে যায়! কোন এক সময় হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি হাবশায় দেখেছি যে, জানাযার সাথে গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর তিনি খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে দেখালাম। তিনি তা দেখে খুবই খুশি হলেন এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গিয়েছিলো। ব্যাস! এই এক মুচকি হাসি ছিলো যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর দেখা গিয়েছিলো।" (জযবুল কুলুব (অনূদিত), ২৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর পর্দারও কি অপরূপ শান, কেউ কতই না সুন্দর বলেছে:

চু যাহরা বাশ আয মাখলুখ রোপুশ,
কেহ দর আগোশ শাব্বিরে বেহ বেনি।

অর্থাৎ হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর মতো পরহেযগার ও পর্দানশীন হও, যেন কোলে হযরত সায়্যিদুনা শাব্বির নামক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর মতো সন্তান পাও।

বিবি ফাতেমার পুলসিরাতের উপরও পর্দা

প্রশ্ন:- হাশরবাসীরাও কি সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا কে পুলসিরাত অতিক্রম করাবস্থায় দেখবে না?

উত্তর:- হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم থেকে বর্ণনা করেন যে, **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কিয়ামত কায়েম হবে, তখন একজন আহব্বানকারী আহ্বান করবে: "হে হাশরবাসীরা! আপন আপন মাথা নত করো, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করো, হযরত ফাতেমা বিনতে **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুলসিরাত অতিক্রম করবেন।" (আল জামিউস সগীর, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

মিশুকতার বরকত

আমাদের ইসলামী বোনদেরকেও খাতুনে জান্নাত, শাহজাদিয়ে কওনাঈন হযরত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহ্‌রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর পবিত্র জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ইসলামী বোনেরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, নিজের এলাকায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকুন, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে নিজ এলাকার যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা করাতে থাকুন, তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফলতা অর্জিত হবে। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদানী কাফেলার একটি বাহার উপস্থাপনা করছি, একজন ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো; আমি নামাযের ব্যাপারে অলসতার শিকার ছিলাম এবং বিদেশী ফ্যাশনে মত্ত ছিলাম। সিনেমা-নাটক অনেক আগ্রহ সহকারে দেখতাম, একবার আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আখেরি নশিসতে (বিশেষ পর্ব) আমার এক বান্ধবীর সাথে অংশগ্রহণ করলাম, সেখানে দুজন ইসলামী বোন কোন পরিচয় ছাড়াই আমাদেরকে অনেক খাতির-যত্ন করলো, আমাদেরকে অনেক মুহাব্বত সহকারে হালকায় বসালো, সৌভাগ্যক্রমে তারা আমাদের এলাকা থেকেই এসেছিলো, তারা আমাদেরকে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াতও দিয়েছিলো কিন্তু আমরা এতটুকু গুরুত্ব দেইনি। এতদসত্ত্বেও তারা আমাদেরকে ঘরে দাওয়াত দেয়ার জন্য এসে গেলো। এবার আমার অন্তর একটু নরম হলো এবং ভদ্রতা সহকারে তার সম্মান রাখার জন্য রাজি হলাম,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ভাবলাম এসেছে যখন একটি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেই নিই, পরে আর যাব না। কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালীদের প্রবল আগ্রহ মারহাবা! তারা মন ভাঙ্গল না, আমার পরকালের সফলতার জন্য আমার পিছুও ছাড়ল না, স্নেহ ও ভালবাসা অব্যাহত রাখলো এবং মিশুকতার সহিত ইনফিরাদী কৌশিশ করতে রইলো, অবশেষে তাদের সুন্দর চরিত্র আমার পাথরের ন্যায় শক্ত মনকে মোমের মতো গলিয়ে দিলো এবং আমি ধীরে ধীরে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলোাম।

আলী কে ওয়াস্তে সুরয কো ফিরনে ওয়ালে,
ইশারা কর দো কেহ মেরা ভি কাম হোজায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলাদের মাযারে হাজেরী দেয়া

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা মাযারে ও কবরস্থানে যেতে পারবে কিনা?

উত্তর:- কতিপয় উলামা মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতকে জায়েয বলেছেন। দুররে মুখতারেও অনূরূপ ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রিয়জনদের কবরে যদি তারা যায়, তবে কান্নাকাটি করবে, এজন্য নিষেধ করা হয়েছে এবং নেক বান্দাদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কবরে বরকত অর্জন করার জন্য যাওয়া বৃদ্ধামহিলাদের জন্য সমস্যা নেই কিন্তু যুবতীদের জন্য নিষেধ। (রুদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আর নিরাপত্তামূলক পন্থা হলো; মহিলাদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

যেহেতু আপনজনদের কবর যিয়ারতে কান্নাকাটি করবে, তবে নেক বান্দাদের কবরে হয়তো সম্মানের সীমা অতিক্রম করবে অথবা বেয়াদবী করে বসবে। আর নারীদের মধ্যে এ দু'টি অভ্যাস অত্যধিক পাওয়া যায়।” (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৮৪৯ পৃষ্ঠা মাকতাবাতুল মদীনা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মহিলাদেরকে মাযারে যেতে বিভিন্নভাবে বারবার নিষেধ করেছেন। যেমনিভাবে- এক জায়গায় বলেন: “ইমাম কাযীকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রশ্ন করা হলো যে, মহিলাদের কবরে যাওয়া জায়েয কিনা? তিনি বললেন: এমন জায়গায় যেন জায়েয নাজায়েযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করে, এটা জিজ্ঞাসা করুন যে, সেখানে নারীদের উপর কত লানত বর্ষিত হয়? যখন (তারা) ঘর থেকে বের হয়ে কবরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করে (তখন) **আল্লাহ্ তাআলা** ও তার ফিরিশতাদের অভিশাপ অবতীর্ন হয়, যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন চারিদিক থেকে শয়তান তাকে ঘিরে নেয়, যখন কবরে উপস্থিত হয় তখন মৃতব্যক্তির রূহ তার উপর অভিশাপ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** অভিশাপে থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

মহিলারা জান্নাতুল বাক্বীতে উপস্থিত হবে কিনা?

প্রশ্ন:- মদীনা শরীফে থাকাকালীন সময়ে ইসলামী বোন জান্নাতুল বাক্বী ও শুহাদায়ে উহুদ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর মাযারে হাজিরি দিতে পারবে কি না?

উত্তর:- দিতে পারবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রশ্ন:- এই মাযার সমূহে কি বাহির থেকেও সালাম দিতে পারবে না?

উত্তর:- ইসলামী বোনেরা যদি পায়ে হেটে বা যানবাহনে করে কোন কাজের জন্য বের হয় এবং মাযারে উপস্থিতির নিয়্যতই না থাকে, কিন্তু এখন হঠাৎ করে জাহান্নাতুল বাক্বী, জান্নাতু মা'আলা অথবা যে কোন মুসলমানদের কবরস্থান, বা কোন বুযুর্গের মাযার শরীফের কাছ দিয়ে অতিক্রম করা হয় এবং না থেমে দূর থেকেই সালাম দেয়, তবে কোন সমস্যা নেই।

প্রিয় নবী ﷺ এর রওজায় নারীদের উপস্থিতি

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফে উপস্থিতির জন্য যেতে পারবে কি না?

উত্তর:- **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফ ব্যতিত অন্য কোন মাযারে যাবার অনুমতি নেই। সেখানকার উপস্থিতি মহান সুন্নাত যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী এবং কোরআনে পাকে এটাকে গুনাহ ক্ষমা করানোর উত্তম মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছে। যেমনিভাবে পারা ৫, সূরা: নিসার ৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَاسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيۡمًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: "যে আমার কবরের যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" **(দারে কুত্নী, ২য় খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৯)** হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে হজ্ব করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না, সে আমার উপর জুলুম করলো।" **(আল কামিল ফি দোয়াফাউর রিজাল, ৮ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)** নিশ্চয় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিবের নিকটবর্তী, সেখানে তাওবা কবুল ও সুপারিশের মহান দৌলত অর্জিত হয়। এছাড়া সেখানে (যাওয়া) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর জুলুম করা থেকে বাঁচার একটি উপায়। এই উত্তম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এমন, যা **সরওয়ারে মদীনা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সমস্ত গোলামদের ও সমস্ত দাসীদের উপর রওজা শরীফের মাটিকে চুম্বন করাকে আবশ্যক করে দিয়েছে, অন্য কবরগুলো ও মাযার সমূহের বিপরীতে। ঐ জায়গা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, কারণ এতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। কেননা, যদি প্রিয়জনদের কবর হয়, তবে মহিলারা অধৈর্য হয়ে যাবে এবং যদি আওলিয়ায়ে কিরামের মাযার হয় তবে হয়তো বেয়াদবী করে বসবে অথবা মুর্খতার কারণে সম্মানে অতিরঞ্জিত করে বসবে, যেমনটি সচরাচর আমরা দেখে থাকি। একারণেই তাদের জন্য উত্তম পন্থা হলো; তারা যেন আওলিয়ায়ে কিরামের মাযার ও অন্যান্য কবরের যিয়ারত করা থেকে বিরত থাকে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "নিকটাত্নীয়দের কবরে (যাওয়া) বিশেষ করে এই অবস্থায় যখন তার প্রিয়জনের মৃত্যুর বেশিদিন অতিক্রম না হয়, তাদের পুরোনো দুঃখকে তাজা করে দেয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মফরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আর আওলিয়ায়ে কিরামদের মাযারে উপস্থিত হওয়া اِحۡدَی الشَّنَاعَتَیۡنِ (অর্থাৎ দুটি মন্দ কাজের মধ্যে থেকে একটি মন্দ কাজের) ১০০ ভাগ আশংকা থাকে। বেয়াদবী করা অথবা আদবের মধ্যে নাজায়িয ভাবে মাত্রাতিরিক্ত করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ জন্য **‘গুনিয়া’** কিতাবে অপছন্দের বর্ণনা করেছেন। অতএব উপস্থিতি ও **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফের মাটিকে চুম্বন করা উত্তম মুস্তাহাব, বরং ওয়াজিবের নিকটবর্তী। এ কাজে বাধা প্রদান করা যাবে না, এবং তাদের সঠিক আদব শিক্ষা দিতে হবে।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

মহিলারা মদীনায় যিয়ারত করতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- মক্কা-মদীনা শরীফের উপস্থিতিকালীন সময়ে ইসলামী বোনেরা জন্মস্থান (বিলাদত গাহ্ শরীফ), হেরা গুহা, ছওর গুহা, জাবালে উহুদ শরীফ ইত্যাদি যিয়ারতের জন্য যেতে পারবে কিনা?

উত্তর:- পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে বেঁচে, পুরোপুরি পর্দা সহকারে যেতে পারবে। উত্তম হলো; ঘরে থেকেই ইবাদত করা। কেননা, বিশেষ করে হজ্বের মৌসুমে পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে বাঁচা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। যদিও যায় তবে গাড়ী থেকেই দূর থেকে যিয়ারত করে নিবে, এটাই উত্তম।

মহিলারা মসজিদে নববী শরীফে ইতিকাফ করবে কিনা?

প্রশ্ন:- হারামাঈন তাইয়েবাঈন এর সম্মানিত দুটি মসজিদে মহিলাদের জন্য নিদিষ্ট অংশে ইসলামী বোন শেষের দশদিন ইতিকাফ করতে পারবে কি না?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

উত্তর:- করতে পারবে না।

প্রশ্ন:- তাহলে কি ভাড়াকৃত ঘরে ইসলামী বোন ইতিকাফ করে নিবে?

উত্তর:- ভাড়াকৃত বাসায় নামাযের জন্য কোন অংশকে নিদিষ্ট করার নিয়্যত করে নিবে। অতএব এখন এইস্থান তার জন্য "মসজিদে বাইত" রূপান্তরিত হয়ে গেছে, সেখানে ইতিকাফ করতে পারবে।

মহিলা সাহাবীয়াদের পর্দার অবস্থাদি

প্রশ্ন:- মহিলা সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ পর্দার অবস্থাদির উপর কয়েকটি হাদীসে মোবারক বর্ণনা করুন?

উত্তর:- মহিলা সাহাবীয়াদের পর্দা সম্পর্কিত ৯টি বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

(১) ইহরাম অবস্থায়ও চেহারার পর্দা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا বর্ণনা করেন: "আমরা **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে হজ্বের সফরে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, যখন আমাদের নিকট দিয়ে কোন আরোহী অতিক্রম করতো, তখন আমরা আমাদের চাদরকে আপন মাথা থেকে ঝুলিয়ে চেহারার সামনে করে নিতাম এবং যখন লোকেরা চলে যেতো তখন আমরা চেহারা খুলে নিতাম।" (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৩) আপনারা দেখলেন তো! ইহরাম অবস্থায় যেখানে চেহারায় কাপড় স্পর্শ **(Touch)** করা নিষেধ, সেই অবস্থায়ও সাহাবীয়াগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ আপন চেহারাকে অপরিচিত পুরুষ থেকে গোপন রাখার ব্যবস্থা করতেন, স্মরণ রাখবেন! ইহরাম অবস্থায় চেহারায় কাপড় স্পর্শ করা হারাম, সুতরাং তাঁরা এই সর্তকতার সাথে চেহারা ঢাকতেন যেন কাপড় চেহারাতে না লাগে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَاللہعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এ জায়গায় একথাটাও স্বরণ রাখার প্রয়োজন যে, সাহাবীয়াগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ সাধারণ অবস্থায়ও আপন চেহারাকে গোপন রাখতেন এবং অনেক কঠোর পর্দা করতেন, এই জন্যই তো হাদীসে পাকে ইহরাম অবস্থায় চেহারাকে গোপন না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। **"বুখারী শরীফে"** বর্ণিত আছে; **তাজদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "وَلَا تَنۡتَقِبِ الۡمَرۡاَۃُ الۡمُحۡرِمَۃُ وَلَا تَلۡبَسِ الۡقُفَّازَیۡنِ অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলা চেহারায় পর্দা করবে না এবং হাত মৌজাও পরিধান করবে না।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৮)

(২) মহিলা আনসারীর কালো চাদর

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন; "যখন কোরআনে মাজীদের এই আয়াতটি অবর্তীন হলো: یُدۡنِیۡنَ عَلَیۡہِنَّ مِنۡ جَلَا بِیۡبِہِنَّ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ নিজের মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে;) তখন আনছারদের মহিলাগন নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কালো চাদর দ্বারা নিজেকে গোপন করে নিতেন, তাদের দূর থেকে দেখে মনে হতো যে, সম্ভবত তাদের মাথার উপর কাঁক বসে আছে।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১০১)

(৩) লুঙ্গি ছিড়ে ওড়না বানিয়ে নিলেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন: যখন এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُیُوۡبِهِنَّ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং সে ওড়না নিজের কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখবে;) তখন নারীরা আপন লুঙ্গির চাদরগুলোকে কিনারা থেকে টুকরো টুকরো করলেন এবং তা দ্বারা নিজেদের চেহারা গোপন করলেন। (বুখারী, ৩য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৫৯)

(৪) পর্দার সাবধানতা! سُبۡحٰنَ الله!

আবুল কুয়াইছের স্ত্রী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا কে বাল্যকালে দুধপান করিয়েছিলেন, এ কারণে আবুল কুয়াইছ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা ছিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর দুধপিতা এবং আবুল কুয়াইছের ভাই আফলাহ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর দুধ চাচা। যখন পর্দার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আফলাহ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর নিকট আসতে চাইলে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا পর্দার সাবধানতা অবলম্বন করে নিষেধ করে দিলেন, সুতরাং "**বুখারী শরীফে**" বর্ণিত আছে: "হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বলেন: প্রথমে আমি **সরওয়ারে মদীনা মুনাওয়ারা, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট জিজ্ঞাসা করে নিই যে, দুধের সম্পর্কের কারণে আফলাহর সাথে আমার পর্দা রয়েছে কিনা। কেননা, আমি এটা মনে করি যে, দুধ তো আমি আবুল কুয়াইছের স্ত্রী থেকে পান করেছি, আফলাহর সাথে কিসের সম্পর্ক? তার উত্তরে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আয়েশা! আফলাহকে অনুমতি দিয়ে দাও, সে তোমার দুধ চাচা।"

(প্রাগুক্ত, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৯৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৫) ওড়না যেন পাতলা না হয়

হযরত সায়্যিদুনা দিহয়া বিন খলিফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতময় খিদমতে একবার মিসরের সাদা রঙ্গের পাতলা কাপড় নিয়ে আসা হলে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে একটি কাপড় আমাকে দান করলেন আর ইরশাদ করলেন: এটাকে দু'টুকরো করে একটি দিয়ে নিজের জামা ও অপরটি তোমার স্ত্রীকে দিবে, যা দ্বারা সে তার ওড়না বানিয়ে নিবে। বর্ণনাকারী বলেন: যখন আমি যেতে লাগলাম তখন **রহমতে আলম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এই কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ইরশাদ করলেন: তোমার স্ত্রীকে বলবে যে, তার নিচে যেন অন্য একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যেন ওড়নার নিচে কিছু দেখা না যায়। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১১৬)

(৬) পাতলা ওড়না ছিড়ে ফেললেন

একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর সম্মানিত খেদমতে তার ভাই হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কন্যা সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا উপস্থিত হলেন এবং তিনি পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এই (পাতলা) ওড়নাকে ছিড়ে ফেললেন এবং তাকে মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩৯)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণিত হাদীসে পাকের টীকায় বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

"অর্থাৎ ওড়নাকে ছিড়ে দুটি রুমাল বানিয়ে দিলেন যেন ওড়নার উপযোগী না থাকে, রুমালের কাজে আসে। সুতরাং এতে এই আপত্তি নেই যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এই সম্পদকে কেন নষ্ট করলেন?" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আরো বলেন: "এটা হলো আমলী প্রচার এবং মেয়েদের সঠিক প্রশিক্ষন ও শিক্ষা। এই ওড়না দ্বারা মাথার চুল দেখা যাচ্ছিল, পর্দা অর্জিত হচ্ছিল না, এজন্য এই কাজটি করলেন।"

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ এর যুগে পর্দা স্বাধীন মুসলমান নারীদের নিদর্শন ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খায়বর (একটি জায়গার নাম) ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে তিন দিন অবস্থান করলেন। সেই মুহুর্তে হযরত সাফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে আপন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অতঃপর সফর চলাকালীন সময়ে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن ওলীমার দাওয়াত করলেন, তাতে রুটি ও মাংসের কোন ব্যবস্থা ছিলো না, অথচ তিনি দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাতে খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো, এ সবকিছুই ওলীমা ছিলো, কিন্তু তখন সাহাবায়ে কিরামদের رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن নিকট একথাটি স্পষ্ট ছিলো না যে, হযরত সাফিয়াকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন নাকি দাসী বানালেন (কেননা তিনি খায়বরের যুদ্ধোপরাধীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) তারা তাদের এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যদি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে পর্দা করতে বলেন, তাহলে বুঝবো যে, তিনি তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর যদি পর্দা না করান তবে বুঝবো যে, দাসী বানিয়েছেন। যখন কাফেলা রওয়ানা হলো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পিছনে হযরত সাফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর জন্য স্থান নির্ধারন করলেন এবং তাঁরও লোকদের মধ্যখানে পর্দার অন্তরাল করে দিলেন।

(বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৫৯)

(৮) সর্বাবস্থায় পর্দা

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এর সন্তান যুদ্ধে শহীদ হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا এ ব্যাপারে জানার জন্য ঘোমটা দিয়ে পর্দা সহকারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এতে কেউ আশ্চর্য হয়ে বললো: এই অবস্থায়ও আপনি ঘোমটা দিয়ে রেখেছেন? তিনি বললেন: "নিশ্চয় আমি সন্তান হারিয়েছি কিন্তু লজ্জা তো হারায়নি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৮)

(৯) স্ত্রী ঘর থেকে কেন বের হলো!

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একজন নওজোয়ান সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নতুন বিয়ে হয়েছিল। একদা তিনি যখন বাহির হতে ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঘরের বাইরের দরজায় দাঁড়ীয়ে আছে। তিনি খুবই অসন্তুষ্ট অবস্থায় তার স্ত্রীর দিকে তেঁড়ে আসলেন, স্ত্রী ভয়ে পিছিয়ে গেলো এবং ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠে বললো:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

“হে আমার মাথার মুকুট! আমাকে প্রহার করবেন না। আমি নির্দোষ! ঘরে প্রবেশ করে দেখুন, আসলে আমাকে কোন জিনিসটি দরজায় আসতে বাধ্য করেছে!” এরপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখলেন: একটি ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বিছানায় বসে আছে। তিনি অস্থির হয়ে বর্শার আঘাত করে সেটাকে বর্শাতে বিদ্ধ করলেন। সাপটি আঘাত খেয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসলো আর তাঁকে দংশন করে বসলো। আহত সাপটি ছটফট করতে করতে মারা গেলো আর সেই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও সাপের বিষের প্রভাবে শাহাদাতের অমিয় সূধা পান করলেন ।

(সহীহ্ মুসলিম, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৬)

নারীকে উত্যক্ত করায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো

সেই পবিত্র যুগের মুসলমানদের ঈমানের গভীরতার অবস্থা এই ঘটনা থেকেও অনুমান করতে পারেন, যা আল্লামা ইবনে হিশাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **“আসসিরাতুন নববীয়া”** নামক কিতাবে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন: “**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে একজন মুসলমান নারী ঘোমটা দিয়ে নিজের কিছু জিনিস পত্র বিক্রি করার জন্য “বনি কায়নুকা”র বাজারে গেলো। সে তার জিনিস পত্র বিক্রি করে এক ইহুদি স্বর্নকারের দোকানে এসে বসলো। ইহুদি তার কথার মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করলো যে, সেই মহিলা যেন চেহারা থেকে ঘোমটা সরিয়ে নেয়। কিন্তু সেই মহিলা তাতে অস্বীকার করলো। অতঃপর ইহুদি সেই মহিলার সাথে খারাপ আচরণ করতে লাগলো, তা দেখে ইহুদিরা অট্টহাসি দিতে লাগলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

সেই মহিলা উচ্চ আওয়াজে ফরিয়াদ করলো। তখন একজন মুসলমান সেই ইহুদির উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দিলো। বাজারের ইহুদিরা একত্রিত হয়ে গেলো এবং সেই মুলমানকে শহীদ করে দিলো এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিলো। যাকে “বনু কায়নুকার যুদ্ধ” নামে স্মরণ করা হয়।”

(আসসিরাতুন নববীয়া লিইবনি হাশশাম, ৩য় খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা)

ইহুদ ও নাসারা কো মাগলোব কর দে,
হো খতম উন কা জোর ও সিতম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলা ও শপিং সেন্টার

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কেনাকাটা করার জন্য শপিং সেন্টারে যেতে পারবে কিনা?

উত্তর:- আজকাল শপিং সেন্টারগুলোর অধিকাংশই নির্লজ্জতায় ভরা গুনাহের পরিবেশ হয়ে থাকে, আর মহিলারা হলো স্পর্শকাতর। তাদের জন্য সেখান থেকে দূর থাকাতেই মঙ্গল রয়েছে, আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “মহিলারা হলো মোমের মতো বরং আলকাতরার পুটলী বা বারুদের শিশি, আগুনের সামান্য স্পর্শ পেলেই ভয়ঙ্কর হতে পারে। তারা জ্ঞানেও অসম্পূর্ণ এবং মূলে বাঁকা আর যৌন উত্তেজনায় পুরুষের তুলনায় একশো গুন বেশি হয়ে থাকে।” **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২২ তম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো!

ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ (ওফাত ৭৪৮ হিঃ) লিখেন: "কথিত আছে; নারী হলো, লুকানোর বস্তু সুতরাং তাকে ঘরে বন্দী করে রাখো। কেননা, নারী যদি কোথাও বের হয় তখন তাকে তার পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করে: কোথায় যাচ্ছো? সে উত্তর দেয়: আমি রোগীর শশ্রুষা করতে যাচ্ছি, তখন শয়তান সর্বদা তার সাথে লেগে থাকে, যতক্ষণ না সে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আর মহিলাদের (রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদি কোন নেক কাজই) **আল্লাহ্ তাআলা**র সেই সন্তুষ্টি অর্জন হতে পারে না, যা সে ঘরে বসে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত ও (জায়েয কার্যাদিতে) স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে।" (কিতাবুল কাবাইর, ২০৩ পৃষ্ঠা)

ঘরের পণ্য সামগ্রী যেন পুরুষেরাই আনে

প্রশ্ন:- আজকাল সাধারণত অধিকাংশ স্বামী বা মাহরাম ঘরের পণ্যসামগ্রী আনতে অলসতা করে এজন্য অধিকাংশ নারীরাই মাংস, মাছ, সবজি, কাপড় ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে যায়, এটা কি জায়েয? স্বামী ও মাহারিমও এর দ্বারা গুনাহগার হবে কি না?

উত্তর:- যদি পুরুষ শুধুমাত্র অলসতার কারণে ঘরের পণ্যসামগ্রী না আনে, তবে এটা অনেক মারাত্মক অসবধানতা। কেননা, এখন তার স্ত্রী অথবা মাহারামা অর্থাৎ মা, বোন অথবা কন্যা বাহিরে পর-পুরুষ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ঘরের বাহিরে বের হবে, যদিওবা নারীদের জন্য বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ নয়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

তবে বর্তমানে নির্লজ্জতার যুগ চলছে এবং বর্তমানে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে কেইবা অবগত নয়! বর্তমান যুগের বাজারে যদি পর্দানশীন নারীও যায় এবং কোন গুনাহ করা ব্যতিত ফিরে আসাটা খুবই কঠিন কাজ। আর যদি নারী বেপর্দা হয়ে অর্থাৎ মাথার চুল, কান, গলা ইত্যাদি সতরের কোন অংশ খুলে বাজারে যায় অথবা যুবতী নারী ফিতনা সৃষ্টিকারী তার বাহিরে বের হওয়াতে ফিতনা জন্ম দেবে এবং পুরুষ নিষেধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিষেধ না করে, তবে উভয় অবস্থায় এমন পুরুষ ‘দাইয়্যুস’ বলে গন্য হবে এবং সেই নারী ‘ফাসিকা’ (পাপিষ্টা) হিসিবে গন্য হবে। যদি হাজারো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুরুষ না যায় এবং দৈনন্দিন পণ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করার অন্য কোন উপায় না থাকে উদাহরন স্বরূপ; কোন কুৎসিত বুড়ি অথবা ফোনের মাধ্যমেও এই কাজ না হয়, তাহলে এমতাবস্থায় মহিলা এই কাজের জন্য শরয়ী পর্দাসহকারে বের হবে। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“ফতোওয়ায়ে রযবীয়া”** এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৮৭ ও ৪৮৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন: “যার স্ত্রী বেপর্দা হয়ে বাহিরে চলাফেরা করে যে, বাহু বা গলা অথবা পেট কিংবা মাথার চুল অথবা পায়ের গোড়ালী মোটকথা যেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরয, তা খোলা থাকে অথবা এতো পাতলা কাপড় হয় যা দ্বারা শরীরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় এবং (পুরুষ) এই অবস্থাদির উপর অবগত থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে (নারীকে) নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বাঁধা না দেয় বা কোন ব্যবস্থা না করে, তাহলে সেও ফাসিক (পাপী) ও দাইয়্যুস বলে বিবেচিত হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (এক) মা বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী, (দুই) দাইয়্যুস ও (তিন) পুরুষের আকৃতি ধারনকারী মহিলা।" (আল মুসতাদরিক, ১ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫২) দুররে মুখতারে বর্ণিত রয়েছে: "যে নিজের স্ত্রী অথবা নিজের কোন মাহরামকে পর্দার মধ্যে রাখে না, সে দাইয়্যুস।" (দুররে মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: "অনূরূপভাবে মহিলা যদি যুবতী ও ফিতনার পাত্রী হয় এবং তার বাইরে ঘুরাফেরা করার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি হয়। আর সে (স্বামী) অবগত হওয়ার পরেও বাঁধা প্রদান করে না, তাহলে তো প্রকাশ্য দাইয়্যুস, যদিওবা পুরো সতর ঢেকেই বাইরে বের হয়। এ সমস্ত লোকদের ইমাম বানানো গুনাহ ও তাদের পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী, যা হারামের নিকটবর্তী, তাদের পিছনে নামায আদায় না করা উচিত। যদি আদায় করে নেয় তাহলে পুনরায় আদায় করা আবশ্যক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৭, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের টেক্সিতে চলাফেরার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ- ইসলামী বোনেরা না-মাহরাম ড্রাইভারের সাথে রিক্সা, কার, অথবা টেক্সিতে স্বামী ব্যতিত অথবা নির্ভরযোগ্য কোন মাহরাম ব্যতিত একা চলাফেরা করা কেমন?

উত্তরঃ- এখানে দুটি কথা জানা খুবই জরুরী! প্রথমতঃ মহিলার জন্য পর-পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করা হারাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সাবধান কোন পুরুষ যখন কোন পর-নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে, তখন তৃতীয়জন শয়তান হয়ে থাকে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১৭২) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের টীকায় "**মিরআত**" এর ৫ম খন্ডের ২১ নং পৃষ্ঠায় বলেন: "যখন কোন ব্যক্তি পর-নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে, যদিওবা তারা পুতঃপবিত্র হয় ও কোন ভাল উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় (কিন্তু) শয়তান তাদের উভয়কে অবশ্যই খারাপ কাজে উৎসাহিত করবে এবং উভয়ের অন্তরে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। আশংকা রয়েছে যে, যিনা করিয়ে দেয়ার! এজন্য এমন একাকীত্বে সতর্ক থাকা উচিৎ, গুনাহের সম্ভাবনা থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। জ্বর কমানোর জন্য, সর্দি ও কাশিকেও বন্ধ করো।" (মিরআত)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের টীকায় বলেন: "যখন মহিলা কোন পর-পুরুষের সাথে একাকি মিলিত হয়, তখন শয়তানের জন্য তা একটি সুবর্ণ সুযোগ। সে তাদের অন্তরে নোংরা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে দেয়, তাদের উত্তেজনাকে প্রজ্জলিত করে তোলে, লজ্জা পরিত্যাগ করার ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে।" (ফয়যুল কাদির শরহুল জামিউ সগির, ৩য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীসের টীকা ২৭৯৫) জানা গেলো; পর-পুরুষ ও মহিলা কখনোও একাকী মিলিত হওয়া জায়েয নেই। এই অবস্থায় (শুধু) গুনাহের কুমন্ত্রণাই নয় অপবাদ লাগার বরং যা না হওয়ার, তাও সংগঠিত হওয়ার আশংকা থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

দ্বিতীয়ত: নিজেকে বিপদ ও ফিতনা থেকে বাচাঁনো ইসলামী বোনদের জন্য আবশ্যক। অতএব বিপদ ও ফিতনা সমূহের আশংকার কোন সীমা নেই। না মাহরাম তো দুরের কথা মাহরামের সাথেও বিপদের সম্ভাবনা থাকে। শুধু একাকীত্বেই নয় সমাগমের মাঝেও বিপদ সংগঠিত হয়ে যায়। ইসলামী বোনের জন্য পর-পুরুষ ড্রাইভারের সাথে টেক্সিতে একাকী বসাতে যদিওবা একাকী অবস্থান করার হুকুম কার্যকর হবে না, কিন্তু এই অবস্থাটিও একাকী অবস্থানের সাথে সাদৃশ্যতা অবশ্যই রাখে এবং টেক্সি ইত্যাদি আবদ্ধ গাড়িগুলোতে বিপদের আশংকা কিছুটা বেশি থাকে। ড্রাইভারদের মাধ্যমে টেক্সির যাত্রীদের অপহরন করার ঘটনাও হতে থাকে। যখন ড্রাইভারদের ব্যাপারে কোন জানাশুনা না থাকে যে, সে কে? কোথায় থাকে? এবং কেমন লোক? সাধারণতঃ বড় শহরগুলোতে ড্রাইভারদের সম্পর্কে জানাশুনা খুবই কম থাকে। প্রকৃতপক্ষে মহিলারা দুর্বলজাতি এবং সাধারণত পুরুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে এবং আজকাল পরিস্থিতি এতো নাজুক হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ লোক শুধুমাত্র এজন্যই গুনাহ করে না যে, তা তাদের ক্ষমতার মধ্যে নেই। নতুবা হলে যখনই সুযোগ হাতে আসে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমন দুরাবস্থায় ইসলামী বোনদের করণীয় হলো; তারা যেন নিজেই সাবধানতা অবলম্বন করে আর সাবধানতা হলো যুবতী মহিলারা যেন কখনোও শহরের ভেতরেও রিক্সা, কার ও টেক্সিতে মাহরাম অথবা বিশ্বস্থ মহিলা ব্যতিত সফর না করে। এছাড়া ফিতনার আশংকা যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সাবধানতার প্রয়োজনীয়তাও তত বৃদ্ধি হতে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

প্রশ্ন:- যদি গাড়ি চালক কোন বিশ্বস্থ নিকটাত্মীয় হয়, তবে ইসলামী বোনেরা কী শহরের ভেতর টেক্সি অথবা কার যোগে তার সাথে প্রয়োজনবশতঃ কোথাও যেতে পারবে?

উত্তর:- ইসলামী বোনের জন্য প্রয়োজনবশতঃ কোন বিশ্বস্থ না-মাহরাম নিকটাত্মীয়ের সাথে শহরের ভেতর টেক্সি অথবা কার যোগে একাকী সফর করা জায়িয। কিন্তু এমতাবস্থায় মহিলা যুবতী হলে, তবে তার অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। চেষ্টা করবে যে, না-মাহরাম নিকটাত্মীয়ের সাথেও যেন মাহরাম অথবা কোন বিশ্বস্থ মহিলা ব্যতিত না যায়। কিন্তু যদি নিকটাত্মীয় বিশ্বস্থ হয় এবং শহরের ভেতর প্রয়োজনবশতঃ যেতেও হয় তবে পুরিপূর্ণ পর্দা সহকারে যাবে এবং কখনোও অমনোযোগি হবে না। যদি কোন নিকটাত্মীয় এমন থাকে, যে লম্পট ধরনের, মেলামেশার অভ্যাস রাখে তাহলে তার সাথে কখনোও যাবে না।

প্রশ্ন:- একাধিক পর্দানশীন ইসলামী বোন একত্রিত হয়ে পর-পুরুষ ড্রাইভারের সাথে টেক্সি ইত্যাদিতে চলাফেরা করতে পারবে কি না?

উত্তর:- একাধিক ইসলামী বোন একত্রিত হয়ে এবং তাও শহরের ভেতরে সফর করতে বিপদের আশংকা নিশ্চয় কম থাকে। কিন্তু জনসমাগম ও নির্জন স্থান তাছাড়া এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে বিপদের আশংকা কম বা বেশির পার্থক্য করা যায়। কিছু এলাকা এমন হয় যেখানে ইসলামী বোন তো দুরের কথা স্বয়ং ইসলামী ভাইও যাতায়াত করতে ভয় করে। এজন্যই ইসলামী বোনদেরকে একত্রিত হয়ে সফর করাতেও অনেক চিন্তা ভাবনা করে নেয়া উচিত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রশ্ন:- টেক্সিতে একজন ইসলামী বোনের সাথে তার স্বামী অথবা এক বা একাধিক মাহরাম হয় এবং অতিরিক্ত দু'একজন ইসলামী বোনও যদি সাথে যায় তাহলে?

উত্তর:- সাথে যাওয়া ইসলামী বোন যদি পর্দার সকল বিধিবিধান সহকারে বের হয় এবং যেই ইসলামী বোনের সাথে যাবে, সে এবং তার স্বামী অথবা মাহরাম যদি বিশ্বস্থ হয়। তাদেরকে সেই ইসলামী বোন ও তার পরিবারের সদস্যরা ভাল ভাবে জানে এবং বিশ্বস্থ মনে করে। তবে শহরের ভেতর তাদের সাথে কার, অথবা টেক্সি ইত্যাদিতে সফর করতে পারবে। কিন্তু বসার সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী বোন কোন পর-পুরুষের সাথে কখনোও বসবে না। এমতাবস্থায় হয়তো অপরিচিত ইসলামী ভাইয়ের আসন আলাদা হবে অথবা মধ্যখানে অপরিচিত ইসলামী ভাইয়ের স্ত্রী কিংবা মাহারিমা বসবে।

মহিলার ঘরের কর্মচারীর সাথে সংকোচহীনতার বিধান

প্রশ্ন:- ঘরের কর্মচারী অথবা দারোয়ানের সাথে ইসলামী বোন হেসে হেসে নিঃসংকোচে কথা বলতে পারবে কি? ঘরের কর্মচারী অথবা ড্রাইভারের সাথে কী মহিলার পর্দা নেই?

উত্তর:- ঘরের দারোয়ান, কর্মচারী, ড্রাইভার অথবা বাগানের মালি যদি পর-পুরুষ হয়, তবে তাদের সাথেও পর্দা রয়েছে। তাদের সাথে নিঃসংকোচে হেসে হেসে কথা বলা, তাদের থেকে শরয়ী পর্দা না করা হারাম ও জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যদি স্বামী জানে, কিন্তু তারপরও বাঁধা না দেয়, তাহলে সে "দাইয়্যুস" এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তির উপযোগী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যদি ঘরের কর্মচারী ১২ বছরের ছেলে হয় তখনও ইসলামী বোনদের তার সাথে পর্দা করা উচিত। কেননা, এখন সে বালিগের নিকটবর্তীর হুকুমে রয়েছে।

ইসলামী বোন ও আল্লাহ্র রাস্তায় সফর

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করতে পারবে?

উত্তর:- ইসলামী বোনেরা মাহরাম বা স্বামীর সাথে সফরে যেতে তো পারবে, কিন্তু **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকালীন সময়ে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মহিলাকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করার ব্যাপারে একটি প্রশ্নের উত্তরে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "একজন মহিলাকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করা কথাটি খুবই জটিল। মহিলাটি কেমন, কেন সাথে নিয়ে ঘুরছে, সেবিকা হিসেবে, না স্ত্রী হিসেবে অথবা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) ভুল পদ্ধতিতে এবং সেবিকা হলে কি যুবতী নাকি কামভাবের সীমা অতিক্রমকারীনী বৃদ্ধা মহিলা এবং তার দ্বারা কি শুধু পাকানো ইত্যাদি সামান্যতম সেবা নেয় নাকি একাকী মিলিতও হয় এবং স্ত্রী হলে পর্দার মধ্যে রাখে নাকি বেপর্দা নিয়ে চলাফেরা করে? যদি কামভাবের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে বৃদ্ধা হয় বা যুবতী হয় এবং তার দ্বারা সামান্য সেবা গ্রহণ করে এবং সাথে আরো লোকও আছে যে একাকী মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই বা স্ত্রী এবং তাকে পর্দা সহকারে রাখে তবে সমস্যা নেই।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সুতরাং যদি কোন ইসলামী বোন মাহরাম অথবা স্বামীর সাথে **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় সফর করে, তবে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরী, প্রথমটি হচ্ছে পর্দার ব্যাপারে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পর-পুরুষের সাথে একাকীত্বে অবস্থান না করার, তৃতীয়টি হচ্ছে সফররত অবস্থায় ইসলামী বোন যেন কোন পর-পুরুষের বাড়িতে অবস্থান না করে। অর্থাৎ সেখানে যেন কোন পর-পুরুষ না থাকে অথবা সেই বাড়ি যেন খালি হয় অথবা সেখানে কোন বিশস্ত নারী থাকে, তাহলে সেখানে থাকতে পারবে।

মাদানী কাফেলার ৬টি বাহার

ইসলামী বোনেরা! শরয়ী পর্দার উপর স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের ও মদীনার দিওয়ানীদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য মাদানী কাফেলার সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার অসংখ্য বাহার রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ; ফ্যাশন পূঁজা, নির্লজ্জতা ও নগ্নতায় ভরা সমাজের উড়নচন্ডী অগণিত ইসলামী বোন গুনাহের গহ্বর থেকে বের হয়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও শাহাজাদীয়ে কাওনাঈন বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ দের ভক্ত হয়ে গেছে, যে বেনামাযী ছিলো, নামাযী হয়ে গেছে। গলায় চাদর ঝুলিয়ে শপিং সেন্টার ও পার্কে ঘোরাঘুরিকারানী, নাইট ক্লাব ও সিনেমা হলের সৌন্দর্য বর্ধনকারীনীদের কারবালার সম্মানিতা নারীদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ লজ্জা শীলতার সেই বরকত নসীব হয়েছে যে, মাদানী বোরকা তাদের পোশাকের অংশ হয়ে গেছে এবং তারা এই মাদানী উদ্দেশ্যকে আপন করে নিয়েছে যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক সময় **আল্লাহ্ তাআলার** দানক্রমে ঈমান তাজাকারী বাহার প্রকাশ পায়। যেমন; অসুস্থদের আরোগ্য লাভ, সন্তানহীনদের সন্তান লাভ, বিপদ গ্রস্থদের মুক্তি লাভ ইত্যাদি। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ৬টি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি;

(১) কিডনীর ব্যথা দূর হয়ে গেলো

হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: আমার কিডনীতে এতো ব্যথা হতো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ২টি ইনজেকশন না দেওয়া হতো ব্যথা কমতো না। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এলাকায় ইসলামী বোনদের একটি মাদানী কাফেলা আসলো। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় আমি তাদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমার কিডনীর ব্যথা শুরু হয়ে গেলো এমনকি রাত হয়ে গেলো, যখন খাবার সামনে আনা হলো দেখলাম সেখানে ভাত, আমি ভয় পেয়ে গেলোাম যে, যদি ভাত খাই তবে ব্যথা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, অতঃপর আমি ভাবলাম বরকতের জন্য খেয়ে নিই, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিছু হবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ খাবার খাওয়ার পর আমার ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে একেবারে দূর হয়ে গেলো।

দরদ গুরদে মে হে ইয়া মাছানে মে হে,
উস কা গম মত করে কাফিলে মে চলো।
মানফায়াত আখিরাত কে বানানে মে হে,
ইয়াদ উসকো রাঁখে কাফিলে মে চলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

প্যারালাইসিস থেকে সাথে সাথেই আরোগ্য

এ ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**ফয়যানে সুন্নাত**" এর ৩৯৭ নং পৃষ্ঠার রয়েছে: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনে সম্মিলিত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে ইতিকাফ কারীদেরকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমাজের অনেক বিভ্রান্ত মানুষ ইতিকাফের সময় গুনাহ থেকে তাওবাকারী হয়ে নতুন পবিত্র জীবন শুরু করে। অনেক সময় **রব্বে কায়িনাত** এর দানে ঈমান তাজাকারী নিদর্শনও প্রকাশ পায়। যেমনিভাবে- ১৪২৫ হিজরী রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে প্রায় ২০০০ ইতিকাফকারী ছিলো। তাতে জেলা চাকওয়াল, পাঞ্জাব এর ৭৭ বছর বয়সী প্রবীণ হাফিয মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ইতিকাফকারী হলেন। হাফিয সাহিবের হাত ও জিহ্বা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ছিলো ও শ্রবণ শক্তিও কম ছিলো। তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একবার ইফতার খাওয়ার সময় সুধারণার কারণে এক মুবাল্লিগ থেকে খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খেলেন। তার কাছ থেকে ফুঁকও গ্রহণ করলেন। ব্যস, তাঁর সুধারণা কাজ করে দেখালো। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের জোয়ার এলো। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে শিফা দান করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর প্যারালাইসিস দূর হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তিনি হাজার হাজার ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিতে ফয়যানে মদীনার মেহরাবে দাঁড়িঁয়ে অপরিসীম বিশ্বাসে নিজের শরীর সুস্থতার দিকে যাওয়ার সুসংবাদ শুনালেন। এ প্রাণবন্ত সুসংবাদ শুনে চতুর্দিকে **আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্** এর ভাবাবেগপূর্ণ যিকির শুরু হলো। তখনকার দিনের কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকায় এ আনন্দদায়ক খবরটি ছাপানো হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কায়্যুম,
দো-নো জাহা মে মাচ্ যা-য়ে ধূম,
ইছপে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা,
ইয়া আল্লাহ্! মেরি ঝোলি ভরদে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ব্ল্যাড প্রেশারের রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো; আমার ব্লাড প্রেশার সর্বদা লো (**Low**) থাকতো, কিন্তু যখন থেকে ইসলামী বোনদের মাদনী কাফেলায় সফর করেছি। আমি এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

হাই **B.P.** হো গর ইয়াকে **Low** হো মাগার,
ফিকর হি মত কঁর কাফিলে মে চলো।
রব কে দর পর জুঁকে ইলতিজায়ে করেঁ,
বাবে রহমত খুলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

১০০টি ঘর থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়

ইসলামী বোনেরা! মাদানী কাফেলা তো মাদানী কাফেলাই, এতে উত্তম সঙ্গ এবং তার বরকতই বরকত। **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দেনীদের এবং **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের ও মদীনার দিওয়ানিদের নৈকট্যের কথা কি আর বলবো! নেককারদের নৈকট্য ও প্রতিবেশিত্ব অবশ্যই অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তার বরকতে দুনিয়াবী বিপদাপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় এবং আখিরাতের উপকারও অর্জিত হয়। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী **নবীদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোমুগ্ধকর বাণী হচ্ছে: "**আল্লাহ্ তাআলা** নেক মুসলমানের কারণে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে ১০০টি ঘর থেকে বিপদ দূর করে দেন।"

(আল মু'জামুল আওসাত, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮০)

(৩) শান্তির ঘুম

একজন ইসলামী বোনের (বয়স প্রায় ৫৫ বছর) বর্ণনা কিছুটা এরকম: আমার পায়ে ব্যথা করতো যার কারণে আমি পুরো রাত শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম না। যদি একটু চোখ বন্ধ হতো তবে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম যার কারণে আমি অস্থির হয়ে উঠে বসে পড়তাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম, রাতে যখন বিশ্রামের বিরতি হলো তখন আমার এমন শান্তিময় নিদ্রা এলো যে, সম্ভবত এমন নিদ্রা গত কয়েক বছরেও আসেনি। এ সবকিছুই হলো; মাদানী কাফেলার বরকত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

উসকি কিসমত পে ফিদা তকতে শাহি কি রাহাত,
খাকে ত্বয়বা পে জেয়সে চেয়ন কি নিন্দ আয়ি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে, যেমন; ১৩ পারা সূরা রা’দ এর ২৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

(পারা: ১৩, সূরা: রা’দ, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর **আল্লাহ্**র স্মরণে প্রশান্তি পায়; শুনে নাও, **আল্লাহ্**র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় অধিক পরিমাণে নেক বান্দাদের আলোচনা করা হয় এবং যেখানে সালেহীন ও সালেহাত অর্থাৎ বুযুর্গ ও পবিত্র রমনীদের আলোচনা করা হয়, সেখানে **আল্লাহ্ তাআলার** অগণিত রহমত বর্ষণ হয়। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:

“عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেক বান্দাদের আলোচনার সময় **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হয়।” (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৭৫০) অতএব যেখানে রহমত অবতীর্ন হয় সেখানে শান্তি কেন পাওয়া যাবে না! যদি রহমতের বারিধারায় শান্তি ও আরাম পাওয়া না যায়, তবে কোথায় পাওয়া যাবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বর্ণিত “মাদানী বাহার”এ ভয়ঙ্কর স্বপ্নেরও আলোচনা হয়েছে অতএব তার একটি মাদানী চিকিৎসা উপস্থাপন করছি। **দা’ওয়াতে ইসলামী** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**মাদানী পাঞ্জেসূরা**” এর ২৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: يَا مُتَكَبِّرُ প্রতিদিন ২১বার পড়ে নিন, ভীতিকর স্বপ্ন দেখলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ভয় পাবেন না। (চিকিৎসার মেয়াদ: সুস্থ হওয়া পর্যন্ত)।

পাও মে দরদ হো যন হো ইয়া মরদ হো, কাফিলে মে চলে কাফিলে মে চলো।
লুট লেঁ রহমতেঁ খুব লে বরকতেঁ, খোয়াব আচ্ছে দেখে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) ঘাড়ের ব্যথা দূর হয়ে গেলো

গুটকি (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী বোনের বর্ণনা যে, দেড় মাস ধরে আমার ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যাথা, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু স্থায়ী সমাধান পাইনি। যখন আমি তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের ও মদীনার দিওয়ানিদের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম তখন অন্যান্য বরকতের পাশাপাশি আমার ঘাড়ের ব্যথার দূর হয়ে গেলো।

দরদ গর্দান মেঁ হো ইয়া কাঁহী তন মে হো, দরদ সারে মিটেঁ কাফিলে মে চলো।
কর সফর আয়েঙ্গি তো সুধার জায়েনঙ্গি, আব না সুসতি না করে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

অন্ধ ছেলের বিস্ময়কর কাহিনী

ইসলামী বোনেরা! মাদানী কাফেলার বরকত সমূহ মারহাবা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যেখানে মাদানী কাফেলার মুসাফিরার ঘাড়ের ব্যথা দূর হয়ে যায়। এসখানে এ মাদানী ফুলটি সংরক্ষণ করার মতো আর তা হলো; ধরে নিন, এই মাদানী কাফেলায় কারো ব্যথা দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যদি কারো সাথে এরূপ হয়ে থাকে তবে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে কখনোও মাদানী কাফেলার প্রতি নিরাশ না হয়। মু'মিনের সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। নিশ্চয় তার ইচ্ছা ও হিকমত আমাদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারবে না। সুস্থতা দেয়ার মধ্যেও তার হিকমত, রোগ বৃদ্ধি হয়ে যাওয়াতে তার কল্যাণ। কাউকে চোখের আলো দান করাতেও তার রহস্য, কাউকে অন্ধ রাখার মধ্যে কল্যাণ। এ ব্যাপারে এক অন্ধ ছেলের বিস্ময়কর কাহিনী উপস্থাপন করছি। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**আঁসুওয়োঁ কা দরিয়া**” এর ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একটি নদীর পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন কিছু ছেলেদেরকে সেখানে খেলতে দেখলেন, তাদের মধ্যে একটি অন্ধ ছেলেও ছিলো, যাকে তারা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ডানে বামে পালিয়ে যেতো এবং সে তাদেরকে খুজঁতে থাকতো কিন্তু সফল হতো না। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তার সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এই ছেলেটির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করলেন, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যখন সে চোখ খুললো এবং ছেলেদেরকে দেখলো তখনই একটি ছেলের কাছে গেলো এবং তাকে একেবারে ঝাপটে ধরলো। অতঃপর তাকে পানিতে এতক্ষন ডুবিয়ে রাখলো যে, সে মৃত্যুবরণ করলো। অতঃপর লাফ দিয়ে দ্বিতীয়জনকে ধরলো এবং তাকেও পানিতে এমনভাবে ডুবাতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত মরেই গেলো! এ অবস্থা দেখে অবশিষ্ট ছেলেরা পালাতে লাগলো, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এ অবস্থা দেখে খুবই হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং আরয করলেন: “**হে আল্লাহ্! হে আমার মালিক ও মওলা!** তুমি তার জন্ম সম্পর্কে ভাল করে অবগত। এই ছেলেকে পুর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও।” তখন **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরন করলেন: “আমি তোমার চেয়ে অধিক জানি।” তখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সিজদায় পড়ে গেলেন। (আঁসুওয়োঁ কা দরীয়া, ২৫২ পৃষ্ঠা)

(৫) আমার বমি হয়ে যেতো

গুটকি (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এমন: আমার টাইফয়েড হয়েছিল। যার কারণে আমার হজম শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যখনই আমি খাবার খেতাম সাথে সাথে বমি হয়ে যেতো। যখন আমি ইসলামী বোনদের সাথে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলার সফর করলাম এবং সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেলাম তখন না আমার বমি হলো, এবং না পেটে ব্যথা হলো। আমি এই বরকত দেখে নিয়্যত করলাম যে, আগামীতে নিজেও মাদানী কাফেলায় সফর করবো এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী বোনকেও মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গরহে দরদে শিকম মত করে উস কা গম,
সাথ মাহরাম কো লে কফিলে মে চলো।
তংদস্তি মিঠে দূর আ'ফত হটে,
লেনে কো বরকঁতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! সুন্নাত তো সুন্নাতই। এতে বরকত হবেই না কেন! আর সুন্নাতও যখন সুন্নাতের প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায়, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকাদের ও মদীনার দিওয়ানিদের সংস্পর্শে থেকে আদায় করা হয়, তাহলে তো এর শানও অপরূপ হবে। আমদেরও যেন প্রতিটি কাজে সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ অর্জন হয়।

মুহাম্মদ কি সুন্নাত কি উলফত আতা কর,
মেঁ হো জাও উন পর ফিদা ইয়া ইলাহী!
মে সুন্নাত কি ধূমেঁ মাচাতি রহো কাশ,
তো দিওয়ানি এ্য'সি বানা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) হারানো স্বর্ণের কানফুল পাওয়া গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো; আমার স্বর্ণের একটি কানফুল হারিয়ে গেলো। তিনদিন পর্যন্ত অনেক খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। অতঃপর যখন আমাদের এলাকায় ইসলামী বোনদের মাদানী কাফেলা আগমন করলো, তখন আমি দোয়া করলাম:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হে আল্লাহ্! মাদানী কাফেলার বরকতে আমার হারানো স্বর্ণের কানফুল ফিরিয়ে দাও, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই দোয়ার ফলে আমার স্বর্ণের কানফুল অতি সহজে পাওয়া গেলো এবং আশ্চর্যজনক বিষয় হলো; যেখানে স্বর্নের কানফুলটি পেয়েছি, সে জায়গায় ইতিপূর্বে অনেকবার খুঁজেছি! এই বরকত দেখে আমি মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম।

খো গেয়ে জেওরাত আয়েঁ ফেলা কে হাত, আরয হক সে করে কাফিলে মে চলো।
গম কে বাদল ছুঁটে দিল কি কালিয়াঁ খিলেঁ, দর করম কে খুলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতেরও কি অপরূপ শান!

ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে স্বর্ণের হারানো কানফুল পাওয়া গেলো! এটা তো দুনিয়ার একটি নগন্য বস্তু। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরকারী ও সফরকারীনীদের জান্নাতও অর্জিত হবে। আর سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জান্নাতেরও কি অপরূপ শান! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বেহেশতের কুঞ্জি"** এর ১৫ থেকে ১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: "জান্নাতে মিষ্টি পানি, মধু, দুধ ও অমীয় সূধার নদী প্রবাহিত রয়েছে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫৮০) যখন জান্নাতিরা পানির নদী থেকে পানি পান করবে তখন এমন দীর্ঘায়ু অর্জিত হবে যে, তার কখনোও মৃত্যু আসবে না। আর যখন দুধের নদী থেকে পান করবে তখন তার দেহে এমন শক্তি অর্জিত হবে যে, সে কখনোও দুর্বল হবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আর যখন মধুর নদী থেকে পান করবে তখন তার এমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতা অর্জিত হবে যে, সে কখনোও অসুস্থ হবে না। আর যখন অমীয় সূধার নদী থেকে পান করবে তখন এমন আনন্দ ও প্রফুল্লতা অর্জিত হবে যে, সে আর কখনোও চিন্তাগ্রস্থ হবে না। এ চারটি নদী একটি হাওযে গিয়ে যুক্ত হচ্ছে যার নাম **হাওযে কাউসার**। এটাই **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই **হাওযে কাউসার,** যা বর্তমানে জান্নাতের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত করা হবে। যেখানে **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাওয থেকেই আপন উম্মতদেরকে পরিতৃপ্ত করবেন।

(রূহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোন ও নেকীর দাওয়াত

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য নিজের প্রতিবেশী ইসলামী বোনের ঘরের দরজায় যেতে পারবে কিনা?

উত্তর:- পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে যেতে পারবে। কিন্তু এই অবস্থায় ইসলামী বোনকে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আওয়াজ কিভাবে স্পষ্ট হলো!

ইসলামী বোনেরা! দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত মঙ্গল লাভ করার জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরায় অংশগ্রহণ করুন। নেকীর দাওয়াতের এলাকয়ে দাওরার বরকতের কথা কি বলবো! আপনাদের ঈমান সতেজ করার জন্য মাদানী কাফেলার একটি মনোরম ও সুগন্ধিত মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

পাঞ্জাবের এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হলো; আমাদের এলাকার একজন ইসলামী বোন গলার রোগে আক্রান্ত ছিলো। স্পষ্ট আওয়াজ বের হতো না এবং তা এমন ছিলো যে, তার একেবারে নিকটে বসা লোকও তার আওয়াজ ভালভাবে বুঝতে পারতো না। ডাক্তার অপারেশনের জন্য বললো এবং এটাও বললো যে, হয়তো আওয়াজ ভাল হবে অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন ইসলামী বোন তাকে নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরায় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ প্রদান করলো, তখন সে বিভিন্ন ঘরে পর্দাসহকারে প্রদান করা নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের সঙ্গ অবলম্বন করলো। যখন সেই ইসলামী বোন মাদানী দাওরা থেকে ফিরে এলো তখন আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো যে, তার আওয়াজ পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর পরের দিনেই যখন সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, তখন তার আওয়াজ এমন ভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মনে হয় কখনোও বন্ধই হয়নি। এমনি ভাবে নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরা ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতে সে এই রোগ থেকে মুক্তি পেলো।

আমিনা কে লাল! সদকা ফাতেমা কে লাল কা,
দুর আব তো শা'মতেঁ কর বে'কসু ও মজবুর কি।
বেহরে শাহে করবালা হোঁ দূর আফাত ও বালা,
এ্যায় এ হাবিবে রব্বে দাওয়ার বে'কসু ও মজবুর কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াতের মাদানী দাওরার অসংখ্য বরকত রয়েছে। নেকীর দাওয়াত দেওয়া ও কল্যাণমূলক কথা বলার প্রতিদান কে অনুমান করতে পারবে। ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ আছফাহানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **"হিলয়াতুল আওলিয়া"** কিতাবে উদ্বৃত করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: **"কল্যানের কথা নিজে শেখো এবং অপরকেও শিক্ষা দাও, আমি কল্যাণ শিক্ষা অর্জনকারী ও শিক্ষাদাতার কবরকে আলোকিত করে দিব, যেন তার কোন প্রকারের ভয় না হয়।"** (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬২২) উক্ত বর্ণনা দ্বারা নেকীর বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করার ও শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান ও সাওয়াবের ব্যাপারে জানা গেলো। নেকীর দাওয়াত প্রদান করা, সুন্নাতে ভরা বয়ান করা অথবা দরস দেয়া এবং শ্রবণকারী ও কারীনির তো ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে গেলো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের কবরের ভেতর আলোকিত থাকবে এবং তাদের কোন প্রকারের ভয় অনুভব হবে না। ইনফিরাদী কৌশিশ করে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে কল্যাণমুলক বিষয় শিক্ষা অর্জন করা এবং শিক্ষাদানকারী ও কারীনিদের মাদানী কাফেলায় সফর এবং ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরন করার জন্য উৎসাহ প্রদানকারী ও কারীনিদের এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত প্রদানকারী ও কারীনি, এছাড়া মুবাল্লিগদের নেকীর দাওয়াত শ্রবনকারী ও মুবাল্লিগাদের নেকীর দাওয়াত শ্রবণকারীনীদের কবরও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের উচিলায় নূরে ভরপুর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কবর মে লেহরায়েঙ্গে থা হাশর চশমে নূর কে,
জলওয়া ফরমা হুগি জব ত্বলআত রসুলুল্লাহ্ কি।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের মাদানী মাশওয়ারা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কী নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজকে উন্নতির লক্ষ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে মাদানী মাশওয়ারার জন্য একত্রিত হতে পারবে?

উত্তর:- জ্বী হ্যাঁ! শরয়ী পর্দা ও অন্যান্য বিধিবিধান সহকারে মাদানী মাশাওয়ারার জন্য একত্রিত হতে পারবে।

ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সুন্নাত শিখার জন্য বের হওয়া কেমন?

প্রশ্ন:- মৃত্যু অথবা তালাকের ইদ্দত চলাকালীন সময়ে ইসলামী বোনেরা সুন্নাত শেখা অথবা শিখানোর জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে কী না?

উত্তর:- পারবে না।

ইসলামী বোনদের ইজতিমা করা কেমন?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা পর্দার মধ্যে থেকে **আল্লাহ্‌র** যিকির, নাত পরিবেশেন, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং দোয়া ইত্যাদির সমন্বয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করা কেমন?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

উত্তর:- ইসলামী বোনদের নিকট কোরআন ও সুন্নাতের বানী সমূহ পৌঁছানো আবশ্যক। যেন তারা ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি জানতে পারে। এর বিভিন্ন অবস্থাবলী রয়েছে যেমন: তাদেরকে সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহের ক্যাসেট শুনতে দেয়া ও সঠিক উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব সমূহ পড়ার জন্য দেয়া। এছাড়াও পর্দার প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন স্থানে একত্রিত হয়ে ফরয ও সুন্নাত সমূহ শিখা। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “বর্তমান যুগে মহিলাদেরকে পর্দা সহকারে মসজিদে আসা ও আলাদা ভাবে বসা থেকে নিষেধ না করা উচিত। কেননা, বর্তমানে মহিলারা সিনেমা হলে ও বাজার সমূহে যেতে দ্বিধাবোধ করে না, মসজিদে এসে কিছু না কিছু দ্বীনের বিধিবিধান তো শিখতে পারবে।” (মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা) অন্য এক জায়গায় বলেন: “এদের (মহিলাদের) মধ্যে প্রচার কাজ হয়তো কিতাব ও রিসালার মাধ্যমে করতে হবে অথবা জ্ঞানী মহিলারা অজ্ঞ মহিলাদেরকে বিধিবিধান শেখাবে অথবা পরিপূর্ণ পর্দাসহকারে বক্তা (বর্ণনাকারী আলিম) থেকে দুরে একটি বাড়ি অথবা বড় পর্দার আড়ালে ওয়াজ ও বিধিবিধান শুনবে। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে নঈমিয়া, ৪৮ পৃষ্ঠা)

আলিম নয় এমন ব্যক্তি বয়ান করা হারাম

প্রশ্ন:- যে ইসলামী বোন আলিমা নয়, সে কি ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বয়ান করতে পারবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উত্তর:- যার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান নেই, সে যেন দ্বীন সম্পর্কিত বয়ান না করে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**"র ২৩তম খন্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন: "বয়ান ও প্রতিটি কথায় সর্ব প্রথম **আল্লাহ্ তাআলা** ও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতি দরকার। যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখে না, তার জন্য ওয়াজ করা হারাম এবং তার ওয়াজ শুনাও নাজায়েয। আর যদি কোন مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) বদ মাযহাব হয়, তাহলে সে শয়তানের প্রতিনিধি, তার কথা শুনাও কঠোর হারাম। (তাকে মসজিদে বয়ান করা থেকে বাধা প্রদান করতে হবে) আর যদি কারো (আকিদা তো খারাপ নয় কিন্তু তার) বয়ান দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি হয়, তখন তাকেও বাধা প্রদান করা ইমাম ও মসজিদের সদস্যদের দায়িত্ব এবং যদি আলিম পরিপূর্ণ সুন্নি আকিদা সম্পন্ন বয়ান করেন তবে তাকে বাধা প্রদান করার অধিকার কারো নেই। যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ১ম পারা সূরা বাকারার ১১৪ আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ یُّذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে **আল্লাহ্**র মসজিদগুলোতে বাধা দেয় সেগুলোতে **আল্লাহ্**র নামের চর্চা হওয়া থেকে;

আলিমের সংজ্ঞা

প্রশ্ন:- তাহলে কি মুবাল্লিগ হওয়ার জন্য দরূসে নিজামি অর্থাৎ আলিম কোর্স করা শর্ত?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

উত্তর:- আলিম হওয়ার জন্য না দরসে নিজামী শর্ত এবং না শুধুমাত্র সার্টিফিকেট যথেষ্ট, বরং জ্ঞান থাকাই শর্ত। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: "আলিমের সংজ্ঞা হলো; আকিদার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা আর অন্য কারো সাহায্য ছাড়া কিতাব থেকে নিজের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা বের করতে পারা। ইলম কিতাব পাঠ করে ও উলামাদের কাছ থেকে শুনে শুনেও অর্জন করা যায়।" (তালকিছ আয আহকামে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা) জানা গেলো, আলিম হওয়ার জন্য দরসে নিজামি শেষ করার সার্টিফিকেট হওয়া জরুরী নয়। আরবী ও ফারসী ইত্যাদি জানাও শর্ত নয়, বরং জ্ঞান থাকা জরুরী। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: "সার্টিফিকেট কোন (আবশ্যক) জিনিস নয়, অনেক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত জ্ঞান শুন্য (অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞান শুন্য) হয় এবং যারা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেনি, তাদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতাও সেই সমস্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের মধ্যে থাকে না। ইলম (জ্ঞান) থাকা আবশ্যক।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৮৩ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, বাহারে শরীয়াত, কানুনে শরীয়াত, নিসাবে শরীয়াত, মিরাআতুল মানাজিহ, ইলমুল কোরআন, তাফসীরে নঈমী, ইহ্‌য়াউল উলুম** এবং এরকম আরো কিতাব রয়েছে, যা পাঠ করে, বুঝে ও উলামায়ে কিরামদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করেও প্রয়োজনীয় আকিদার মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত হয়ে "আলিম" হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা যেতে পারে। আর যদি তার সাথে "দরসে নিজামি" করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়, তা হলো তো সোনায় সোহাগা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

যারা আলিম নয় তাদের বয়ানের পদ্ধতি

প্রশ্ন:- যে আলিম নয় তার বয়ান করারও কি কোন পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর:- যে আলিম নয়, তার বয়ানের সহজ পদ্ধতি হলো; উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে প্রয়োজনবশতঃ ফটোকপি করিয়ে তা নিজের ডায়রীতে সংযুক্ত করে এবং তা থেকে দেখে দেখে পড়ে শুনানো। মুখস্থ যেন কিছু না বলে, এছাড়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী কখনোও কোন আয়াতে করীমার তাফসীর অথবা হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা ইত্যাদী না করে। কেননা, নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাফসীর করা[১] হারাম এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আয়াতে মোবারাকা থেকে যুক্তি প্রদর্শন করা অর্থাৎ দলিল বানানো এবং হাদীসে মোবারাকার ব্যাখা করা যদিও বা তা সঠিক হয় তারপরও শরীয়াতে তার অনুমতি নেই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে না জেনে কোরআনের তফসির করলো, সে আপন ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫৯) যে আলিম নয় তার ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আলিম নয় এমন ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে বরং আলিমের লিখিত লিখনী পড়ে শুনায় তবে এতে কোন সমস্যা নেই।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

---

[১] "তাফসীর বির রাঈ"কারী বলা হয়। যে কোরআনের তাফসীর নিজের জ্ঞান ও ধারনা (আন্দাজে) করে। যার নকলী অর্থাৎ শরয়ী দলীল ও সনদ না হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَاءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মুবাল্লিগদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

প্রশ্ন:- দা'ওয়াতে ইসলামীর কিছু মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগা মুখস্থ বয়ানও করে থাকে, তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কী উপদেশ?

উত্তর:- যদি তারা আলিম অথবা আলিমা হয়, তাহলে তো কোন সমস্যা নেই। এছাড়া যারা আলিম নয় অথবা আলিমা নয়, সেই সমস্ত মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাদের জন্য উপায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র উলামাদের লিখা সমূহ পড়েই বয়ান করবে, যদি কোন অজ্ঞকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় মুখস্থ বয়ান করতে দেখা যায় তবে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারগণ তাকে বাঁধা প্রদান করবে। যে সমস্ত মুবাল্লিগ মুবাল্লিগা আলিম বা আলিমা নন এবং যে সমস্ত বক্তা আলিম নন তাদের উচিত, তারা যেন মুখস্থ ধর্মীয় বয়ান অথবা বক্তৃতা না দেয়। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "যিনি আলিম নন এমন ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ থেকে না বলে বরং আলিমের লিখিত কিতাব পড়ে শুনায় তবে এতে কোন সমস্যা নেই।" তিনি আরো বলেন: "মূর্খ ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ থেকে বয়ান করতে চায়, তবে তার জন্য বয়ান করা হারাম এবং তার বয়ান শ্রবণ করাও হারাম। আর মুসলমানের দায়িত্ব বরং মুসলমানদের উপর আবশ্যক হলো; তাকে যেন মিম্বর থেকে নামিয়ে দেয়। কেননা, এর দ্বারা মন্দ কাজে বাঁধা প্রদান করা হবে, আর মন্দ কাজে বাঁধা প্রদান করা ওয়াজিব।" وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ইসলামী বোনেরা নাত শরীফ পড়বে কি পড়বে না?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের মাঝে নাত শরীফ পড়তে পারবে কি না?

উত্তর:- ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের মাঝে মাইক ব্যতিত এভাবে নাত শরীফ পড়বে যে, তার আওয়াজ যেন পর-পুরুষ পর্যন্ত না পৌছে। মাইক এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, তাতে পড়া ও বয়ান করার দ্বারা পর-পুরুষ থেকে আওয়াজকে বাঁচানো অসম্ভবের কাছাকাছি। যদি কেউ মনকে হাজারো শান্তনা দেয় যে, আওয়াজ পেন্ডেল অথবা বাড়ির আঙ্গিনার বাইরে যাচ্ছে না, কিন্তু অভিজ্ঞতা হলো; লাউড স্পিকারের মাধ্যমে মহিলাদের আওয়াজ সাধারণত পর-পুরুষ পর্যন্ত পৌছে যায়। বরং বড় মাহফিলগুলোতে মাইকের পরিচালনাও তো অধিকাংশ পুরুষরাই করে থাকে। সগে মদীনাকে عُفِیَ عَنْہ (আমীর আহ্‌লে সুন্নাত) একদা কেউ বললো: “অমুক স্থানের মাহফিলে একজন মহিলা মাইকে বয়ান করছিল, কিছু পুরুষের কানে যখন সেই মহিলার কণ্ঠ আর্কষন করলো, তখন তাদের মধ্যে থেকে এক নির্লজ্জ বলে উঠলো: আহ! কত সুন্দর কণ্ঠ! যখন কণ্ঠ এতো সুন্দর, তাহলে নিজে (মেয়েটি) কত সুন্দরী হবে।” وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه

ইসলামী বোনেরা মাইক ব্যবহার করবেন না

মনে রাখবেন! **দা’ওয়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে ইসলামী বোনদের জন্য লাউড স্পিকার ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সুতরাং ইসলামী বোনেরা মনমানসিকতা তৈরী করুন যে, যাই হোক না কখনো লাউড স্পিকারে বয়ান করবো না এবং তাতে নাত শরীফও পড়বো না। মনে রাখবেন! পর-পুরুষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছা সত্ত্বেও নির্ভিক ভাবে বয়ান কারীনী ও নাত পাঠকারীনী গুনাহগার এবং সাওয়াবের পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের হকদার হবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কাছে আরয করা হলো: "কতিপয় মহিলা একত্রিত হয়ে ঘরের মধ্যে মিলাদ শরীফ পড়ে এবং তাদের আওয়াজ বাইরে শুনা যায়, অনূরূপভাবে মুহরম মাসে শাহাদাতের পুঁতি ইত্যাদি একত্রে কণ্ঠ মিলিয়ে পড়ে, এরূপ করা জায়েয কি না?" তদুত্তরে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "নাজায়েয। কেননা, মহিলার কণ্ঠও (গোপন করার বস্তু) এবং মহিলার সুন্দর কণ্ঠ যদি অপরিচিত লোক শুনে তবে তা ফিতনার স্থান।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

মহিলার গানের আওয়াজ

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন: "মহিলা (নাত ইত্যাদি) সুন্দর কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে এভাবে পড়া যে, পর-পুরুষের নিকট তার সুর মাধুর্যের (অর্থাৎ গান এবং কবিতার) আওয়াজ পৌছে, তবে তা হারাম।" "**নাওয়াযিলে ফাকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি**" (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ) নামক কিতাবে বর্ণিত আছে: মহিলাদের মধুর কণ্ঠে কিছু পড়া "আওরাত অর্থাৎ গোপনে রাখার পাত্র" "**কাফি ইমাম আবুল বারকাত নসফি**"তে রয়েছে: মহিলা উচ্চ আওয়াজে তালবিয়্যাহ (অর্থাৎ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك) পড়বে না,

www.dawateislami.net

এজন্য যে, তার আওয়াজ ক্বাবিলে সিতর (অর্থাৎ গোপন রাখার যোগ্য জিনিস)। আল্লামা শামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "মহিলাদের জন্য আওয়াজ উচ্চ করা, সেটাকে লম্বা করা ও দীর্ঘ করা, তাতে মন আকৃষ্টকারী ভাষা ব্যবহার করা ও তাতে ছন্দরীতি করা, কবিতার ন্যায় আওয়াজ বের করা, আমি এরূপ যাবতীয় কাজের অনুমতি দিই না। এজন্য যে, এই সমস্ত কাজগুলো দ্বারা পুরুষদের তার দিকে আকর্ষন করা পাওয়া যায় এবং সেই পুরুষদের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, এই কারণেই মহিলাদের অনুমতি নেই যে, সে আযান দিবে।" (রুদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা) وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعۡلَمُ

আমার আওয়াজ কাঁপতো

ইসলামী বোনেরা! প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীই, তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচয় বহনকারী। এতে সম্পৃক্ত লোকদের উপরও **আল্লাহ্ তাআলা**র এমন এমন পুরস্কারাদি রয়েছে যা শুনে অবিশ্বাস্য মনে হয়, যেমনিভাবে বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী বোন কিছুটা এরকম বর্ণনা করেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে নিজের অমূল্য জীবনের মূল্যবান মুহুর্তগুলো নষ্ট করে দিতাম, প্রায় ১২ বছর পূর্বে হঠাৎ আমার হার্ট এটাক হয় এবং আমি বেহুশ হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখা গেলো আমার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আমি শুধু ইশারায় কথা বলতে পারতাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ডাক্তারের চিকিৎসা দ্বারা কিছুটা সুস্থতা লাভ করেছিলাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কথা বলার সময় আওয়াজ কাপঁতো। ধোঁয়াময় জায়গাতে কাঁশি শুরু হয়ে যেতো, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় প্রায় এক মাস অতিক্রম হয়ে গেলো। একদিন আমি আমার রোগের প্রতি নিরাশ হয়ে অনেক কাঁদলাম আর সেই অবস্থায় আমার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি স্বপ্নে একজন বুযুর্গের দীদার লাভ করলাম। তিনি কিছুটা এরূপ বললেন: “চিন্তা করোনা اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ অতি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে এবং সুস্থ হওয়ার পর ‘**ফয়যানে মদীনা**’য় অবশ্যই আসবে।” এই বরকতময় স্বপ্ন দেখার পর দিনে দিনে স্বাস্থ্যে উন্নতি হতে লাগলো। যখনই আমি বাইরে বের হওয়ার উপযুক্ত হলাম, তখনই একজন ইসলামী বোনের সাথে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলাম, সেই ইজতিমা আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিলো। আমি মনে মনে একান্তভাবে নিয়্যত করে নিলাম যে, এখন থেকে আমার জীবন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এটা মাদানী পরিবেশের বরকতে যে, এক সময় এমন ছিলো যখন কথা বলার সময় আমার আওয়াজ কাঁপতো এবং আজ আমি এলাকা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাত পড়তে লাগলাম, এখন না আওয়াজ কাঁপে, না গলা বসে এবং না কাঁশি আসে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

রহমত না কিস তারাহ হো গুনাহগার কি তরফ,
রহমান খোদ হে মেরে তরফদার কি তরফ।
দেখি জু বে কসি তু উনহে রহম আ গেয়া,
ঘাবরাকে হো গেয়ে উহ গুনাহ্গার কি তরফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমত বাহানা খুঁজে, অনেক সময় এভাবেও ব্যবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ “যে কাঁদে সে পায়” ইসলামী বোন যখন ব্যাথিত হৃদয়ে কান্না করলো (তখন **আল্লাহ্**র) রহমতে জোয়ার আসলো এবং কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বারান্দা হতে একে অপরকে ডাকা কেমন?

প্রশ্ন:- বারান্দা হতে ইসলামী বোনেরা প্রতিবেশির সাথে উচ্চ আওয়াজে কথাবার্তা বলা কেমন? এমনিভাবে ভবনের উপরে ও নিচে অবস্থান কারীনীদের একে অপরকে ডাকা, নিজেদের মধ্যে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা কি ঠিক?

উত্তর:- এটি খুবই অনুপযুক্ত কাজ। কেননা, এভাবে কথাবার্তা বলাতে পর-পুরুষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে। যদি আশেপাশের ইসলামী বোনদের সাথে কোন প্রয়োজনীয় কাজ থাকে, তবে তার জন্য একে অপরের সাথে টেলিফোন অথবা ইন্টারকমের মাধ্যমে কথা বলে নিবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

সন্তানকে ধমক দেয়ার আওয়াজ

প্রশ্ন:- আচ্ছা এটা বলুন, সন্তানদেরকে ধমক দেয়ার সময় ইসলামী বোনের আওয়াজ উঁচু করা কেমন?

উত্তর:- ইসলামী বোনের এভাবে ধমক দেয়ার আওয়াজ ঘরের বাহিরে যাওয়া খুবই অনুচিত ও উপহাসজনক। সন্তানদের প্রতি কথায় কথায় চেঁচামেচি করাও বোকামি। কেননা, এভাবে সন্তানরা আরও “তেন্দর” হয়ে যায়। সুতরাং বারবার ধমক দেয়ার পরিবর্তে অধিকাংশ সময় ভালবাসার মাধ্যমে কাজ চালানো উচিত। সবার সামনে সন্তারনদেরকে অপমানিত করার দ্বারা ধীরে ধীরে তার ছোট অন্তর বিদ্রোহী হয়ে যায়। সন্তানের উপস্থিতিতে কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে তার ব্যাপারে এভাবে অভিযোগ করা, যেমন; একে বুঝান। সে অনেক বিরক্ত করে, অনেক দুষ্টামি করে, মা বাবার কথা শুনে না ইত্যাদি, এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, এর দ্বারা সন্তানের সংশোধন তো দূরের কথা, হতে পারে তার বিপরীতে এই মানসিকতা সৃষ্টি হবে, আমার মা-বাবা আমাকে অমুকের সামনে অপমানিত করেছে! বর্তমানে সন্তান-সন্তুতির অবাধ্যতার অভিযোগ অনেক বেশি! তার কারণ শৈশবে পিতামাতা কথায় কথায় অনর্থক চিৎকার করা ও সন্তানকে বিভিন্ন সময়ে লজ্জিত ও অপমানিত করাও যদি গন্য করা হয় তবে ভুল হবে না।

হে ফালাহ্ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বানা কাম বিগড় জাতাহে নাদানি মে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

মহিলারা নাতের ভিডিও ক্যাসেট দেখবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি নাতখাঁদের পরিবেশনকারীদের ভিড়িও ক্যাসেট দেখতে পারবে?

উত্তর:- আমার পরামর্শ হলো; কখনো না দেখা। কেননা, একে তো সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী, **দ্বিতীয়ত:** যুবক নাত পরিবেশনকারী (ষ্টুডিওতে প্রস্তুতকৃত উত্তম পোশাক, মেকআপ ও লাইটিং এর মাধ্যমে চেহারায় "নকল নূর" প্রবাহিত করার অপচেষ্টার) ছবি এবং **তৃতীয়ত:** তার হাত ইত্যাদি নাড়ানোর ভঙ্গির কারণে অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে যে, মহিলাদের অন্তর ঝুকে পড়ার এবং সাওয়াবের পরিবর্তে শাস্তির অধিকারী হওয়ার।

মহিলারা নাতের অডিও ক্যাসেট শুনবে কিনা?

প্রশ্ন:- তাহলে কি ইসলামী বোনেরা পর-পুরুষ নাত পরিবেশনকারীর কণ্ঠে নাত শরীফও শুনতে পারবে না?

উত্তর:- নিশ্চয় নাত শরীফ শুনা ও শুনানো সাওয়াবের কাজ, তবে পর-পুরুষ নাত পরিবেশনকারীর কণ্ঠে মহিলারা নাত শরীফ শুনবেন না। কেননা, তার সুকণ্ঠের মাধ্যমে সে, ফিতনায় পড়তে পারে। "**সহীহ বুখারী শরীফে**" বর্ণিত আছে; "**রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক হুদি পরিবেশনকারী (অর্থাৎ উটকে দ্রুত গতিতে চালানোর জন্য মন আকৃষ্টকারী কবিতা পাঠকারী) ছিলো। যার নাম ছিলো আনজাশাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ। যিনি অপরূপ সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(একটি সফর চলাকালীন সময়ে যেখানে মহিলারা সঙ্গে ছিলো এবং হযরত সায়্যিদুনা আনজাশাহ্ কবিতার পংক্তি পড়েছিলেন) এতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "হে আনজাশাহ্! আস্তে আস্তে পড়ো, নাজুক কাঁচকে ভেঙ্গে দিও না।" **(বুখারী, ৮ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬২১১)** প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপরোক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখায় বলেন: "অর্থাৎ সফরে আমার সাথে মহিলারাও রয়েছে, যাদের অন্তর নাজুক কাঁচের মতো দুর্বল, সুকণ্ঠ তাদের মাঝে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব ফেলে এবং তারা লোকদের গানে গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। তাই নিজের গান বন্ধ করো।"

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনেরা নাত পরিবেশনকারীদের ক্যাসেট শুনবে না

জানা গেলো, মহিলাদের অন্তর নাজুক কাঁচের মতো। তাদের সুকণ্ঠের অধিকারী পর-পুরুষের সুর সহকারে কবিতার পংক্তি শুনা উচিৎ নয়। সুরের মাঝে এক প্রকার যাদু থাকে এবং পুরুষ ও মহিলা একে অপরের সুর শুনে অতি শীঘ্রই ফিতনায় পড়ে যেতে পারে। এজন্যই সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) পুরুষের কণ্ঠে নাত শরীফ শুনা থেকে ইসলামী বোনদের পরামর্শ স্বরূপ নিষেধ করেছেন। এ জন্য ইসলামী বোনদের উচিত, তারা নাত পরিবেশনকারীর নাত শরীফ বরং তাদের অডিও ক্যাসেটও যেন না শুনে। এছাড়া পুরুষ নাত পরিবেশনকারীদের নাত পড়ার পদ্ধতিকেও যেন অনুসরন না করে। কেননা, এভাবে অন্তরে সেই নাত পরিবেশনকারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। শয়তানের জন্য ফিতনায় ফেলতে সময় লাগে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

পুরুষ ও মহিলাদের প্রত্যেক সেই কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যা দ্বারা একে অপরের আকর্ষনে পড়ে যায় এবং শয়তান পথভ্রষ্ট করে।

ইসলামী বোনেরা কি মরহুম নাত পরিবেশনকারীদের নাতও শুনতে পারবে না?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা মৃত নাত পরিবেশনকারীদের ক্যাসেট শুনতে পারবে কী না?

উত্তর:- মৃত নাত পরিবেশনকারীদের ক্যাসেট সমূহ শুনা অথবা তাদের পদ্ধতিকে অনুসরন করাতেও কোন সমস্যা নেই। কেননা, প্রকাশ্যভাবে এখন কোন ফিতনার আশংকা নেই। যেমনিভাবে- **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার মরহুম নিগরান সুকণ্ঠের অধিকারী নাত পরিবেশনকারী, বুলবুলে রওজায়ে রাসূল হাজী মুশতাক আত্তারী رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ এর নাতের ক্যাসেট সমূহ শুনা এবং তার পদ্ধতিকে অনুসরন করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে হ্যাঁ! মরহুম নাত পরিবেশেনকারীর কণ্ঠ শুনাতেও যদি কোন ইসলামী বোনের অন্তরে শয়তান মন্দ কুমন্ত্রণা দেয়, তবে তাও শুনবে না।

মাদানী চ্যানেল আমাকে মাদানী বোরকা পরিধান করিয়ে দিলো!

ইসলামী বোনেরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী চ্যানেলেরও কী অপরূপ শান। এর মাধ্যমেও অসংখ্য মুসলমানের সংশোধন হচ্ছে। বাবুল মদীনার (করাচীর) এক ইসলামী বোনের কিছুটা এরকম বর্ণনা:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আগে আমি পর্দা করতাম না, ভাগ্যক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে মাদানী চ্যানেলের মতো সুমহান উপহার দান করলো। যা দেখার বরকতে আমি ও আমার সন্তানের পিতা নিয়মিত নামাযী হয়ে গেলোম। একদিন মাদানী চ্যানেলে "পর্দার গুরুত্ব" এই বিষয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ান চলছিলো, আমার সন্তানের পিতা যখন সেই বয়ান শুনলো তখন তিনি এতো প্রভাবিত হলো যে, আমাকে মাদানী বোরকা পরিধানের উৎসাহ প্রদান করলো এবং অপ্রয়োজনে বাজারে যেতে নিষেধ করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলের বরকতে আমার বেপর্দা হওয়া থেকে তাওবা নসীব হলো। এখন আমি কোন পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) খালি মাথাওয়ালা প্রচলিত বোরকা নয়, বরং শরয়ী পর্দানুযায়ী শুধুমাত্র মাদানী বোরকা পরিধান করি।

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়ে গা ঘর ঘর বাহার,
মাদানী চ্যানেল দেখনে ওয়ালে বণেঁ পরহেযগার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের মাদানী চ্যানেল দেখার শরয়ী মাসয়ালা

ইসলামী বোনেরা! মাদানী চ্যানেলের বাহারের কথা কি বলব! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী চ্যানেল দেখার বরকতে অনেক কাফিরের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে। এছাড়াও না জানি কত বেনামাযি নামাযী হয়েছে, অসংখ্য লোক গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন শুরু করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী চ্যানেল ১০০% ইসলামী চ্যানেল, এতে না আছে কোন গান এবং না আছে কোন মহিলা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তবে কি আছে মাদানী চ্যানেলে? এতে আছে ফয়যানে কোরআন, ফয়যানে হাদীস, ফয়যানে আম্বিয়া, ফয়যানে সাহাবা এবং ফয়যানে আওলিয়া। এতে তিলাওয়াত, নাত, মানকাবাত রয়েছে, দোয়া ও মুনাজাতে বিনয় ও কান্না জড়িত অন্তর কাঁপানো এবং ইশকে রাসূলে কান্না করা, কান্না করানোর ও ছটফট করা হৃদয়বিদারক দৃশ্য রয়েছে। দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, শারীরিক রূহানী চিকিৎসা এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী ফুল, আখিরাত সজ্জিত করার অনেক মাদানী বাহার রয়েছে। মোটকথা মাদানী চ্যানেল এমন একটি চ্যানেল, যার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখতে পারছে! তবে হ্যাঁ! ইসলামী বোনদের মাদানী চ্যানেল দেখার পূর্বে ১১২বার ভেবে নেয়া উচিত। কেননা, মাদানী চ্যানেলে অধিকাংশ যুবকদের দৃশ্যাবলী হয়ে থাকে এবং মহিলারা তো নাজুক কাঁচের ন্যায় আর তাদের সামান্য পরিমাণ ধাক্কাই যথেষ্ট। তারা যেন مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ্‌র পানাহ!) কুদৃষ্টির গুনাহে পতিত হয়ে না যায়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “**বাহারে শরীয়াতে**”র ১৬তম অংশের ৮৬নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: “মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের দিকে দেখার সেই হুকুম, যা পুরুষ পুরুষের দিকে দেখার হুকুম আর এটা তখনই হবে যখন মহিলার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তার দিকে দেখার দ্বারা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হবে না। আর যদি এর আশংকা থাকে তবে কখনও দৃষ্টি দিবে না।” (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

আক্বা কি হায়া সে জুকি রেহতি স্ত্রী নিগাহেঁ,
আখোঁ পে মেরি বেহেন লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মহিলারা ঝাড়-ফুঁককারী ব্যক্তির নিকট যাবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা ঝাড়-ফুঁককারীর নিকট তাবিয (সুতা পড়া) ইত্যাদির জন্য যাবে কিনা?

উত্তর:- যদি ঘরে বসে চিকিৎসা করা সম্ভব না হয়, তবে কোন মাহরামের মাধ্যমে ব্যবস্থা করবে। যদি কোন মাহারিমও না থাকে তবে শরয়ী পর্দার সম্পূর্ণ শর্তাবলী পূরণ করে কোন ঝাড়-ফুঁককারী (মহিলা) নিকট যাবে, যদি মহিলা ঝাড়-ফুঁককারীও পাওয়া না যায় অথবা তার দ্বারা সুস্থতা অর্জন না হয় তবে কোন বৃদ্ধ এবং নেক ঝাড়-ফুঁককারীর নিকট যাবে। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে যে কোন মুসলমান ঝাড়-ফুঁককারীর নিকট যাবে। তবে যখনই শরয়ী অনুমতিতে বাইরে বের হয় তবে বর্ণনাকৃত শরয়ী পর্দা ও তার বিধানবলীর দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঝাড়-ফুঁককারীর সাথে নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলা, নিঃসংকোচ হওয়া বা একাকী কখনো হবে না। যে ঝাড়-ফুঁককারী মহিলাদের সাথে নিঃসংকোচ হয়, কথায় কথায় অট্টহাসি দেয়, অনেক হাসি-ঠাট্টা করে এবং নিজের সফলতা শুনিয়ে থাকে এমন ঝাড়-ফুঁককারীর নিকট যাওয়া মারাত্মক বিপদজনক। আর ঝাড়-ফুঁককারীকে যদি মহিলার প্রতি বিশেষ আকর্ষন দিতে, ফোন ইত্যাদি দ্বারা নিজেই যোগাযোগ করতে এবং এরকম সংবাদ দিতে দেখা যায় যে, একা এসো! যেন ভাল করে চিকিৎসা করতে পারি, তবে এমন ঝাড়-ফুঁককারীর ছায়া থেকেও দূরে থাকবে, তা না হলে সারা জীবন আফসোস করতে হতে পারে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মহিলাদের মেকআপ করা কেমন?

প্রশ্ন:- মহিলাদের সাজসজ্জা করা, আঁটোসাঁটো অথবা পাতলা পোশাক পরিধান করা কেমন?

উত্তর:- ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে শুধুমাত্র স্বামীর জন্য জায়েয পদ্ধতিতে মেকআপ করতে পারবে। শরীয়াতের অনুমতিক্রমে যেমন; মাহরামদের বাড়ীতে যাওয়ার সময়, ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য পাউডার অথবা সুগন্ধি ইত্যাদি লাগানো এবং ফ্যাশনেবল পোশাক পরিধান করে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) পর-পুরুষের জন্য দৃষ্টিনন্দিত হওয়া যেমন আজকালকার প্রচলিত রীতি, এটা কঠোর নাজায়েয ও গুনাহ। পাতলা ওড়না যা দ্বারা চুলের রং প্রকাশ পায়, অথবা পাতলা কাপড়ের মৌজা যা দ্বারা পায়ের গোছা প্রকাশ পায় অথবা এমন আঁটোসাটোঁ পোশাক পরিধান করা যা দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ যেমন; বুকের উত্থান প্রকাশিত হয়, এমতাবস্থায় পর-পুরুষের সামনে চলাফেরা করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি হাদীসে পাকে এটাও ইরশাদ করেছেন: "দোযখবাসীদের মধ্যে দু'টি দল এমন হবে যাদেরকে আমি (আমার এই মোবারক যুগে) দেখিনি (অর্থাৎ আগামীতে জন্ম নিবে) তাদের মধ্যে একটি দল সেই মহিলাদের হবে, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

অন্যকে (নিজের কর্ম দ্বারা) পথভ্রষ্টকারীনী এবং নিজেও পথভ্রষ্টা হবে। তাদের মাথা বড় উটের এক দিকে নত হওয়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধিও পাবে না এবং এর সুগন্ধি অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।"

(সহীহ মুসলিম, ১১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১২৮ সংক্ষেপিত)

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত হাদীসে পাকের বাক্য "যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ হবে" এর ব্যাখায় উল্লেখ করেন: "অর্থাৎ দেহের কিছু অংশে পোশাক পরিধান করবে আর কিছু অংশ উলঙ্গ রাখবে অথবা এতো পাতলা পোশাক পরিধান করবে যা দ্বারা শরীর এমনিতেই দৃষ্টিগোছর হবে। এই দুটি নিন্দিত কাজ আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হয়তো **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা থেকে উলঙ্গ অর্থাৎ শূন্য হবে, অথবা অলংকার দ্বারা ঢাকা থাকবে তবে তাকওয়ায় ক্ষেত্রে উলঙ্গ (খালি) হবে।" এবং "কুজেঁর ন্যায় হবে" এর ব্যাখায় বলেন: "এই বাক্য মোবারকের অনেক তাফসীর রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখা হলো; সেই মহিলা পথ চলার সময় লজ্জায় মাথা নত করবে না বরং নির্লজ্জতার সাথে গর্দান উচুঁ করে মাথা উঠিয়ে চারিদিকে দেখবে, লোকদের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে দেখে চলবে, যেমন: উটের পুরো দেহ থেকে কুজঁ উচুঁ হয়ে থাকে। তেমনিভাবে তাদের মাথাও উচুঁ করে রাখবে।"

(মিরআত, ৫ম খন্ড, ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

দেখানোর জন্য অলংকার পরিধান করা

প্রশ্ন:- মহিলারা দেখানোর জন্য অলংকার পরিধান করা কেমন?

উত্তর:- মহিলারা গর্ব ও অহংকার সহকারে দেখানোর জন্য অলংকার পরিধান করা শাস্তির যোগ্য। **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের মধ্যে যে মহিলা স্বর্নের অলংকার পরিধান করে, যা প্রকাশ করবে (দেখাবে), তাকে সেই কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে।” **(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৩৭)**

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বাক্য “দেখানোর জন্য” এর ব্যাখায় বলেন: “অপরিচিত পুরুষদের সামনে এজন্য প্রকাশ করে যে, নিজের সৌন্দর্য্য ও অলংকার অন্যকে দেখাবে, অথবা সুনাম ও অহংকারের জন্য অন্যকে দেখায় বা গরীব মহিলাদের প্রতি গর্ব করে যে, দেখানোর মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট প্রদান করে। সর্বশেষ এই দুটি কারণই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, পর-পুরুষদেরকে রূপার অলংকার দেখানোও হারাম। মহিলারা স্বর্ণের অলংকার তাদের বান্ধবীদেরকে গর্ব করে দেখায়, তাদেরকে অপমানিত করার জন্য, এখানে এটাই উদ্দেশ্য।” এবং “শাস্তি প্রদান করা হবে” এই বাক্যটির ব্যাখায় বলেন: “এই অহংকার দেখানোর কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু অলংকার পরিধান করার কারণে নয়।” **(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

মহিলারা সুগন্ধি লাগাবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা কি সুগন্ধি লাগাতে পারবে?

উত্তর:- লাগাতে পারবে। কিন্তু পর-পুরুষ পর্যন্ত সুগন্ধি যেন না পৌঁছে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “পুরুষের সুগন্ধি এরূপ, যাতে সুগন্ধি প্রকাশ পায় কিন্তু রং প্রকাশ পায় না এবং মহিলাদের সুগন্ধি হচ্ছে, যাতে রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধি প্রকাশ পায় না।” (শামাইলে মুহাম্মদীয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১০) প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের বাক্য “মহিলাদের সুগন্ধি সেটা, যাতে রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধি প্রকাশ পায় না” এর ব্যাখ্যায় বলেন: “স্মরণ রাখবেন! মহিলারা যেন সুগন্ধিময় জিনিস ব্যবহার করে বাইরে বের না হয়। নিজের স্বামীর নিকট সুগন্ধি লাগাতে পারবে এতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।” (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

মহিলারা সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে বের হবে না

প্রশ্ন:- যদি কোন ইসলামী বোন সুগন্ধি লাগিয়ে ঘরের বাইরে বের হয়, তবে তার জন্য কি হুকুম?

উত্তর:- ইসলামী বোন নিজ ঘরের চার দেয়ালের ভেতর যেখানে শুধুমাত্র স্বামী অথবা মাহরাম থাকে, সেখানে সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। তবে হ্যাঁ! এই সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, দেবর, ভাশুর ও অন্যান্য পর-পুরুষ পর্যন্ত যেন সুগন্ধ না পৌঁছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

বাইরে বের হওয়ার সময় যে মহিলা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে যা পর পুরুষকে আর্কষনের কারণ হয়, তবে তার ভয় করা উচিত, হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; "যখন কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদের মাঝে বের হয় যেন, লোকেরা তার সুগন্ধি পায়, তবে সে (মহিলা) ব্যভিচারীনী।"

(সুনানে নাসায়ী, ৮ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

সুগন্ধি ব্যবহারকারীনি মহিলার ঘটনা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র যুগে একজন মহিলা পথ চলছিলো। যার সুগন্ধি তাঁর (হযরত ওমর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর) অনুভব হলো, তখন তিনি তাকে প্রহার করার জন্য চাবুক উঠালেন এবং বললেন: "তুমি কি এমন সুগন্ধি লাগিয়ে বের হও, যার ঘ্রাণ পুরুষদের অনুভব হয়।" (যদি প্রয়োজনবশত বের হতেও হয়) তবে সুগন্ধি লাগিয়ে বের হবে না।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৩৭)

আকর্ষনীয় বোরকা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোন আধুনিক ডিজাইনের মুক্তো গাঁথা দৃষ্টিনন্দন বোরকা পরিধান করে বাইরে যাবে কিনা?

উত্তর:- এতে পুরোপুরি ফিতনা রয়েছে যে, মনের রোগী এই আকর্ষনীয় বোরকা চোখ তুলে তুরে দেখবে। মনে রাখবেন! মহিলার বোরকা যতই দৃষ্টিনন্দন ও ডিজাইনেবল হবে ততই ফিতনার আশংকা বৃদ্ধি পাবে। প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "মহিলার জন্য আবশ্যক হলো; উচ্চমানের পোশাক এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

উন্নত মানের বোরকা পরিধান করে যেন বাইরে না যায়। কেননা, সুশোভিত বোরকা পর্দা নয় বরং তা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা।”

(মিরআত, ৫ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- মহিলা (যদি) সাদা অথবা সুন্দর চাদরের মাধ্যমে সম্পূর্ন দেহ ঢেকে বের হয় তাহলে?

উত্তর:- চাদরের মধ্যে কোন ধরনের আকর্ষনীয় কিছু না থাকা উচিত। যেমনিভাবে- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মাদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মর্যাদা পূর্ণ বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: “সাধারনত মহিলা যে দৃষ্টিনন্দন চাদর ও ঘোমটা পরিধান করে, তা যথেষ্ট নয়। বরং যখন তারা সাদা চাদর পরিধান করে অথবা সুন্দর ঘোমটা পরিধান করে তখন তার মাধ্যমে উত্তেজনা আরও নাড়া দিয়ে উঠে যে, হয়ত মুখ খোলার পর তাকে আরও সুন্দর দেখা যাবে! সুতরাং সাদা চাদর ও সুন্দর ঘোমটা এবং বোরকা পরিধান করে বাইরে বের হওয়া মহিলাদের জন্য হারাম। যে মহিলা এমন করবে, সে গুনাহগার হবে এবং তার পিতা, ভাই বা স্বামী যে তাকে এর অনুমতি প্রদান করবে সেও তার সাথে গুনাহে লিপ্ত হবে।” (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

মাদানী বোরকা

প্রশ্ন:- তাহলে বোরকার ধরণ কেমন হবে?

উত্তর:- মোটা কাপড়ের ঢিলেঢালা ও অনার্কষনীয় রংয়ের তাবু সাদৃশ্য সাদাসিদে বোরকা হওয়া চাই, যাতে পরিধানকারীনীর ব্যাপারে অনুমান করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায় যে, “সে যুবতী নাকি বৃদ্ধা।”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ইসলামী বোনদের জন্য সতর্কতা

আমার (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ) মর্ডান পরিবারের অবস্থাদি, ইংরেজী সভ্যতার প্রেমিক, আত্মীয় স্বজনদের চিন্তাধারা ও আজকালের অনৈতিক অবস্থাদির ব্যাপারে পরিপূর্ণ উপলব্দি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ইসলামী বিধিবিধান উপস্থাপন করেছি। যেন শরয়ী পর্দার সঠিক ইসলামী চিত্র সবার সামনে প্রকাশ পায়। নিশ্চয় সকল মুসলমান এ ব্যাপারে অবগত যে, “আমাদেরকে শরীয়াতের অনুসরন করতে হবে, শরীয়াত আমাদের অনুসরন করবে না।” ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী অনুরোধ যে, কাউকেই যেন ঢিলেঢালা অনাকর্ষনীয় রংয়ের একেবারে অনাকৃষ্ট তাবু সাদৃশ্য সত্যিকারের মাদানী বোরকা পরিধান করার জন্য বাধ্য না করেন। কেননা, অনেক পরিবারের কঠোরতা খুবই বেশি, শরীয়াত ও সুন্নাতের বিধানের আমলকারী ও কারীনিদের সাথে আজকাল সমাজের অধিকাংশই সীমাহীন অসদাচরন করা হয়, যার কারণে অধিকাংশ ইসলামী বোন নিরাশ হয়ে যায়। আপনার সমালোচনার কারণে হতে পারে কোন ইসলামী বোন বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি অসহায় হয়ে মাদানী পরিবেশ থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। নিশ্চয় যতই পুরাতন ইসলামী বোন হোক না কেন এবং সে যতই আকর্ষনীয় বোরকাই পরিধান করুক না কেন অথবা মেকআপ করুক না কেন তাকে অপমানিত করে তার অন্তরে কষ্ট দিবেন না। কেননা, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেয়া হারাম ও জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

নিজের মহল্লায় এসে বোরকা খুলে ফেলা কেমন?

প্রশ্ন:- কিছু ইসলামী বোন নিজের বিল্ডিং অথবা গলি ইত্যাদিতে পৌঁছেই ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই বোরকা খুলে ফেলে, এরূপ করা কেমন?

উত্তর:- যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের ভেতর প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বোরকা তো নয়ই, চেহারা থেকে ঘোমটাও সরাবে না। কেননা, সিঁড়ি অথবা বিল্ডিং ইত্যাদিতেও পর-পুরুষ থাকতে পারে এবং তাদের থেকে পর্দা করা আবশ্যক।

যদি মাদানী বোরকা পরিধান করতে গরম অনুভব হয়...?

প্রশ্ন:- গরমকালে মাদানী বোরকা পরিধান করতে অথবা মোটা চাদর দ্বারা শরীর ঢেকে বাইরে বের হওয়াতে গরম অনুভব হয় এবং (এমতাবস্থায়) যদি শয়তান কুমন্ত্রনা দেয় তবে কি করবে?

উত্তর:- শয়তানের কুমন্ত্রনার দিকে মনোযোগ না দেয়াও কুমন্ত্রনার প্রতিরোধ করা। এমতাবস্থায় মৃত্যু, কবর, হাশর ও জাহান্নামের কঠোর গরমকে স্মরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শরয়ী পর্দা করার কারণে অনুভব হওয়া গরমও ফুল মনে হবে। যদি সম্ভব হয় তবে এই ঘটনাকে স্মরণ করুণ। তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রচন্ড গরম ছিলো। এ অবস্থায় মুনাফিকগন বললো: 'لَاتَنْفِرُوْافِی الْحَرِّ ط **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এই গরমকালে বের হয়ো না।' এর প্রতিউত্তরে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: 'قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط (হে মাহবুব) আপনি বলুন! জাহান্নামের আগুন সব চেয়ে কঠিন গরম।' (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৮১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

খোদার শপথ! মাদানী বোরকার গরম বরং দুনিয়ার বৃহৎ আগুনও জাহান্নামের আগুনের তুলনায় কিছুই নয়।

প্রিয় নবী ﷺ উত্তপ্ত মরুভূমিতে

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা আবু খাইছামাহ্ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর (ঈমানী) চেতনা তো দেখুন! তাবুক যুদ্ধের সময়ে (তিনি অন্য কোন জায়গা থেকে যখন) সফর করে দুপুরের সময় নিজের বাগানে তাশরীফ আনলেন (তখন) সেখানে দেখলেন যে, ঠান্ডা পানি, গরম গরম রুটি এবং অতি সুন্দরী রমণী উপস্থিত। বললেন: এটা ন্যায়বিচারের বিপরীত। কেননা, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুকের উত্তপ্ত মরুভূমিতে অবস্থান করছেন। আর আমি বাগানের ভেতর গরম রুটি ও ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবো। (দুর প্রান্ত থেকে সফর, ক্লান্তি আর প্রচন্ড গরম সত্ত্বেও) নিজের ঘরে প্রবেশ করা ব্যতিতই তলোওয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলেন, এবং **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উপস্থিত হয়ে গেলেন। এরাই সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের ওসীলায় আমাদের মতো লাখো গুনাহগারের ক্ষমা হবে اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।” (নূরুল ইরফান, ৩১৮ পৃষ্ঠা। রূহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

চুলের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনদের যে চুল আঁচড়ানোর কারণে ছিড়ে যায়, তা কি করবে?

উত্তর:- এই চুলগুলোকে লুকিয়ে ফেলুন অথবা দাফন করে দিন। যাদের বাড়িতে নরম মাটি অথবা বাগান রয়েছে তাদের জন্য এ কাজটি করা অতি সহজ। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “(মহিলাদের) যে অঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া নাজায়েয, যদি সেই অঙ্গটি দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, এমতাবস্থায়ও তার দিকে দৃষ্টি দেয়া নাজায়েযই থাকবে। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) গোসলখানা অথবা পায়খানায় অনেক লোক নাভীর তলদেশের চুল কর্তন করে রেখে দেয়। এরকম করা উচিত নয়, বরং সেগুলোকে এমন জায়গায় ফেলে দিন যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে অথবা মাটির মধ্যে পুঁতে রাখুন। মহিলাদের জন্যও এটা আবশ্যক, চিরুনি করার দ্বারা অথবা মাথা ধৌত করার দ্বারা যে সমস্ত চুল বের হয়ে যায়। সেগুলোকে যেন কোথাও লুকিয়ে ফেলে। যেন তাতে পর-পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে।”

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯১, ৯২ পৃষ্ঠা)

চুল সম্পর্কিত সাবধানতা

সম্ভবত আজকাল ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যুক্ত সাবান এবং শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে চুল পড়ে যাওয়ার অভিযোগ ব্যাপক হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যাদের পরিবারে পর পুরুষও সঙ্গে থাকে অথবা মেহমান আসা যাওয়া করে, সেই ইসলামী বোনদের উচিত তারা যেন গোসলখানা ইত্যাদি থেকে নিজের চুল খুঁজে খুঁজে নেওয়ার প্রতি অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করে। এছাড়া যখনই গোসল করবে তখন যেন সাবানে লেগে থাকা চুলগুলোও উঠিয়ে নেয়। গোসলের পর ইসলামী ভাইদেরও নিজের চুল সাবান থেকে বের করে নেয়া উচিত। কেননা, পর্দার অংশের অর্থাৎ রান ইত্যাদির চুলও সাবানে লেগে থাকতে পারে।

মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা

প্রশ্ন:- মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা কেমন?

উত্তর:- হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের পুরুষের মতো চুল কাটানো

প্রশ্ন:- মহিলাদের জন্য পুরুষের মতো চুল কাঁটানো কেমন?

উত্তর:- নাজায়েয ও গুনাহ।

সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো

সম্ভবত শাবানুল মুআয্‌যম ১৪১৪ হিজরীর সর্বশেষ জুমা ছিলো। রাতে কৌরাঙ্গীতে (বাবুল মদনা করাচী) অনুষ্ঠিত এক আজিমুশ্মান সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় একজন নওজোয়ানের সাথে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর সাক্ষাৎ হলো। সে কিছুটা এরকম (কসম খেয়ে) বর্ণনা করলো: আমার খুবই নিকট আত্মীয়ের যুবতী কন্যা হঠাৎ ইন্তেকাল করলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

যখন আমরা কাফন দাফন সেরে ফিরে আসলাম তখন মরহুমার পিতার স্বরণে আসল যে, তার একটি হাতব্যাগ যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজাদি ছিলো তা ভুলক্রমে মৃতের সাথে কবরে দাফন হয়ে গেছে। সুতরাং অপারগ হয়ে দ্বিতীয়বার কবর খনন করতে হলো। যখন খবর থেকে পাথর সরানো হলো, ভয়ে আমাদের চিৎকার বের হয়ে গেলো। কেননা, সেই যুবতী কন্যার কাফন পরিহিত লাশকে কিছুক্ষন পূর্বে আমরা মাটিতে শুইয়ে গিয়েছিলাম, সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো এবং তাও ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে! আহ! তার মাথার চুল দ্বারা তার পা বাঁধা ছিলো এবং অসংখ্য ছোট ছোট ভয়াবহ প্রাণী তাকে আঁকড়ে ধরেছিলো, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এবং হাতব্যাগ বের না করেই তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে আমরা পালিয়ে এলাম। বাড়িতে এসে আমি আপনজনদের নিকট সেই মেয়েটির অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তদুত্তরে বলা হলো: ‘তার মধ্যে বর্তমান যুগে অপরাধ হিসেবে গণ্য তেমন কোন অপরাধ তো ছিলোনা। কিন্তু আজকালের মেয়েদের মতো সেও ফ্যাশনেবল ছিলো এবং পর্দা করতো না। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে আত্মীয়ের বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান ছিলো। তখন সে ফেন্সি স্টাইল চুল কেটে, সেজে গুজে সাধারণ মেয়েদের মতো বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলো।”

এ মেরি বেহনু! সদা পর্দা করো!
তুম গলি কুছোঁ মে মত ফিরতি রহো।
ওয়ার না সুন লো কবর মে জব জাও গি,
সাপঁ বিচ্ছু দেখ করা ছিল্লোওগী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

দূর্বল বাহানা

এই দূর্ভাগা ফ্যাশন পূঁজারী মেয়ের ভয়ংকর কাহিনী পড়েও কি আমাদের সেই সমস্ত ইসলামী বোন শিক্ষা অর্জন করবে না, যারা শয়তানের অনুপ্রেরনায় বিভিন্ন তাল বাহানা করে যে, আমি তো অপারগ, আমাদের পরিবারে তো কেউ পর্দা করে না, বংশের নিয়ম কানুনকেও লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, আমাদের পুরো বংশ তো শিক্ষিত, সাদাসিধে অথবা পর্দানশীন মেয়ের জন্য আমাদের বংশে কেউ সম্পর্ক করার প্রস্তাবও পায় না ইত্যাদি ইত্যাদি, বংশের প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং নফসের অপারগতা কি আপনাকে কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে? আপনি কি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এরকম "বানানো অপরাগতা" বর্ণনা করে মুক্তি পেতে সফল হবেন? যদি না হয় এবং নিঃসন্দেহেই হবেন না, তবে আপনাকে প্রতিটি অবস্থায় বেপর্দা থেকে তাওবা করতে হবে। স্মরণ রাখবেন! লৌহে মাহফুযে যার জোড়া যেখানে লিখা রয়েছে সেখানেই বিয়ে হবে। আর যদি লিখা না থাকে তবে বিয়েও হবে না। যেমনিভাবে প্রতিদিন অনেক শিক্ষিতা মর্ডান যুবতী মেয়ে পলক ফেলতেই মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে বরং অনেক সময় তো এমনও হয় যে, কনে তার বাড়ি থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যায় এবং তাকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত, আলোকিত, সুগন্ধিময়, সুবাসিত বাসর ঘরে পৌছানোর পরিবর্তে পোকা মাকঁড়ে পরিপূর্ণ সংক্ষীর্ণ অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হয়।"

তু খুশিকে ফুল লেগী কব তলক? তুইহাঁ যিন্দা রেহেগী যব তলক!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মহিলাদের দর্জিকে মাপ দেয়া কেমন?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা নিজের কাপড় সেলাই করার জন্য পর-পুরুষ দর্জিকে নিজের শরীরের মাপ দেয়া কেমন?

উত্তর:- হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এতে দর্জিও কঠিন গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের ভাগিদার হবে। কেননা, দৃষ্টি না দিয়ে এবং শরীরে হাত স্পর্শ না করে মাপ নেয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় তবে ইসলামী বোনের দ্বারাই কাপড় সেলাই করাবে। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে ঘরের মহিলারাই মাপ নিবে আর কোন মাহরাম গিয়ে দর্জিকে সেলাই করার জন্য দিয়ে আসবে। ইসলামী বোনেরা যেন যখন তখন ঘরের বাইরে চলে না যায়। শুধুমাত্র শরীয়াতের অনুমতিক্রমে পর্দার সমস্ত বিধানাবলী মেনে বাইরে বের হবে।

ভাই আর ভাবীর ইনফিরাদি কৌশিশ

ইসলামী বোনেরা! শরয়ী পর্দার উপর দৃঢ়তা পেতে, এবং ঘরে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ তৈরী করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। একজন বুদ্ধিমান ভাই তার বোনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করলো যার ফলশ্রুতিতে তার সংশোধনের উপায় বেরিয়ে এলো। এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি শুনুন আর আন্দোলিত হোন: বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশ) এর একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমি বিভিন্ন ধরনের মন্দ কর্ম ও বেপর্দায় লিপ্ত ছিলাম। এছাড়া আমার মুখ কাঁচির মতো চলার কারণে পরিবারের লোকেরা আমরা প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ভাগ্যক্রমে আমার ভাই ও ভাবী উভয়েই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। তারা আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতো কিন্তু আমি শুনেও না শুনার ভান করতাম, অবশেষে একদিন তাদের ইনফিরাদী কৌশিশ সফল হলো এবং রবিউন নূর শরীফের বসন্তময় সময়ে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের ইজতিমায়ে মিলাদে আমার অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন হলো। সেখানে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ান আমাকে কাঁদিয়ে দিলো। খোদাভীরুতায় আমার চোখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। আমি অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। সেই ইজতিমায়ি মিলাদে আমি যে রূহানী শান্তি পেয়েছি তা ইতিপূর্বে কখনোও পাইনি। অতঃপর আমি ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করা শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম আমার সন্তানের বাবা বিরোধীতা করেছিলো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যখন সে নিজে ইসলামী ভাইদের সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো তখন তারও মাদানী চেতনা নসীব হলো। এখন সে আমাকে খুশিমনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের অনুমতি দেয়। এমনিভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার ভাই ও ভাবীর ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে আমাদের পরিবারে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

তুমহেঁ লুতফ আ'জায়েগা যিন্দেগী কা,
ক্বরিব আকে দেখো যরা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

পরিবারের সদস্যদের সংশোধন করুন

ইসলামী বোনেরা! আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন আমাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিও ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকি বরং অন্যদের তুলনায় নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিই। বিশেষ করে পিতার উচিত, নিজে যেন নেক কাজ করে এবং নিজের সন্তানদের ও তাদের মাকেও যেন সংশোধনের মাদানী ফুল দিতে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** ২৮ পারার সূরা তাহরিম এর আয়াত নম্বর ৬ এ ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর;

পরিবারের সদস্যদের দোযখ থেকে কিভাবে বাঁচাবেন?

বর্ণিত আয়াতের সম্পর্কে খাযায়িনুল ইরফানে উল্লেখ রয়েছে; "**আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য অবলম্বন করে, ইবাদত সমূহ পালন করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে, পরিবারের সদস্যদের নেকীর দাওয়াত ও গুনাহ থেকে বারণ করে ও তাদেরকে ইলম ও আদব শিখিয়ে। (নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও)।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

হিজড়া থেকেও পর্দা

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনদের কি হিজড়া থেকেও পর্দা রয়েছে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ। হিজড়াও পুরুষের হুকুমে গন্য, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رحمۃ اللہ تعالی علیہ বলেন: "হিজড়ারা পুরুষ। জামাআতে তারা পুরুষের কাতারেই দাঁড়াবে।" (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

হিজড়া কাকে বলে?

প্রশ্ন:- মুখান্নাস (হিজড়া) কাকে বলে?

উত্তর:- "মুখান্নাস" এটা আরবী ভাষার শব্দ। যার অর্থ সেই পুরুষ যার চাল চলন ও ভাবভঙ্গি মহিলাদের মতো নরম ও নমনীয় হয়। (মুস্তাফাঁদ আয আলবাহরুর রাইক্ব, ৯ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা) মুসলিম শরীফের ব্যাখাকারী আল্লামা নববী رحمۃ اللہ تعالی علیہ বলেন: "মুখান্নাস তাকে বলে, যার রীতিনীতি, আচার আচরণ, কথা বার্তা, চাল চলন ও সক্ষমতায় মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। অর্থাৎ তাদের ন্যায় হয়। অনেক সময় তো কারো এই ভাবভঙ্গি জন্মগত হয়ে থাকে এবং কিছু লোক নিজেই এই ভাবভঙ্গি অবলম্বন করে।"

(শরহে মুসলিম লিন নববী, ২য় খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)

হিজড়ামী করা থেকে বিরত থাকার প্রতি জোর

প্রশ্ন:- হিজড়ারা কি হিজড়ামী থেকে বিরত থাকবে?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ! যদি জন্মগতভাবে কারো চাল-চলন অথবা কণ্ঠ ইত্যাদি মহিলাদের সাদৃশ্য হয়, তবে তার উচিত, সে যেন পুরুষ সূলভ আচরণ অবলম্বন করার জন্য চেষ্টা করে।

www.dawateislami.net

যার আওয়াজ ও কার্যকলাপ ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবেই মহিলাদের ন্যায় হয়ে থাকে, এতে তার নিজের কোন দোষ নেই। আর পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি আচার আচরণ অপরিবর্তিত থেকে যায়, তবে এতে শরয়ী কোন পাকড়াও নেই।

(ফয়যুল কাদির, ৫ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা। নুযহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

নকল হিজড়া

প্রশ্ন:- নকল হিজড়া হওয়া কি গুনাহ?

উত্তর:- নিশ্চয় গুনাহ! যদি কেউ নিজে নিজে মহিলাদের আচার আচরণ অবলম্বন করে অর্থাৎ হিজড়া হয়ে যায় তবে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের হকদার হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরুষের মধ্যে মুখান্নাসদের (অর্থাৎ মহিলাদের আচার আচরণ অবলম্বনকারীদের) প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং সেই মহিলাদের প্রতি, যারা পুরুষের আচরণ অবলম্বন করে আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৩৪) আপনারা দেখলেন তো! **হুযুর আকরাম, শাহানশাহে বণী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুখান্নাসদের (হিজড়াদের) প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যে হিজড়া নয় তাকে হিজড়া বলে ডাকা কেমন?

প্রশ্ন:- যে হিজড়া নয় তাকে হিজড়া বলে ডাকা কেমন?

উত্তর:- এতে মুসলমানের অন্তরে কষ্ট প্রদানকারী হিসাবে গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে। বরং ইসলামী আদালতে অভিযোগ করাবস্থায় ২০টি চাবুক মারার শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। সুতরাং একটি হাদীসে পাকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেছেন: "যদি কেউ কাউকে বলে 'হে হিজড়া' তবে তাকে বিশটি চাবুক মারো।"

(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৬৭)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখায় বলেন: "মুখান্নাস সেই, যার অঙ্গে কোমলতা, আওয়াজ মহিলাদের ন্যায় এবং মহিলাদের মতোই থাকে। কাউকে হিজড়া বলাতে তার অপমানবোধ হয়, যাতে সম্মানহানীর দাবী সাব্যস্ত হতে পারে এবং সেই শাস্তি (যা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে) হতে পারে, তেমনিভাবে যদি কেউ কাউকে বলে: হে মদ্যপায়ী! হে অবিশ্বাসী! হে বলৎকারী! হে সুদখোর! হে দাইয়্যুস! হে খেয়ানতকারী! হে চোরের মা! এই সমস্ত (অপবাদ লাগানোতেও) একই শাস্তি হতে পারে।" (মিরআত, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

হিজড়াকে হিজড়া বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন:- যে জন্মগতভাবেই হিজড়া, তাকে হিজড়া বলে সম্বোধন করা যাবে কি না?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

উত্তর:- শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে এরকম করা উচিত নয়। কেননা, এতে সে লজ্জিত হয়। অন্তরেও কষ্ট পেতে পারে। যেমনিভাবে বিনা প্রয়োজনে অন্ধকে অন্ধ বলা, খাটোকে খাটো ও লম্বাকে লম্বা বলে সম্বোধন করার শরীয়াতে অনুমতি নেই। তেমনিভাবে এখানে এভাবে (বলার অনুমতি নেই) বরং এমতাবস্থায় তো অন্তরে কষ্ট পাওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে।

হিজড়াদের আচরণ

প্রশ্ন:- হিজড়ার আচরণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর:- আমাদের এখানে যে সমস্ত হিজড়া পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুখান্নাস হয়ে থাকে আর কিছু সংখ্যক তৃতীয় লিঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যাদেরকে খুনছা অথবা কঠোর খুনছা বলা হয়। তাদের মধ্যে অনেকে ভদ্র ও **আল্লাহ্** ওয়ালা হয়ে থাকে। আর কিছু সংখ্যক ভিক্ষুকের পেশা গ্রহণ করে, নাচ দেখায়, ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় এবং এই অশ্লীল পদ্ধতিতে হারাম রুজি উপার্জন করে খায় এবং নিজেকে জাহান্নামের হকদার বানায়। এজন্য সাবধান! এমন লোকদেরকে কখনোও ঘরে প্রবেশ করতে দিবেন না এবং তাদের ভিক্ষা দিয়ে গুনাহে ভরা কাজে তাদের সাহায্য করবেন না। কেননা, পেশাদার ভিক্ষুককে দান করা গুনাহ।

প্রশ্ন:- অনেক সময় তো হিজড়া একেবারে উঠে পড়ে লেগে যায় এবং কিছু ছাড়া ফেরার নামই নেয় না। বিশেষ করে বিয়ে, অথবা সন্তান জন্মের অনুষ্ঠান সমূহে অনেক বেশি এক গুয়েঁমী করে। আর যদি তাদেরকে কিছু দেয়া না হয়, তবে অসম্মানজনক আচরণ করে। এমন অবস্থায় কি করা যায়?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

উত্তর:- যতটুকু সম্ভব তাদের থেকে পিছু ছাড়িয়ে নেয়া উচিত, আর যদি সত্যিকারেই তাদের আচরণে অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয় তবে তাদের চুপ করানোর নিয়্যতে কিছু দেওয়া, দাতার জন্য জায়েয। কেননা, হাদীসে মোবারাকা থেকে প্রমানিত যে, যদি কোন কবি কারো দুর্নাম করে কবিতা লিখার মাধ্যমে তার সম্মানহানি করে, তবে তাকে চুপ করানোর জন্য কিছু দেয়া জায়েয। যদিও বা এটা ঘুষ, কিন্তু এমতাবস্থায় ঘুষ দেওয়া জায়েয। আর গ্রহণকারীর জন্য সর্বাবস্থায় হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

তৃতীয় লিঙ্গ তথা খুনচা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান

প্রশ্ন:- মুখান্নাসের ব্যাপার তো বুঝে আসলো, তারা শারীরিক আকৃতিতে পুরুষই। কিন্তু এখন আপনি তৃতীয় লিঙ্গ অর্থাৎ খুনছা এবং কঠোর খুনছার আলোচনা করলেন, তাহলে এটাও বলে দিন যে তাদের সংজ্ঞা ও নির্দেশন কি?

উত্তর:- পুরুষ ও মহিলার পাশাপাশি একটি তৃতীয় লিঙ্গও রয়েছে। ফিকহের কিতাব সমূহে তাদের সংজ্ঞা কিছুটা এরূপ করা হয়েছে: "যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের লজ্জাস্থান রয়েছে তাদেরকে খুনছা বলা হয়।" (মুহিত বরহানী, ২৩তম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা) ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی খুনছার সংজ্ঞায় এটাও সংযোজন করেন যে, "অর্থাৎ তাদেরকেও খুনছা বলা হয়, যারা উভয় লজ্জাস্থান থেকে একটিরও অধিকারী নয়, বরং শুধুমাত্র সামনের দিকে একটি ছিদ্র থাকে যা দ্বারা প্রাকৃতিক কাজ সেরে নেয়।"

(তাবয়িনুল হাকায়িক, ৭ম খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রাহকয়িক, ৯ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

“**বাদায়িয়ুস সানায়ি**” এর মধ্যে খুনছা সম্পর্কিত বাক্যের সারাংশ হচ্ছে: “যদি সন্তানের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের লজ্জাস্থান থাকে এবং যদি সে পুরুষালী লজ্জাস্থান দ্বারা প্রস্রাব করে তবে সে পুরুষ এবং যদি মহিলার লজ্জাস্থান দ্বারা প্রস্রাব করে তবে সে মহিলা হিসেবে গন্য হবে এবং অবশিষ্ট অঙ্গকে অতিরিক্ত বলে গন্য করা হবে। যদি উভয় লজ্জাস্থান থেকে প্রস্রাব আসে তবে যেটা দিয়ে সর্ব প্রথম বের হবে সেটাই তার আসল লজ্জাস্থান হবে। উদাহরন স্বরূপ: যদি প্রথমে মহিলার লজ্জাস্থান দিয়ে প্রস্রাব করে তবে সে মহিলা হিসেবে গন্য হবে। যদি উভয় স্থান দিয়ে একই সময় প্রস্রাব করে, তবে তার জাত নির্দিষ্ট করা (অর্থাৎ সে পুরুষ নাকি মহিলা নির্দিষ্ট করা) অত্যন্ত কঠিনতর আর এমন ব্যক্তিকে কঠোর খুনছা বলে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি পুরুষের নিদর্শন থেকে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় যেমন; দাঁড়ী বেরিয়ে যায়, তবে শরীয়াতের বিধিবিধানের উপর আমল করার ব্যাপারে সে পুরুষ হিসেবে গন্য হবে। আর যদি মহিলা জাতীয় কোন নিদর্শন প্রকাশ পায়। যেমন; স্তন বের হয়ে যায়, তবে সে মহিলা হিসেবে গণ্য হবে এবং তার উপর মহিলার যাবতীয় মাসয়ালা বর্তাবে।” (বাদায়িয়ুস সানাই, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা) আর যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর শুধুমাত্র পুরুষ অথবা মহিলার নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পরিবর্তে উভয়ের নিদর্শন প্রকাশ পায়, যেমন: দাঁড়ীও গজায় এবং স্তনও বের হয়, তবে এমতাবস্তায়ও তাকে কঠোর খুনছা হিসেবে গণ্য করা হবে। (ফতোওয়ায়ে শামী, ১০ম খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এক হিজড়ার ক্ষমা পাওয়ার ঘটনা

হিজড়াকে সাধারণত লোকেরা ঘৃণা করে এবং তাকে নিকৃষ্ট মনে করে। এমন করা উচিত নয়। কেননা, সেও **আল্লাহ্ তাআলার** বান্দা এবং **তিনিই** তাকে সৃষ্টি করেছেন আর হিজড়ারও উচিত যে, গুনাহ এবং নাচ গানের মতো হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ থেকে যেন বিরত থাকে, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করে। আসুন! একজন সৌভাগ্যবান হিজড়ার ঘটনা লক্ষ্য করুন, হতে পারে হিজড়ারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে যে, আহ! যদি আমার সাথে এরূপ হতো। হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব বিন আব্দুল মাজিদ ছাকফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "আমি একটি জানাযা দেখলাম, যা তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা বহন করছিলো, আমি সেই মহিলার অংশটা বহন করলাম, জানাযার নামায আদায় করে কাফন দাফনের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর আমি সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম: মরহুমের সাথে আপনার কিসের সম্পর্ক ছিলো? বললো: সে আমার সন্তান ছিলো। আমি বললাম: প্রতিবেশীরা কেন জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি? বললো: আসলে আমার সন্তান মুখান্নাস (হিজড়া) ছিলো। এজন্য লোকেরা তার জানাযায় অংশগ্রহণ করাকে গুরুত্ব দেয়নি। সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব বিন আব্দুল মাজিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই দুঃখীনী মায়ের প্রতি আমার দয়া হলো। আমি তাকে কিছু টাকা আর শষ্য পেশ করলাম। সেই রাতে সাদা পোশাক পরিহিত একজন ব্যক্তি পূর্ণিমার চাঁদের মতো নূর বর্ষণ করে আমার স্বপ্নে আসলো। আর আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আমি বললাম: مَنۡ اَنۡتَ؟ অর্থাৎ আপনি কে? বললো: আমি সেই মুখান্নাস (হিজড়া), যাকে আজ আপনি দাফন করেছেন। লোকেরা আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো বিধায় **আল্লাহ্ তাআলা** আমার প্রতি দয়া করেছেন।" (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

কনের পা ধৌত করা পানি ছিটানো কেমন?

প্রশ্ন:- কনের পা ধৌত করে সেই পানি ঘরের চার কোনায় ছিটানো কেমন?

উত্তর:- মুস্তাহাব। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "কনেকে বিয়ের পর শশুড় বাড়ি নিয়ে আসলে মুস্তাহাব হচ্ছে তার পা ধৌত করে সেই পানি ঘরের চারদিকে ছিটানো। এতে বরকত অর্জিত হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২য় খন্ড, ৫৯৫ পৃষ্ঠা। মাফাতিহুল হান্নান, শরহে শরআতুল ইসলাম, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- শুনেছি মহিলার উপর প্রথম যে দৃষ্টি পড়ে, তা ক্ষমাযোগ্য এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর:- যদি অনিচ্ছায় কোন মহিলার প্রতি প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে এবং সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে তা ক্ষমাযোগ্য। যদি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দেয় তবে প্রথমবারই দৃষ্টি দেয়া হারাম আর জাহান্নামের নিয়ে যাওয়া মতো কাজ। **আল্লাহ্ তাআলা** পুরুষদেরকে দৃষ্টি হিফাযতের ব্যাপারে ১৮ পারার সূরা নূরের ৩০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِہِمۡ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে;

মহিলাদেরকে দৃষ্টি হিফাযতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

وَ قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِہِنَّ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে;

দৃষ্টি দেয়া সম্পর্কিত ৪টি হাদীস শরীফ

দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও

(১) হযরত সায়্যিদুনা জারির বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বর্ণনা করেন: "একবার আমি **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও।" (সহীহ মুসলিম, ১১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৯)

ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দিওনা

(২) **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন শেরে খোদা মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِیۡم কে ইরশাদ করলেন: "এক দৃষ্টি দেয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিওনা।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(অর্থাৎ যদি হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিওনা। কেননা, প্রথম দৃষ্টি জায়েয আর দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়েয।)

(সুনান আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১৪৯)

দৃষ্টি হিফাযতের ফযীলত

(৩) **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে মুসলমান কোন মহিলার সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রথমবার (অনিচ্ছাকৃত) দৃষ্টি দেয়, অতঃপর নিজের দৃষ্টিকে নত করে নেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন ইবাদতের সামর্থ্য দান করবেন যার স্বাদ সে অনুভব করবে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২২৩৪১)

শয়তানের বিষাক্ত তীর

(৪) **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন; হাদীসে কুদসী হচ্ছে: "দৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর, সুতরাং যে ব্যক্তি আমার ভয়ে সেটাকে ত্যাগ করবে, তবে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে তার অন্তরে অনুভব করবে।" (আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, ১০ম খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১০৩৬২)

চোখে আগুন ভর্তি করা হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ উদ্বৃত করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

"যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে। কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুন ভর্তি করে দেয়া হবে।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

হযরত আল্লামা আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্বৃত করেন: "মহিলার সৌন্দর্য্যের প্রতি তাকানো ইবলিসের বিষাক্ত তীর সমূহের মধ্যে থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি না-মাহরাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা প্রবেশ করানো হবে।" (বাহরুল দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখার ক্ষমতা রাখে না, সে নিজের লজ্জাস্থানকেও হিফাযত করতে পারে না। ❀ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বলেন: নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করো, এটা অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে, ফিতনার জন্য শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট।" ❀ হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যিনার (ব্যভিচারের) সূচনা কিভাবে হয়? তখন তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "দেখা এবং কামনা করার মাধ্যমে। ❀ হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "শয়তান বলে যে, দৃষ্টি আমার পুরাতন তীর এবং কামান, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।" (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

❀ আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "প্রথমে দৃষ্টি প্রভাবিত হয়, অতঃপর অন্তর প্রভাবিত হয়, অতঃপর লজ্জাস্থান প্রভাবিত হয়।" (আনওয়ারে রযা, ৩৯১ পৃষ্ঠা) ❀ নিঃসন্দেহে চোখের কুফ্লে মদীনা লাগানোর মধ্যেই উভয় জাহানের সফলতা নিহেত রয়েছে।

আঁক উঠতি তো মে জুনজোলা কে পলক সি লেতা,
দিল বিগড়তা তো মে গাভরা কে সাম্ভালা করতা।

মহিলাদের চাদরের দিকেও দৃষ্টি দিওনা

হযরত সায়্যিদুনা আ'লা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "নিজের দৃষ্টিকে মহিলার চাদরের উপরও নিক্ষেপ করোনা। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।" (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২য় খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

কুদৃষ্টি দিয়ে ফেললে কি করবে?

প্রশ্ন:- যদি কারো দৃষ্টি প্রভাবিত হয়েই যায় এবং পুরুষ মহিলার অথবা মহিলা পুরুষের উপর কুদৃষ্টি দিয়ে দেয়, তাহলে সে কি করবে?

উত্তর:- তৎক্ষনাৎ চোখ বন্ধ করে নিবে অথবা দৃষ্টি সেখান থেকে সরিয়ে নিবে আর সম্ভব হলে সেখান থেকে সরে যাবে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে লজ্জিত হয়ে কান্না করে তাওবা করবে এবং যদি পুরুষের সাথে এমন হয় তখন সে আগে ও পরে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে এই দোয়াটি পড়বে: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ্!** আমি মহিলার ফিতনা এবং কবরের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গুনাহ ক্ষমা করানোর ব্যবস্থাপত্র

যখনই কোন গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায় তখন যেকোন নেকী করে নেওয়া উচিত যেমন: দরূদ শরীফ, কলেমায়ে তৈয়্যবা ইত্যাদি পড়ে নিন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "যখনই তোমার দ্বারা কোন মন্দ কাজ সংগঠিত হয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ কোন নেকীর কাজ করে নাও, তাহলে এই নেক আমলটি মন্দ কাজকে মিটিয়ে দিবে।" আমি আরয কললাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ বলা কি নেক আমলের মধ্যে অন্তভূক্ত? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা তো সর্বোত্তম নেকী।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৪৩)

তাওবার নিয়্যতে গুনাহ করা কুফরী

এই হাদীসে পাকটি পাঠ করে مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কেউ এটা মনে করবেন না যে, অনেক সুন্দর একটা ব্যবস্থাপত্র হাতে এসে গেলো। এখন তো বেশি বেশি গুনাহ করতে থাকবো আর لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ পড়তে থাকবো তাহলে গুনাহ মুছে যাবে। **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! এটা শয়তানের অনেক বড় ও মন্দ আক্রমন। এই নিয়্যতে গুনাহ করা যে, পরে তাওবা করে নিবো। এটা খুবই জঘন্যতম কবিরা গুনাহ। বরং প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ "**নূরুল ইরফান**" এর ৩৭৬ পৃষ্ঠায় সূরা ইউসুফ এর নবম আয়াতের এর পাদটীকায় বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

"তাওবার নিয়্যতে গুনাহ করা কুফরী।" এ থেকে সেই সব লোক শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা পরবর্তীতে ক্ষমা চাওয়ার নিয়্যতে অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করে নেন। তাওবা করার জন্য লজ্জিত হওয়া আবশ্যক, লজ্জিত হওয়ারও কি অপরূপ ধরণ হয়ে থাকে। যেমনিভাবে-

এক চক্ষুবিশিষ্ট লোক

হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগে একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিলো, তখন লোকেরা তাঁর কাছে আবেদন করলো: ইয়া কলিমাল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! দোয়া করুন যেন বৃষ্টি বর্ষণ হয়। (তখন) তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "আমার সাথে পাহাড়ে চলো।" সবাই তাঁর সাথে চলতে লাগলো, (হঠাৎ) তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ঘোষনা করলেন: "আমার সাথে এমন কেউ আসবে না, যে কোন গুনাহ করেছে।" এটা শুনে সবাই ফিরে যেতে লাগলো, শুধুমাত্র এক চক্ষু বিশিষ্ট একজন লোক সাথে চলতে লাগলো, হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "তুমি কি আমার কথা শুনোনি?" সে উত্তর দিলো: জ্বী শুনেছি। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "তুমি কি একেবারে নিষ্পাপ?" সে বললো: "ইয়া কলিমাল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! আমার এমন কোন গুনাহের কথা তো মনে নেই। কিন্তু একটি বিষয় বর্ণনা করছি।" তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: "সেটা কি?" সে বললো: "একদিন আমি পথ চলার সময় কারো ঘরে এক চোখ দিয়ে উঁকি মারলাম তখন সেই ঘরে কেউ দাঁড়িয়ে ছিলো। কারো ঘরে এভাবে উঁকি মারায় আমি অনেক লজ্জিত হলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তখন আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে কেঁপে উঠলাম! লজ্জিত হওয়াটা আমাকে অনেক প্রভাবিত করলো এবং যে চোখ দিয়ে উঁকি মেরেছিলাম, সেটাকে উপড়ে ফেললাম! এখন আপনিই বলুন, যদি আমার সেই কাজটা গুনাহ হয়ে থাকে তবে আমিও চলে যাব।" হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে সঙ্গে নিলেন। অতঃপর পাহাড়ে পৌঁছে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সেই লোকটিকে বললেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করো!" তখন সে এভাবে দোয়া করলো: "**হে কুদ্দুছ** عَزَّوَجَلَّ**! হে কুদ্দুছ** عَزَّوَجَلَّ! তোমার ধন ভান্ডার কখনোও শেষ হয় না এবং কৃপণতাও তোমার গুন নয় আপন অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা আমাদের উপর পানি বর্ষণ করো।" সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো এবং তারা উভয়ে পাহাড় থেকে ভিজতে ভিজতে ফিরে আসলেন।" (রাওযুর রিয়াহিন, ২৯৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জানা গেলো, গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَلنَّدَمُ تَوْبَۃٌ অর্থাৎ লজ্জিত হওয়াই তাওবা।" (ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫২) আহ! আমরা দিনে কত শত শত বরং হাজারো গুনাহ করে থাকি, কিন্তু লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা আমাদের সেটার অনুশোচনাই হয় না।

কোয়ি হাফতাহ্ কোয়ি দিন ইয়া কোয়ি ঘন্টা মেরা বলকে,
কোয়ি লমহা গুনাহোঁ ছে নেহি খালি গেয়া হোগা।
নাদামত সে গুনাহোঁ কা ইযালাহ্ কুছ তো হো জাতা,
হামেঁ রোনা ভি তো আতাঁ নেঁহি হায়! নাদামত সে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তি দ্বারা দোয়া করানো আম্বিয়া ও মুরসালীন عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام পদ্ধতি। নিশ্চয় নবীর মর্যাদা উম্মত থেকে বেশি, তারপরও হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আপন উম্মতকে দিয়ে দোয়া করালেন। সব নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওমরা করার অনুমতি দিতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ কে ইরশাদ করলেন: “হে আমার ভাই! আমাকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করিও।” (ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৯৪) হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ মদীনা শরীফের অলিতে গলিতে মাদানী মুন্নাদেরকে (ছোট বাচ্চাদেরকে) বলতেন: “হে বাচ্চারা! দোয়া করো যেন ওমর ক্ষমা পেয়ে যায়।” খলীফায়ে আ'লা হযরত সায়্যিদি ও মুর্শিদি কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মদীনা মুনাওয়ারার বাড়িতে প্রতিদিন মিলাদ শরীফের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। আমিও অনেকবার দেখেছি যে, মিলাদ শেষ হওয়ার পর কাউকে না কাউকে দোয়া করানোর নির্দেশ দিতেন, নিজে দোয়া করাতেন না। এখানে ধর্মীয় লোকদের এবং যিম্মাদার মুবাল্লিগাদের জন্য কতই না সুন্দর শিক্ষা রয়েছে যে, যদি কখনোও কোন মাহফিলে দোয়া করানোর সৌভাগ্য অর্জন না হয়, তবে অসন্তুষ্ট হবেন না এবং মাহফিল শেষে দোয়া করানোকে নিজের অধিকারও মনে করবেন না। যেই দোয়া করুক না কেন, আমিন বলে খুশি মনে দোয়ায় শরীক হয়ে যান এবং দোয়ার বরকত সমূহ অর্জন করুন। **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে উত্তম শব্দ ও জাকজমক দোয়া করলেই যে শুধু দোয়া কবুল হয় এমন নয়, তার দরবারে তো ব্যথিত দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তর দেখা হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইউ তো সব উনহি কা হে পর দিল কি আগার পুছ,
ইয়ে টুটে হোয়ে দিল হি খাছ উন কি কামায়ি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

আমি গুনাহের জলাভূমি থেকে বের হয়ে এলাম

ইসলামী বোনেরা! সত্য অন্তরে দোয়া করলে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াতে তা কবুল হয়ে থাকে, ফরিয়াদ শুনা হয় এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। যেমনিভাবে- পাঞ্জাব এর একজন ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারাংশ হলো; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি গুনাহের জলাভূমিতে মারাত্মকভাবে নিমজ্জিত ছিলাম, অন্তর যদিওবা গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো কিন্তু মুক্তির কোন উপায় দেখছিলাম না, আমি ইলমে দ্বীন সম্পর্কে অজানা ছিলাম, অধিকাংশ সময় কিছুটা এরকম দোয়া করতাম: "হে আমার প্রতিপালক! আমি সংশোধন হতে চাই, আমার সংশোধনের পথ বের করে দাও।" অবশেষে দোয়ার ফল প্রকাশ পেলো এবং একদিন এই সুসংবাদ পেলাম যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ১২ই আগষ্ট ২০০১ইং রবিবার অমুক জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। আমি তো প্রথম থেকেই তৃষ্ণার্থ ছিলাম, সুতরাং আমি ইজতিমার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকি, অবশেষে সেই দিন এসে গেলো এবং আমি প্রবল উদ্দীপনা সহকারে ইসলামী বোনদের সেই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। তিলাওয়াত এবং নাত শরীফ শুনে আমি নিজের অন্তরে শান্তি অনুভব করলাম, যখন মুবাল্লিগাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতে ভরা বয়ান শুরু করলেন তখন আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে শুনতে লাগলাম, যখন বয়ান শেষ হলো তখন আমার চেহারা অশ্রুসিক্ত হয়ে ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

অতঃপর ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ঘোষনা করা হলো, তখন আমি সেখানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করার পাক্কা নিয়্যত করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে আমি গুনাহের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেলাম, আজ আমি এলাকায়ী যিম্মাদার হিসেবে ইসলামী বোনদের মাঝে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রত আছি।

মেরে আমল কা বদলা তো জাহান্নাম হি থা,
মে তো জাতা মুঝে ছরকার নে জানে নাদিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দোয়ার ফযীলত

ইসলামী বোনেরা! আসলেই এই কথাটি বিশুদ্ধ যে, “নিয়্যত পরিস্কার তো মঞ্জিল সহজ” সেই ইসলামী বোনের সংশোধন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিলো আর এর জন্য দোয়াও করতো তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার সংশোধনের ব্যবস্থাও করে দিলেন। আমাদেরও উচিত, নফস ও শয়তানের আক্রমন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করাতে অবহেলা না করা। কেননা, **“দোয়া মুমিনের হাতিয়ার”** দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়, **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) “আমি কি তোমাদের সেই জিনিসের ব্যাপারে বলবো না, যা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দান করবে এবং তোমাদের রিযিক প্রশস্থ করে দিবে, রাত দিন **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট দোয়া করতে থাকো। কেননা, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার।” (মুসনদে আবু ইয়ালা, ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮০৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(২) "দোয়া ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দেয় এবং উপকার করার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায় এবং বান্দা গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০২২)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**বাহারে শরীয়াত**" এর ১৬তম অধ্যায়ের ১৯৯ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: "এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দোয়ার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়, এখানে ভাগ্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাকদীরে মুয়াল্লাক (ঝুলন্ত ভাগ্য) এবং বয়স বৃদ্ধি দ্বারাও এই উদ্দেশ্য যে, উপকার করা বয়স বৃদ্ধির কারণ এবং রিযিক দ্বারা আখিরাতের সাওয়াবই উদ্দেশ্য। কেননা, গুনাহ রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ এবং হতে পারে যে, কখনো দুনিয়াবী রিযিক থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।"

কারো ঘরে উঁকি মেরো না

<u>প্রশ্ন</u>:- জেনে শুনে কারো ঘরে উঁকি মারা কি শরীয়াতে নিষেধ রয়েছে?

<u>উত্তর</u>:- জ্বী, হ্যাঁ! কিন্তু দরজা যদি আগে থেকেই খোলা থাকে এবং অনিচ্ছাকৃত কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে সমস্যা নেই। কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস!! বর্তমানে এই ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলমানই উদাসীন। লোকেরা ঘরের দরজায় নিঃসংকোচে উঁকি মারে, যদি দরজা খোলা নাও থাকে তাহলে লাফিয়ে লাফিয়ে উঁকি মারে, দরজা দিয়ে উঁকি মারে, জানালা দিয়ে উঁকি মারে, পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে এবং এই বিষয়ে কোন দ্বিধাবোধ করে না যে, কারো ঘরে উঁকি মারা শরীয়াতে নিষেধ রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

চোখ উপড়ে ফেলার অধিকার

প্রশ্ন:- যদি দরজায় কড়া নাড়া সত্ত্বেও ভেতর থেকে কোন উত্তর পাওয়া না যায়, তবেও কি ঘরের ভেতর উঁকি মারতে পারবে না?

উত্তর:- উঁকি মারতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা মুলক বাণী হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) অনুমতি নেওয়ার পূর্বেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিলো এবং ঘরের বাসিন্দাদের গোপন কিছু দেখলো, তবে সে এমন কাজ করলো যা তার জন্য বৈধ ছিলো না, যখন সে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি দিয়েছিলো তখন যদি কেউ তার চোখ উপড়ে দিতো তবে তাকে (চোখ উপড়ানো ব্যক্তি) আমি লজ্জিত করবো না। যদি কেউ এমন দরজার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যাতে কোন পর্দা নেই এবং দরজাও বন্ধ ছিলো না, এমতাবস্থায় যদি (অনিচ্ছাকৃতভাবে) সেদিকে দৃষ্টি চলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না বরং গুনাহ ঘরের বাসিন্দাদের হবে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭১৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের এই বাক্য "তাকে লজ্জিত করবো না" এর সম্পর্কে বলেন: "অর্থাৎ চোখ উপড়ানো ব্যক্তিকে আমি কোন প্রকারের শাস্তি দেবো না এবং না তাকে নিন্দিত করবো। কেননা, এখানে দোষ উঁকি মারা ব্যক্তিরই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

স্মরণ রাখবেন! হানাফী মাযহাবে এই বাক্যটি ভয় দেখানো এবং ধমকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তা না হলে সেই চোখ উপড়ানো ব্যক্তি থেকে চোখের বদলা (কিসাস) অবশ্যই আদায় করা হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "اَلْعَيْنُ بِالْعَيْنِ চোখ তো চোখের পরিবর্তেই উপড়ানো যেতে পারে, উঁকি মারার পরিবর্তে নয়।" (মিরআত, ৫ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

কথাবার্তার সময় দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

প্রশ্ন:- কথাবার্তা বলার সময় দৃষ্টিকে নিচে রাখা কি আবশ্যক?

উত্তর:- এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন; যদি পুরুষের সম্মুখস্থ ব্যক্তি (অর্থাৎ যার সাথে কথা বলছে সে) আমরদ (সুশ্রী বালক) হয় এবং তাকে দেখার দ্বারা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় (অথবা শরয়ী অনুমতি সাপেক্ষে পর-পুরুষের সাথে পর-নারী কথাবার্তা বলে) তখন দৃষ্টিকে এভাবে নত রেখে কথাবার্তা বলবে, যেন সম্মুখস্থ ব্যক্তির চেহারায় বরং শরীরের কোন অঙ্গ এমনকি পোশাকের উপরও যেন দৃষ্টি না পড়ে। যদি কোন ধরনের শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে সম্মুখস্থ ব্যক্তির চেহারায় দৃষ্টি দিয়ে কথাবার্তা বলাতেও কোন সমস্যা নেই। যদি দৃষ্টিকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার নিয়্যতে প্রত্যেকের সাথে দৃষ্টি নত রেখে কথা বলার অভ্যাস বানিয়ে নেন, তাহলে এটা খুবই ভাল অভ্যাস। কেননা, পর্যবেক্ষন এটাই বলে যে, বর্তমান যুগে যার দৃষ্টি নত রেখে কথা বলার অভ্যাস নেই, যখন তার সুশ্রী বালক অথবা পর-নারীর সাথে কথা বলতে হয়, তখন দৃষ্টিকে নত রাখা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

প্রিয় নবী ﷺ এর দৃষ্টির অনুকরণ

প্রশ্ন:- **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি প্রদানের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন?

উত্তর:- হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন দিকে তাকাতেন তখন পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে তাকাতেন, দৃষ্টি মোবারক নত হয়ে থাকতো, পবিত্র দৃষ্টি আসমানের পরিবর্তে অধিকাংশ সময় জমিনের দিকে থাকতো, অধিকাংশ সময় চোখ মোবারকের কিনারা দিয়ে দেখতেন।"[১] বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের এই বাক্য "পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে তাকাতেন" এর উদ্দেশ্য হলো; দৃষ্টি সরাতেন না এবং এই বাক্যটি "দৃষ্টি মোবারক নত হয়ে থাকতো" অর্থাৎ যখন কারো দিকে তাকাতেন তখন আপন দৃষ্টি নত করে নিতেন। অযথা এদিক সেদিক তাকাতেন না। সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** মুহাব্বতে মগ্ন থাকতেন, **তাঁরই** স্বরণে লিপ্ত এবং আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতেন।[২] এবং এই বাক্যটি "**তাঁর** দৃষ্টি মোবারক আসমানের পরিবর্তে অধিকাংশ জমিনের দিকে থাকতো" অর্থাৎ এটি **তাঁর** অত্যধীক লজ্জার প্রমাণ বহন করো, হাদীস শরীফে এসেছে; "**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কথাবার্তা বলার জন্য বসতেন তখন নিজের দৃষ্টি শরীফ অধিকাংশ আসমানের দিকে উঠাতেন।"[৩]

---

[১] (শামাইলে তিরমিযী, ২৩ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭)
[২] (আল মাওয়াহিবু লিল্লাদুন্নীয়া ওয়া শারহুয্ যুরকানী আলাল মাওয়াহিবি বিল্লাদুন্নীয়া, ৫ম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)
[৩] (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৩৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অর্থাৎ এই দৃষ্টি উঠানো ওহীর অপেক্ষায় হতো, তা না হলে দৃষ্টি মোবারক জমিনের দিকে রাখা দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো।[১]

জিস তরফ উঠ গেয়ী দম মে দম আ গেয়া, উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।

জশ্নে বিলাদতের বরকতে আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেলো

ইসলামী বোনেরা! আমরা মুসলমানদের জন্য **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুবাগমণের দিনের চেয়ে বড় পুরস্কারের দিন আর কিইবা হতে পারে? সমস্ত নেয়ামত **তাঁরই** ওসীলায় তো পেলাম, এবং এই দিন ঈদের দিন থেকেও উত্তম এজন্য যে, **তাঁরই** ওসীলায় ঈদও ঈদে হয়েছে। এ জন্যই সোমবার শরীফে রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "فِيْهِ وُلِدْتُّ অর্থাৎ এই দিন আমার জন্ম হয়েছে।"

(সহীহ্ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৬২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অগণিত জায়গায় প্রতি বছর **ঈদে মিল্লাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই জাঁকঝমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। রবিউন নূর শরীফের ১২তম রাতে আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং ঈদের দিন **মারহাবা ইয়া মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্লোগানে অসংখ্য জুলুসে মিলাদ বের করা হয়। যাতে লক্ষ লক্ষ আশিকে রাসূল অংশগ্রহণ করে থাকেন।

---

[১] (প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা। মাদারীজুন্ নাবুওয়াত, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে,
বিল ইয়াক্বিঁ হে ঈদে ঈদাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।

জশনে বিলাদতের অসংখ্য বাহার রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটি বাহার শ্রবণ করুন: যেমনিভাবে- একজন ইসলামী বোনের বর্ণনা কিছুটা এ রকম; সাধারণ মেয়েদের মতো আমিও সিনেমা, নাটক দেখায় অভ্যস্থ ছিলাম। গানের প্রতি খুবই আগ্রহী এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে সাজ-সজ্জা করে বেপর্দা অবস্থায় অংশগ্রহণ করায় উৎসাহী ছিলাম। “মৃত্যুর পরে আমার কি হবে” আমার ভিতর এর একটুকুও অনুভূতি ছিলো না! দু’বছর পূর্বে হঠাৎ বাবুল মদীনা করাচীতে আমার আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া হলো। তাদের বাসার একেবারে নিকটে ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হতো। একজন ইসলামী বোনের দাওয়াতে আমিও সেখানে চলে গেলোম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই ইজতিমা আমার চিন্তা-ভাবনাকে একেবারে পরিবর্তন করে দিলো! অতঃপর আমি বাবুল মদীনা করাচীতেই অনুষ্ঠিত রবিউন নূর শরীফের বাহার লক্ষ্য করলাম, তখন অন্তর নেকীর দিকে আরোও ধাবিত হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামায আদায় করা শুরু দিলাম, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং শরয়ী পর্দা নসীব হয়ে গেলো। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করাবস্থায় এই বর্ণনা লিখা পর্যন্ত এলাকা পর্যায়ে মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আয়ী নয়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলেগা, আলম নে রঙ্গ বদলা সুবহে শবে বিলাদত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

জশ্নে বিলাদত দেখে ইসলাম গ্রহণ

ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ্ তাআলা হিদায়েত দানকারী, তিনি যখন কাউকে কিছু দিতে চান, তখন নিজেই তার ব্যবস্থা করে দেন। যেমনিভাবে; একজন মর্ডাণ যুবতীর জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াতে সে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! জশনে বিলাদতের কি অপূর্ব শান! এর মাধ্যমে না জানি কতো পথহারা পথ খুঁজে পেয়েছে। একজন ইসলামী ভাই বর্ণনা করেন: জশনে বিলাদতে মসজিদের আলোকসজ্জার প্রতি প্রভাবিত হয়ে একজন কাফির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলো যে, বাহ! বাহ! মুসলমানেরা নিজের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে কত আয়োজন সহকারে আনন্দ উদযাপন করে, মুসলমানদের তাদের নবীর প্রতি কিরূপ ভালবাসা রয়েছে।

জশ্নে বিলাদত উদযাপনকারীর প্রতি প্রিয় আক্বা ﷺ খুশি হন

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও তাঁর জশ্নে বিলাদত উদযাপনকারীকে ভালবাসেন। যেমনিভাবে- আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: “অনেক আশিক্বনে রাসূল জশ্নে বিলাদত উদযাপনের কারণে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে অত্যন্ত খুশি অবস্থায় দেখেছে এবং বলতে শুনেছে: مَنۡ فَرِحَ بِنَا فَرِحۡنَا بِهٖ অর্থাৎ যে আমার প্রতি খুশি উদযাপন করে থাকে, আমিও তার উপর খুশি হয়ে যাই।” (খুলাছা ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫তম খন্ড, ৫২২,৫২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

খুশিয়াঁ মানও ভাইও! ছরকার আঁ গেয়ে,
ছরকার আঁ গেয়ে শাহে আবরার আঁ গেয়ে।
ঈদে মিলাদুন্নবী সে হাম কো বেহদ পিয়ার হে,
اِنْ شَآءَ اللّٰه দো জাঁহা মে আপনা বেড়া পার হে।

অবৈধ প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত ভাবে কারো প্রেমে আসক্ত হয়ে যায় এবং শরীয়াত বিরোধী কোন আচরণ না করে। তবে কি সে গুনাহগার হবে?

উত্তর:- জ্বী, না। কেননা, এতে তার কোন ক্ষমতা ছিলো না।

প্রশ্ন:- তাহলে এখন প্রেম রোগীর কি করা উচিত?

উত্তর:- ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব অর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন:- কি অপরূপ! প্রেমের মাধ্যমে সাওয়াবও অর্জন করা যায়?

উত্তর:- কেন নয়! এ কথাটা স্মরণ রাখবেন যে, না চাওয়া সত্ত্বেও যদি প্রেম হয়ে যায়, সেই অবস্থায়ও সাওয়াব অর্জন করার জন্য শরীয়াতের আনুগত্য আবশ্যক। উদাহরস্বরূপ; যদি কোন পুরুষের দৃষ্টি হঠাৎ কোন পর-নারীর উপর পড়ে যায় এবং তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া সত্ত্বেও তার (সেই নারীর) চেহারা তার মনে গেঁথে যায়। অতঃপর অনিচ্ছাকৃত তার খেয়াল চলে আসে এবং না সেই নারীকে ইচ্ছাকৃত দেখেছে, না তার সাথে কখনও সাক্ষাৎ করেছে, ফোনেও কথাবার্তা হয়নি, তাকে (নারীকে) কখনোও ভালবাসাপূর্ণ চিঠিও লিখেনি এবং তাকে (নারীকে) কখনোও কোন ধরণের উপহারও দেয়নি, মোটকথা সেই ঘটে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত ভালবাসাকে এমন ভাবে গোপন করে রাখে যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

অন্য কেউ বরং সেই মেয়েটিও সে সম্পর্কে জানে না। তাহলে সেই সত্যিকার প্রেমিক যদি এমন ভালবাসায় ভুগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদ। যেমনিভাবে- **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: “যে ব্যক্তি কারো প্রেমে আসক্ত হলো এবং সে পবিত্রতা অবলম্বন করলো এবং ভালবাসাকে গোপন রাখল অতঃপর সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, তবে সে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করলো।” (তারিখে বাগদাদ, ১৩তম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, নম্বর-৭১৬০) আপনারা দেখলেন তো! সত্যিকার প্রেমিকের জন্য এটা শর্ত যে, সে যেন পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং নিজের ভালবাসাকে গোপন রাখে। তখন সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে শহীদ বলে গণ্য হবে। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**বাহারে শরীয়াত**” এর ১ম খন্ড ৮৫৯ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শাহাদাতের ৩৬ প্রকার বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১৬ নম্বর এটা যে (সে ব্যক্তিও শহীদ যে) প্রেমে আসক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু শর্ত হলো, যেন পবিত্রতা অবলম্বন করে।

প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর বিয়ে করতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর বিবাহ করাতে কি শরয়ী কোন বাঁধা রয়েছে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

উত্তর:- যদি কোন শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে বিবাহ করতে পারবে। স্মরণ রাখবেন! বিবাহের পূর্বে সাক্ষাৎ, চিঠি-পত্র, ফোনে কথাবার্তা এবং উপহার আদান-প্রদান করা ইত্যাদি হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিছু প্রেমিক-প্রেমিকা পিতামাতা থেকে লুকিয়ে “কোর্ট ম্যারেজ” করে। এরকম করাতে অবশ্যই পিতামাতার অন্তরে কষ্ট দেওয়া এবং বিশেষ করে মেয়ের পিতামাতার অসম্মানি হয় এবং ছেলে যদি মেয়ের (কুফু) যোগ্য না হয় তবে মেয়ের পিতা অথবা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে আসলে বিয়েই হয় না। (যোগ্যতা (কুফু) সম্পর্কিত আরও প্রশ্নোত্তর কয়েক পৃষ্ঠা পর আসবে) নিজের অবৈধ প্রেমের জন্য مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ্র পানাহ!) হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং জুলেখার ঘটনাকে দলিল বানানো অনেক বড় বোকামী ও হারাম। স্মরণ রাখবেন! প্রেম শুধু জুলেখার পক্ষ থেকেই ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পবিত্র সত্ত্বা তা থেকে পবিত্র ছিলো, প্রত্যেক নবী মাসুম (নিষ্পাপ)।

শরীয়াত বিরোধী প্রেম-ভালবাসার ধ্বংসলীলা

প্রশ্ন:- আজকাল প্রেম-ভালবাসার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শরীয়াতের বিরোধীতা করা হয়, এর কারণ কি?

উত্তর:- এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান না থাকা ও সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরত্ব। এই কারণেই চারিদিকে গুনাহের বন্যা বয়ে চলছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

T.V, V.C.R এবং ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রেম কাহিনী ও অশ্লিল সিনেমা দেখে অথবা প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম কাহিনীপূর্ণ পত্রিকার খবর এবং উপন্যাস, বাজারি মাসিক পত্রিকা, গল্পগুচ্ছ, কাল্পনিক প্রেম কাহিনী পড়ে বা সহ শিক্ষার কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে নারী-পুরুষ একত্রে ক্লাসে বসে বা না-মাহরাম আত্মিয়ের সাথে মেলামেশা করে নিঃসংকোচতার অতল গহ্বরে পতিত হয়ে কেউ না কেউ কারো প্রেমে পড়ে যায়। প্রথমে একপক্ষ থেকে হয় অতঃপর যখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়জনকে জানিয়ে দেয়, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায়। অতঃপর সাধারণত গুনাহের ভয়াবহ তুফান শুরু হয়ে যায়। ফোনের মাধ্যমে মন ভরে নির্লজ্জ কথাবার্তা বরং বেপর্দা হয়ে পরস্পর সাক্ষাত করা অব্যহত থাকে। চিঠিপত্র ও উপহার আদান-প্রদান হয়। গোপনে গোপনে বিয়ের কথার্বাতাও চলতে থাকে এবং পরস্পর বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়, যদি পরিবারের লোকেরা বিয়েতে বাধা প্রদান করে, তবে অনেক সময় তারা পালিয়ে যায়। অতঃপর পত্রিকায় তাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বংশের সম্মান লোকের সামনে ধুলোয় মিশে যায়। কখনোও 'কোর্ট ম্যারেজ' করে, আবার কখনোও مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) এমনিতেই বিয়ে ছাড়াই..., এছাড়া এমনও হয়ে থাকে যে, যদি পালিয়ে যেতে না পারে, তখন আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। যার খবর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আপনাদের শিক্ষার জন্য জমাদিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী (৫-৬-২০০৬) সোমবারের জং পত্রিকার পক্ষ থেকে ইন্টারনেটের একটি সংবাদ নাম প্রকাশ না করে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

তিন যুবতী বোনের সম্মিলিত আত্মহত্যা

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি শহরে তিন যুবতী বোনের বিষাক্ত ট্যাবলেট খেয়ে সম্মিলিত আত্মহত্যা করে। ১৭ বছরের বোন ফার্স্ট ইয়ারে, ১৯ বছরের বোন থার্ড ইয়ারে ও ২৬ বছরের বোন **M.A** এর ছাত্রী ছিলো। রাতভর তারা তাদের মায়ের সাথে নিজের পছন্দনীয় বিয়ে ও সামাজিক বিষয়াদী নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো এবং তিন বোনের মধ্যে সর্বদা তর্কাতর্কি হতেই থাকতো। মা তাদের বিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী দিতে চাইছিলো। গতরাতেও সামাজিক বিষয়াদী ও বিয়ের ব্যাপারে তাদের মায়ের সাথে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত ছিলো। রাতে তিন বোন একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করে একত্রে বিষাক্ত ট্যাবলেট খেয়ে নিলো। পরে তাদেরকে ডাক্তারের কাছে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা প্রায় আধ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনজনই তাদের বিধবা মায়ের সাথে বসবাস করতো, তাদের লাশের পোষ্টমর্টেম ৮ ঘণ্টা পর করা হয়। অতঃপর তিন বোনকে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাটি দেয়া হলো। পত্রিকায় উল্লেখিত নামে ধারণা করা যায় যে, তারা তিনজনই মুসলমান ছিলো, তাই এটাই দোয়া যে, **হে আল্লাহ্!** আমাদের এবং এই তিন মরহুমা বোনকে ও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ভালবাসায় ব্যর্থ হওয়ায় আত্মহত্যা

(নাওয়ায়ে ওয়াক্ত) নামক করাচীর দৈনিক পত্রিকায় ৪ঠা আগষ্ট ২০০৪ইং তারিখের আরও দুটি খবর লক্ষ্য করুন: (১) পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করতে না পেরে এক যুবকের বিষ পান। (২) ভালবাসায় ব্যর্থ হয়ে (দাদু) সিন্ধু প্রদেশের এক যুবকের আত্মহত্যা। এরকম মৃত্যু খুবই আফসোসের হয়ে থাকে।

অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বাঁচার পদ্ধতি

প্রশ্ন:- অবৈধ প্রেম-ভালবাসার কারণ ও তা থেকে বাঁচার পদ্ধতি বলে দিন।

উত্তর:- নগ্নতা ও অশ্লীলতা, সহ শিক্ষা, বেপর্দা, সিনেমা, উপন্যাস এবং পত্রিকার প্রেম কাহিনী ও অশ্লীল বিষয়াদি পাঠ করা ইত্যাদি অবৈধ প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। ছোটবেলায় এক সাথে খেলাধুলাকারী ছেলে-মেয়ে ও বাল্যকালের বন্ধুত্বের কারণে এতে পতিত হতে পারে। পিতামাতা যদি প্রথম থেকেই নিজের সন্তানকে অন্যের সাথে, নিকটাত্মীয় বরং আপন ভাই বোনের সন্তানদের সঙ্গে, এমনিভাবে নিজের মেয়েকে অন্যের ছেলের সাথে খেলাধুলা করা থেকে বিরত রাখতে সফল হন এবং বর্ণনাকৃত প্রতিটি কারণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন, তবে এই ভালবাসার রোগ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তি পাওয়া যাবে। সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি কারো অন্তরে সত্যিকারে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে ভালবাসার রোগ থেকে বেঁচে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মুহাব্বত গেয়র কি দিলো সে নিকালো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মুঝে আপনা হি্ দিওয়ানা বানা লো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

কত বছর বয়সে বিয়ে করা উচিৎ?

প্রশ্ন:- বিয়ে কত বছর বয়সে করা উচিত?

উত্তর:- পিতামাতার উচিত, যখন সন্তান বালিগ হয়, তখন তাকে যেন বিয়ে দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) "যার ঘরে ছেলে সন্তান জন্ম নেয়, সে (যেন) তার উত্তম নাম রাখে। উত্তম আদব শেখায় এবং যখন সে বালিগ হয় তখন যেন তার বিয়ে করিয়ে দেয়। যদি তাকে বালিগ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে না করায় এবং সে (ছেলে) কোন ধরনের গুনাহে পতিত হয় তখন তার সেই গুনাহ পিতার উপর হবে।" (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৬৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই বাক্য "তার গুনাহ পিতার উপর বর্তাবে" এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন: "এটা সেই অবস্থায় যে, যদি সন্তান গরীব হয় এবং বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে এবং যদি পিতা সম্পদশালী হয় এবং সন্তানের বিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু অমনোযোগিতা অথবা সম্পদশালী পরিবারের মেয়ের সন্ধানে বিয়ে না দেয়। সেই অবস্থায় সন্তানের গুনাহ সেই অমনোযোগী পিতার উপর হবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৫ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা) (২) "**তাওরাতে**"র মধ্যে বর্ণিত আছে: "যার কন্যা সন্তানের ১২ বছর পূর্ণ হয়ে যায় এবং সে তার বিয়ে না দেয়। যদি সে মেয়ে কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সেই গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৬৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"**মিরআতুল মানযিহ**" ৫ম খন্ডের ৩১ পৃষ্ঠায় এ হাদীসে পাকের বাক্য "যার কন্যা সন্তানের ১২ বছর পূর্ণ হয়ে যায় এবং সে তার বিয়ে না দেয়" এর টীকায় বর্ণনা করেন: "অর্থাৎ যোগ্যতা সম্পন্ন হয় (কুফু মিলে যায়) এবং পিতা বিয়ে করিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এতদাসত্ত্বেও শুধুমাত্র সম্পদশালীর সন্ধানে উদাসীনতার কারণে বিয়ে না দেয়।" এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তৌফিক দেয়, তাহলে কন্যা সন্তানের বিয়ে ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই করিয়ে দিন। এখন তো পঁচিশ, ত্রিশ বছরের যুবতীও অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে বসে থাকে। না **B.A.** পাশ লাখপতি ছেলে পাওয়া যায়, না বিয়ে হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** মুসলমানদের চোখের পর্দা উঠিয়ে দিন। এই বাক্য "সেই গুনাহ তার পিতার উপর হবে" এর টীকায় বলেন: "অর্থাৎ সেই মেয়ের কৃত গুনাহের ভাগিদার তার পিতাও হবে। কেননা, সে (পিতা) তার (মেয়েটি) গুনাহের কারণ হয়েছে।" (মিরআতুল মানাযিহ, ৫ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা) আফসোস! আজকাল দুনিয়ার প্রচলিত রীতিনীতির কারণে বিয়ে দিতে দেরী করা হয়, যার কারণে প্রেম-ভালবাসার বিস্তার ও অগণিত গুনাহের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। আহ! যদি এমন কোন মাদানী রীতি প্রচলিত হয়ে যেতো যে, ছেলে ও মেয়ে যখনই বালিগ হওয়ার বয়সে পা রাখে তখনই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে আমাদের সমাজ অগণিত গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

জ্বিন যদি নারীর উপর আসক্ত হয়ে যায় তবে...?

প্রশ্ন:- জ্বিন যদি কোন নারীর প্রেমে পড়ে যায় ও টাকা পয়সা দেয় তখন কি করতে হবে?

উত্তর:- ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে এমনি একজন নারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যাকে জ্বিন টাকা ইত্যাদি দিয়ে যেতো, তখন তিনি উত্তরে বললেন: "সেই জ্বিন যা কিছু নারীকে দেয়, তা নেয়া হারাম। কেননা, সেটা ব্যভিচারের ঘুষ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৩ খন্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

জ্বিন যদি নারীকে জোরপূর্বক উপহার দেয় তবে...?

প্রশ্ন:- যদি সেই জ্বিন নারীকে জোরপূর্বক টাকা দেয় তখন সে কি করবে?

উত্তর:- যদি জ্বিন নেয়ার জন্য বাধ্য করে তাহলে নিয়ে ফকিরদেরকে সদকা করে দিবে। সেটা নিজে ব্যবহার করা হারাম। (প্রাগুক্ত, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

প্রেমিক-প্রেমিকার উপহার প্রদানের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন:- প্রেমিক-প্রেমিকা যদি পরস্পরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করে। তবে তার হুকুম কি?

উত্তর:- (এটা ঘুষ) কবিরা গুনাহ, মারাত্মক হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। "**আল বাহরুর রাইক**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের মাঝে যে উপহার আদান-প্রদান করে তা ঘুষ, সেটাকে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব এবং অন্য কেউ সেগুলোর মালিক হতে পারবে না।"

(আলবাহরুর রাইক, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

নাজায়িয উপহার ফেরত দেওয়ার উপায়

প্রশ্ন:- এরকম উপহার যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল যদি সে মরে যায়, তাহলে কি করবে? যদি তাওবা করে নেয়, তাহলে কি রাখা জায়িয হবে?

উত্তর:- ঘুষের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যে সম্পদ ঘুষ অথবা কবিতা বা গান গেয়ে অথবা চুরি করে অর্জন করে, তার উপর ফরয যে, যার কাছ থেকে নিয়েছিলো তাকে যেন ফিরিয়ে দেয়। যদি সে না থাকে তা হলে তার উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিবে। আর যদি তার ঠিকানা জানা না থাকে তবে ফকিরদের সদকা করে দিবে। বেচাকেনা ইত্যাদি কোন কাজে সেই সম্পদকে ব্যবহার করা মারাত্মক হারাম। উল্লেখিত অবস্থা ব্যতিত অন্য কোন উপায়, এর ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না। একই হুকুম সুদ ইত্যাদি অসৎ লেনদেনের। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তা (অর্থাৎ সুদ) যার কাছ থেকে নিয়েছিলো তাকেই বিশেষভাবে ফিরিয়ে দেয়া ফরয নয় বরং তার অধিকার রয়েছে মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার বা খয়রাত করে দেয়ার।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা) আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: “যদি (নৃত্য পরিবেশনকারী বা গায়ককে টাকা দেয়ার) আসল উদ্দেশ্য ভালবাসা বৃদ্ধি করা এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করা হয়, তাহলে অবশ্যই ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং তা ছিনিয়ে নেয়ার হুকুমে গন্য হবে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সুদর্শন বালককে উপহার দেয়া কেমন?

প্রশ্ন:- পুরুষের যৌন উত্তেজনা সহকারে সুদর্শন বালকের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ও তাকে আরো আসক্ত করার জন্য উপহার ও দাওয়াতের ব্যবস্থা করা কেমন?

উত্তর:- এমন বন্ধুত্ব না জায়িয ও হারাম। বরং ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: “সুদর্শন বালকের দিকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখাও হারাম।” **(তাফসীরে আহমদিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)** এবং যৌন উত্তেজনার কারণে তাকে উপহার দেওয়া অথবা তাকে দাওয়াত করাও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

মহিলারা নামাহারিমকে উপহার দিতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা না-মাহরাম আত্মীয় যেমন; খালু, ফুফা, দুলাভাই ইত্যাদিকে ভাল নিয়্যতে কোন মাহরামের মাধ্যমে উপহার পাঠাতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর:- পাঠাতে পারবে না। উপহারের অদ্ভুত প্রভাব হয়ে থাকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “উপহার হাকীমকে (বিচারককে) অন্ধ করে দেয়।” **(আল ফিরদাউছ বিমাছুরিল খাত্তাব, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৬৯)** অন্য একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “উপহার দাও ভালবাসা বাড়বে।” **(আসসুনা নুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)** যাই হোক নারীদের তার না-মাহরাম আত্মীয়ের অন্তরে ভালবাসার বীজ বপন করার অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রশ্ন:- কতিপয় প্রেমিক মুর্খতার কারণে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও জুলেখার উদাহরণ পেশ করে, তাদের কে কিভাবে উত্তর দেয়া যায়?

উত্তর:- **নিশ্চয়** সেই দুর্ভাগা প্রেমিক মারাত্মক ভুলে লিপ্ত রয়েছে। নফসের ধোকায় পড়ে শয়তানের কথানুযায়ী চিন্তাভাবনা না করেই কোন নবীর ব্যাপারে মুখ খোলা ঈমানের জন্য খুবই সাংঘর্ষীক। স্মরণ রাখবেন! নবী عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর সামান্য পরিমাণ বেয়াদবীও কুফরী। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** নবী ছিলেন এবং প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ। নবীর দ্বারা কোন প্রকারের মন্দ কাজ সংগঠিত হওয়া অসম্ভব। যেমনিভাবে- **আল্লাহ্ তাআলা** ১২তম পারা সূরা ইউসুফের ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ

(পারা১২, সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় স্ত্রীলোকটা তার কামনা করেছিলো এবং সেও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতো যদি আপন রবের নিদর্শন না দেখতো।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** সমস্ত নবীদের عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام পবিত্র অন্তরকে মন্দ চরিত্র ও মন্দ কাজ থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম চরিত্র দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তারা সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, "যখন জুলেখা তাঁর সামনে আসলো তখন তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে দেখলেন যে, আঙ্গুল মোবারককে দাঁতের নিচে চাপ দিয়ে তাঁকে বেঁচে থাকার ইশারা করেছেন।"

(খাযায়িনুল ইরফান, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

সত্য এটাই যে, প্রেম শুধু জুলেখার পক্ষ থেকে ছিলো হযরত ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র সত্বা তা থেকে পবিত্র ছিলো। পারা ১২, সূরা: ইউসুফের ৩০ নং আয়াতে মিশরের অভিজাত অনেক মহিলার বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِی الۡمَدِیۡنَةِ امۡرَاَتُ الۡعَزِیۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۳۰﴾

(পারা: ১২, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং শহরে কিছু নারী বললো, "আযীযের স্ত্রী [১] তার যুবকের[২] হৃদয়কে প্রলোভিত করেছে; নিশ্চয় তাঁর[৩] প্রেম তার[৪] অন্তরকে উন্মত্ত[৫] করেছে, আমরাতো তাকে[৬] সুস্পষ্ট প্রেম-বিভোর[৭] দেখতে পাচ্ছি।"

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "জুলেখার প্রবল ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে পাকে তাঁর বিরত থাকাকে অনেক প্রসংশা করেছেন।"

(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

---

(১) অর্থাৎ জুলেখা, (২) অর্থাৎ হযরত ইউসুফ, (৩) অর্থাৎ হযরত ইউসুফ, (৪) অর্থাৎ জুলেখা, (৫) অর্থাৎ ছেয়ে গেলো, (৬) অর্থাৎ জুলেখাকে, (৭) অর্থাৎ প্রেমে বিভোর,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

জুলেখার কাহিনী

প্রশ্ন:- “জুলেখার কাহিনীটি” শুনিয়ে দিন যেন হযরত ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ব্যাপারে প্রচার হওয়া ভুল ধারণা, দূর হয়ে যায়।

উত্তর:- জুলেখার ঘটনা খুবই অদ্ভুত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর তাফসীর “**সূরা ইউসুফ**” এ বর্ণিত খুবই দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি: “পশ্চিমাদেশের বাদশাহ তেয়মুছের খুবই সুন্দরী শাহাজাদী ছিলো। নয় বছর বয়সে যখন সে স্বপ্নযোগে প্রথমবার সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দর্শন করলো তখনই সে ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রেমে পাগল হয়ে গেলো। ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্য্যতার কি অপরূপ মাধুর্য? যখন তাকে মিসরের বাজারে আনা হলো তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আসল সৌন্দর্য্যের পর্দা উঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে দৌড়াদোড়ি করতে লাগলো, সেই ভীড়ে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পুরুষ ও মহিলা মারা গেলো, ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্য্যতার আকর্ষন সহ্য করতে না পেরে আরও পাঁচ হাজার পুরুষ ও ৩৬০ জন যুবতী নারী মৃত্যুবরণ করলো। জুলেখা একজন মূর্তি পূঁজারি ছিলো। সে ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এমনকি সময়ের আবর্তনে সে বৃদ্ধা, অন্ধ ও দরিদ্র হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

যখন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মিশরে আগমন করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সংবর্ধনা জানানোর জন্য বের হলেন। জুলেখাও একজন মহিলার হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়ীয়ে গেলো এবং সেই মহিলাকে বললো যখনই হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এদিক দিয়ে যাবেন আমাকে জানাবে। সেই মহিলাটি যখন জানালো তখন জুলেখা হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ডাকলো, কিন্তু তাঁর মনোযোগ সে দিকে গেলো না। তখনই হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام আগমন করলেন এবং সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর বাহন খচ্চরের লাগাম ধরে বললেন: নিচে নামুন এবং এই মহিলাকে উত্তর দিন। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নেমে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? জুলেখা নিজের মাথায় মাটি লাগিয়ে বলতে লাগলো: আমি সেই জুলেখা! যে মন প্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করেছে। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা** হুকুমে জুলেখাকে তার চাহিদা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে বিবাহের আবেদন করলো। ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: তোমার মতো কাফিরাকে আমি কিভাবে বিয়ে করবো? **আল্লাহ্ তাআলার** শান দেখুন! হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام জুলেখাকে স্পর্শ করতেই তার ফিরে যাওয়া যৌবন ও অপরূপ সৌন্দর্য্যতা ফিরে আসলো। মূর্তি পূঁজা থেকে তাওবা করে সে মু'মিনা (ঈমানদার) হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদাতুনা জুলেখা رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا ঈমান আনার পর যখন হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তখন তার জৈবিক চাহিদা পূরণ হয়ে যায় এবং তিনি ইবাদত বন্দেগীতে এমন ভাবে লিপ্ত হয়ে গেলেন যে, অনেক উচ্চ পর্যায়ের আবিদা ও যাহিদা হয়ে গেলেন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী: তিনি হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সম্মানীত খেদমতে ৭৩ বছর ছিলেন এবং তার গর্ভে এগারজন ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করে।" (তাফসীরে সুরায়ে ইউসুফ অনুদিত, ৯৩, ৯৬, ১৮৪, ২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দূর্ভাগা প্রেমিকদের যুক্তি খন্ডন হয়ে গেলো!

এই ঘটনা দ্বারা اَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَ اَبْیَنُ مِنَ الْاَمْسِ অর্থাৎ সূর্যের চেয়েও অধিক আলো এবং গতকালের চেয়েও অধিক বিশ্বাসযোগ্য, হয়ে গেলো যে, আজকালের দূর্ভাগা প্রেমিকরা তাদের গুনাহে ভরা প্রেমকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ্!) হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও জুলেখার ঘটনাকে উপস্থাপন করে, তারা অনেক বড় ভুল করছে। সূরা ইউসুফে শুধুমাত্র জুলেখার পক্ষ থেকে প্রেমের বর্ণনা রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কিন্তু কোথাও এমন কোন ইশারাও নেই যে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্‌র** পানাহ্!) হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও তার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তাই যারা হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কেও জুলেখার প্রেমে আসক্ত বলেন, তারা যেন তা থেকে তাওবা করেন। **আল্লাহ্ তাআলার** নবী عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর মর্যাদা অনেক বেশি এবং তাঁরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে **তোমার** ভালবাসা ও তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের ভালবাসা দান করো। হে **আল্লাহ্!** দুনিয়ার ভালবাসা আমাদের অন্তর থেকে বের করে দাও। **হে আল্লাহ্!** যে মুসলমান গুনাহে ভরা প্রেমের জালে বন্দি রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়ে **আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারকের প্রেমিক বানিয়ে দাও।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুহাব্বত গেয়র কি দিল সে নিকালো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মুঝে আপনী হি দিওয়ানা বানা লো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

প্রশ্ন:- যদি এক পক্ষ অর্থাৎ কোন মেয়ে কোন ছেলের প্রেমে পড়ে, তাকে বিরক্ত করে, তখন কি করা উচিত?

উত্তর:- কখনোও তার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। যদি শয়তানকে আঙ্গুল ধরার জন্য দেয়া হয় তবে সে হাত ধরে নিবে। অতঃপর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শুধু কঠিন নয় বরং সম্ভবত অসম্ভবই হয়ে যাবে। অতি শীঘ্রই কোথাও ভাল জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করে নেয়া উচিত। কেননা, এভাবেও অধিকাংশ সময় প্রেম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা

দৃষ্টিকে হিফাযতকারী এক ভাগ্যবান সুদর্শন যুবকের ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই খোদাভীরু ও পরহেযগার এবং অপরূপ সুদর্শন যুবক ছিলেন। একবার হজ্বের সফরে "আবওয়াহ" নামক স্থানে তিনি একা তাবুতে অবস্থান করছিলেন। তার সফরসঙ্গি খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা তার তাবুতে প্রবেশ করলো এবং সে তার চেহারার পর্দা উঠিয়ে দিলো! তার সৌন্দর্য্যতা খুবই ফিতনাযুক্ত ছিলো। সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: আমাকে কিছু দান করুন। তিনি মনে করলেন যে সম্ভবত রুটির আবেদন করছে। তখন সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যা কামনা করে আমিও তাই কামনা করছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোদাভীরুতায় কাঁপতে লাগলেন। "আমার কাছে তোকে শয়তান পাঠিয়েছে" এতটুকু বলার পর তিনি নিজের মাথাকে হাটুর উপরে রাখলেন ও উচ্চ আওয়াজে কান্না করতে লাগলেন, এ অবস্থা দেখে বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলাটি হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি তাবু থেকে বের হয়ে গেলো। যখন তার সফরসঙ্গী ফিরে আসলো এবং দেখলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখগুলো ফুলিয়ে দিলেন এবং গলার আওয়াজ বসিয়ে দিলেন। তখন সে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথমে তাল বাহানা করতে লাগলেন। কিন্তু বন্ধুর বারবার জিজ্ঞাসার কারণে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করলেন। তখন সেও কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন: তুমি কেন কান্না করছো? সে বললো: আমার তো আরও অধিক পরিমাণে কান্না করা উচিত। কেননা, যদি আপনার পরিবর্তে আমি হতাম, তাহলে সম্ভবত ধৈর্যধারন করতে পারতাম না। (অর্থাৎ সম্ভবত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম) অতঃপর উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মক্কায়ে মুকাররমায় পৌছে গেলেন। তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদি করার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাবা শরীফের হাতিমের মধ্যে উভয় হাটু মাটিতে রেখে চাদর দিয়ে বেঁধে বসে গেলেন। ততক্ষণাৎ ঘুম তাকে ঘিরে নিলো এবং স্বপ্নের দুনিয়ায় চলে গেলেন। (স্বপ্নে) এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারি, সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর পোশাক পরিহিত দীর্ঘ উচ্চতার একজন বুযুর্গকে দেখলেন। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কে?” উত্তর দিলেন: “আমি (আল্লাহ্র নবী) ইউসুফ” তখন তিনি বললেন: **“ইয়া নবীয়াল্লাহ্!** জুলেখার সাথে আপনার ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর।” তখন ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: “আবওয়া নামক স্থানে গ্রাম্য মহিলার সাথে সংগঠিত আপনার ঘটনাটিও বিস্ময়কর।”

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

আপনারা দেখলেন তো! সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজ থেকেই আগত বোরকা পরিহিতা মহিলাকে তাড়িয়ে দিলেন। (শুধু তাই নয়) বরং খোদার ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। যার ফলে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام স্বপ্নযোগে এসে তাকে উৎসাহ প্রদান করেন। যাই হোক দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল এতেই যে, নারী সম্প্রদায় লাখো মন আকৃষ্ট ও গুনাহের প্রতি আগ্রহী করুক, কিন্তু মানুষের উচিত যে কখনোও যেন তার ধোঁকায় না পড়া। প্রতিটি অবস্থায় তার ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ও অগণিত নেকী অর্জন করুন।

<u>প্রশ্ন</u>:- যদি কারো সাথে প্রেম হয়ে যায়, কুদৃষ্টি ইত্যাদি গুনাহের ধারাবাহিকতাও চলতে থাকে এবং বিয়ের ব্যবস্থাও না হয়। তখন তা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে?

<u>উত্তর</u>:- সত্যিই এ অবস্থাটি খুবই ধৈর্য পরীক্ষা স্বরূপ। এই সময় যে সমস্ত গুনাহ সংগঠিত হয়েছে, তা থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে এই গুনাহে ভরা প্রেম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করুন, তাকে (প্রেমিককে) দেখা থেকে বেচেঁ থাকুন, বরং যদি তার কোন ছবি অথবা উপহার এবং অন্য কোন চিহ্ন নিজের কাছে থাকে তবে সেগুলোকে দেখবেন না এবং তৎক্ষনাৎ সেই জিনিসগুলো নিজের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলুন, তার ফোন ধরবেন না, তার প্রেমপত্র পড়বেন না, (শুধু তাই নয়) যতটুকু সম্ভব তার চিন্তাভাবনা করা থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নিজেকে দ্বীনের কাজে একেবারে ব্যস্ত করে দিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নিজের অন্তরে বৃদ্ধি করুন এবং রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে থাকুন।

মুহাব্বত গেয়র কি দিল সে নিকালো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মুঝে আপনা হি দিওয়ানা বানা লো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকার রূহানি চিকিৎসা

প্রশ্ন:- অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কোন রূহানি চিকিৎসা বলে দিন।

উত্তর:- পূর্বের প্রশ্নের উত্তরের শুরুতে যে মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হয়েছে, তার পাশাপাশি কোরআনে কারীমে অন্তর্ভুক্ত এই 'আমলটি'ও অবশ্যই করে নিন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔ اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ۔

অযু সহকারে তিনবার পাঠ করে (পূর্বে ও পরে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে) পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিন। এই আমলটি ৪০ দিন পর্যন্ত চালু রাখুন। মহিলারা নাপাকির দিনে (পিরিয়ডের দিনে) বর্ণিত আমলটি করবে না। (বরং) পাক হওয়ার পর যেখান থেকে বন্ধ করেছিলো সেখান থেকে গননা শুরু করবে। নিয়মিত নামায আদায় করা খুবই জরুরী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আবদুল্লাহ্ বিন মোবারকের তাওবার কারণ

প্রশ্ন:- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মোবারকও رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি অবৈধ প্রেমের রোগে আক্রান্ত ছিলেন?

উত্তর:- জ্বী, হ্যাঁ। কিন্তু তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে নেন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘটনা কিছুটা এমন: “শুরুতে তিনি একজন সাধারণ যুবক ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক দাসীর (কানিয) প্রেমে পড়ে গেলেন এবং তা খুবই গভীর হয়ে গিয়েছিলো। প্রচন্ড শীতে একবার তার দর্শন লাভের জন্য তিনি সেই দাসীর বাড়ীর পাশে পুরো রাত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমনকি এই অবস্থায় সকাল হয়ে গেলো। সারা রাত অহেতুক অতিবাহিত হওয়াতে তার অন্তরে নিন্দাভাব সৃষ্টি হলো এবং এ বিষয়ে খুবই অনুশোচনা হলো যে, এই দাসীর অপেক্ষায় পুরো রাত অতিবাহিত করে দিলাম, কিন্তু কোন উপকার হলো না। আহ! যদি এই রাত **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে অতিবাহিত করতাম! এই ভাবনায় তার অন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তাঁর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সত্য অন্তরে তাওবা করলেন, দাসীর ভালবাসা তার অন্তর থেকে বের করে দিলেন। আপন প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হলেন এবং অতি অল্প সময়ে বিলায়াতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা** তার শান এতো বৃদ্ধি করলেন যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সাপ, মাছি তাড়ানোয় রত ছিলো

একবার তাঁর সম্মানীত আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا তাঁর খোঁজে বের হলেন, তখন একটি বাগানের গোলাপ গাছের নিচে তাঁকে এভাবে শোয়া অবস্থায় দেখলেন যে, একটি সাপ মুখে নার্গিছ গাছের ডাল নিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলো। অর্থাৎ তাঁর শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলো।

(তাযকিরায়ে আওলিয়া, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সৌভাগ্যবান আবিদের দৃঢ়তা

প্রশ্ন:- "ইসরাঈলিদের" মধ্যে পরীক্ষায় পতিত কোন ব্যক্তির দৃঢ়তার ঈমান তাজাকারী ঘটনা বলে দিন, যা থেকে শিক্ষা ও ধৈর্যধারণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উত্তর:- যে মুসলমান পরীক্ষা দিতে ভয় করে না, নিজের নফসের চাহিদা সমূহকে তুচ্ছ মনে করে, যতই কঠিন ধৈর্যধারণ করার মুহুর্ত আসুক না কেন, তাতে ঘাবড়ায় না। **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদকেও আলিঙ্গন করে এবং শয়তান ও নফসের সাথে প্রতিটি অবস্থায় যুদ্ধ করতে থাকে। সে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবার থেকে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে এবং শান ও শওকাতের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করে। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বর্ণনাকৃত একটি ঘটনাকে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"বনি ইসরাঈলে এক আবিদ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সিদ্দিক (অর্থাৎ প্রথম সারির ওলী) এর মর্যাদায় উপনিত ছিলেন। তার মর্যাদা এমন ছিলো যে, তার খানকায় বাদশাহ নিজে উপস্থিত হয়ে তার চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছু চাইতেন না। **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে তার ইবাদত খানায় আঙ্গুরের গাছ লাগানো ছিলো। যা প্রতিদিন একটি অদ্ভুত আঙ্গুর ফলাতো। যখনই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেটার দিকে নিজের হাত মোবারক বাড়াতেন। তখন তা থেকে পানির ধারা উপচে পড়তো, যা তিনি পান করে নিতেন। একদিন মাগরিবের নামাযের সময় এক যুবতী তার দরজায় কড়া নেড়ে বললো: "অন্ধকার হয়ে গেছে, আমার বাড়িও অনেক দূর। দয়াকরে আমাকে (এখানে) রাত কাটানোর করার অনুমতি দিন।" তখন তিনি তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে খানকায় আশ্রয় দিলেন। যখন রাত গভীর হলো, তখন সেই মেয়েটি উঠে পড়ে লেগে গেলো যে, আমার সাথে "ব্যভিচার" (যিনা) করো, এমনকি সে নিজের কাপড় খুলে ফেললো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তক্ষনাৎ চোখ বন্ধ করে নিলেন এবং তাকে কাপড় পরিধানের আদেশ দিলেন। কিন্তু সে শুনলো না, বারবার সেই একই দাবী করতে লাগল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আতঙ্কিত হয়ে নিজের নফসকে জিজ্ঞাসা করলো: 'হে নফস! তুই কি চাস?' নফস উত্তর দিলো: '**আল্লাহ্**র শপথ! আমি এই সুবর্ণ সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে চাই।' তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: 'তোর ধ্বংস হোক! তুই কি আমার সারা জীবনের ইবাদত নষ্ট করে দেয়ার আশাবাদী? তুই কি জাহান্নামের আগুনের প্রত্যাশী?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তুই কি দোযখের গন্ধকের পোশাকের আশা করিস? তুই কি জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছুর প্রত্যাশী? মনে রাখ! ব্যভিচারীকে তার মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করা হবে।' কিন্তু সেই নির্লজ্জ মেয়েটির সাথে সাথে নফসও তার আবদার করতে রইলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নিজের নফসকে বললেন: 'চল প্রথমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিই, যে দুনিয়ার সাধারণ আগুনকে সহ্য করতে পারিস কিনা!' এই বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا জলন্ত প্রদিপের উপর হাত রেখে দিলেন! কিন্তু তা জ্বললো না! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا ক্ষোভে চিৎকার করে বললেন: 'হে আগুন! তোর কি হয়ে গেলো, তুই কেন জ্বালালি না?' তা শুনে আগুন প্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুলকে প্রজ্জ্বলিত করলো। অতঃপর বাকী আঙ্গুলগুলোকেও জ্বালাতে লাগলো, ধীরে ধীরে পুরো পাঁচটি আঙ্গুল জ্বালিয়ে দিলো! এই বেদনাদায়ক অবস্থা দেখে সেই মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে উচ্চস্বরে একটি চিৎকার বের হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো, অতঃপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ও তার রূহ দেহ পিঞ্জির থেকে বের হয়ে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا তার উলঙ্গ দেহকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। সকাল হতেই শয়তান উচ্চ আওয়াজে ঘোষনা করলো: 'এই আবিদ অমুকের মেয়ে অমুকের সাথে রাতে জোরাজোরী করে তাকে হত্যা করে দিয়েছে।' এই ভয়ানক খবর শুনে বাদশাহ জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় হয়ে তার সিপাহিদের সঙ্গে সেই আবিদের খানকায় পৌঁছলো। যখন সেখান থেকে যুবতীর উলঙ্গ লাশ উদ্ধার করা হলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তখন আবিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গলায় শিকল লাগিয়ে টেনে হেঁচড়ে বাইরে আনা হলো এবং সিপাহিরা খানকাটি ধ্বংস করে দিলো। সেই আবিদ ধৈর্যের উপর অটল রইলেন। এতদাসত্বেও তিনি তাঁর প্রজ্জ্বলিত হাতকে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন এবং তা কারো কাছে প্রকাশ করেননি! সেই সময়কার নিয়ম ছিলো যে, ব্যাভিচারিকে করাত দিয়ে কেটে দু'টুকরো করা হতো। সুতরাং বাদশাহের আদেশক্রমে সেই আবিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাথায় করাত রেখে তার শরীরকে দু'টুকরো করে দেওয়া হলো, আবিদের ওফাতের পর, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই যুবতীকে জীবিত করলেন এবং সেই যুবতী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনা খুলে বললো। যখন তার হাত থেকে কাপড় সরানো হলো তখন সত্যিই সেই যুবতীর বর্ণনা অনুযায়ী তার হাত পোঁড়া ছিলো। অতঃপর সেই যুবতী পূর্বের ন্যায় পুনরায় মৃত্যুবরণ করলো। আশ্চর্য্যজনক এই ঘটনা শুনে লোকদের মাথা সম্মানে নত হয়ে গেলো এবং সৌভাগ্যবান আবিদের এই বেদনাদায়ক মৃত্যুতে সবাই আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। যখন তাঁর জন্য কবর খনন করা হলো, তখন তা থেকে মুশক ও আম্বরের সুগন্ধি আসতে লাগলো। যখনই তাদের জানাযা উপস্থিত করা হলো তখন আসমান থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: اِصْبِرُوا حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا الْمَلٰٓئِكَةُ অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করো! যতক্ষণ না ফিরিশতারা জানাযার নামায আদায় করে নেয়। কাফন দাফনের পর **আল্লাহ্ তাআলা** সেই সৌভাগ্যবান আবিদের কবরে একটি (চাম্বলীর) গাছ উদ্গীরন করলেন। লোকেরা তার মাযারের উপর একটি শিলালিপি পেলো। যাতে কিছুটা এরূপ লিখা ছিলো:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা ও ওলির নিকট। আমি আমার ফিরিশতাদেরকে একত্রিত করেছি, জিব্রাঈল عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام খুতবা পাঠ করেন এবং আমি পঞ্চাশ হাজার কনের সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসে আমার ওলীর সাথে বিয়ে দিয়েছি। আমি আপন আনুগত্যকারীদের ও নৈকট্যশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করি।" (বাহরুদ দুমু, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আম্বিয়ায়ে কিরামদের উপরও পরীক্ষা এসেছে

আপনারা দেখলেন তো! নারীর ফিতনা কত ভয়ানক! অভিশপ্ত শয়তান তাদের মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের উপরও হামলা করতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** সাহায্য যাদের উপর থাকে, তারা অভিশপ্ত শয়তানের ফাঁদে বন্দি হয় না। উল্লেখিত ঘটনা থেকে সম্ভবত কারো এই কুমন্ত্রনা আসতে পারে যে, অবশেষে এতো বড় কারামত সম্পন্ন বুযুর্গের উপর কিভাবে ব্যভিচারের ও মুসলমানকে হত্যা করার অপবাদ দেওয়া হলো। অতঃপর বেচারাকে নির্দয়ভাবে করাত দিয়ে কেটে হত্যা করা হলো? এই কুমন্ত্রনার প্রতিকার হলো, খোদায়ে হান্নান ও মান্নান নিজের বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন এবং অটলতা প্রদর্শন কারীদেরকে শুধুমাত্র নিজের দয়া ও করুনায় উচ্চ পর্যায়ের পুরস্কার ও উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এরকম পরীক্ষার ঘটনা দ্বারা আমাদের ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়! তার আদরের সন্তান হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কেও নির্মম ভাবে শহীদ করা হয়! এছাড়া আরো অনেক নবীদের বনি ইসরাঈলের লোকেরা শহীদ করে দেয়। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা নেক লোকদের উপর দুঃখ ও মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ। সুতরাং যদি আমাদের উপর কখনোও কোন পরীক্ষা এসে যায়, তখন ধৈর্য্যের আঁচল না ছাড়া উচিত। **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির প্রতি সন্তুষ্টি থাকাই উভয় জাহানের সফলতা এবং এটাও স্মরণ রাখবেন যে, পরীক্ষা যত কঠিনতর হবে সার্টিফিকেটও (ফলাফল) তত উন্নত পাওয়া যাবে। **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ২০, সূরা: আনকাবুত এর প্রারম্ভিক আয়াতে ইরশাদ করেন:

الٓمّٓ ﴿۱﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْۤا اَنْ یَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(পারা: ২০, আনকাবুত, আয়াত: ১,২,৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: লোকেরা কি এ অহঙ্কারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, তারা বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি;

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: মুসলমানদেরকে ঈমানের শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** বিধান, অসুস্থতা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

নিঃস্বতা, দারিদ্রতা, মুসিবত এ সবই **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যার মাধ্যমে মুখলিছ ও মুনাফিকের পার্থক্য হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়) মু'মিন **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা**র কোন বান্দাকে করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। কাউকে লোহার চিরুনি দ্বারা ফালা ফালা করা হয়েছে। কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাউকে আদেশ করা হয়েছে যে, আপন পুত্রকে নিজের হাতেই জবাই করার জন্য। কিন্তু সেই সম্মানিত ব্যক্তিরা অটলতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

(নূরুল ইরফান, ২৩২ পৃষ্ঠা)

ওহ ঈশকে হাকিকি কি লযযত নেহি পা সাকতা
জু রনজ ও মুসিবত সে দো-চার নিহি হোতা।

আজকালকার অবৈধ প্রেম-ভালবাসা ধ্বংস করে দিলো

আহ! খুবই সংকটময় যুগ, সহ-শিক্ষা ইত্যাদির কারণে লাজ-লজ্জার মন-মানসিকতা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রেম-ভালবাসা প্রসার হয়ে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হচ্ছে। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর নামে আগত পত্রে এমন এমন লজ্জাজনক কথা লিখা থাকে যে, লজ্জাশীল ব্যক্তি তা পাঠ করে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাবে। এই দূর্ভাগা প্রেমিকগন অনেক সময় নিঃসংকোচে পরস্পরের নাম ঠিকানা বর্ণনা করে নিজের ও বংশের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়! এরকম র্নিলজ্জ প্রেমিকদের লিখিত পত্রের কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করছি। কিন্তু এটা পড়ে তাদেরই আঘাত লাগবে, যাদের লজ্জা বলতে কিছু এখনো বিদ্যমান। তাছাড়া যাদের নিকট লজ্জা বলতে কিছু নেই তারা এমনিতেই পড়ে চলে যাবে। সম্ভবত তারা এ বাক্যগুলো থেকে দোষের কোন আভাস পাবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্যে সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

প্রেমিকদের আবেগময় ৭টি লজ্জাজনক বাক্য

(এরকম বিষয়াদি আমার নিকট পাঠানো পত্রগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে লিখা থাকে:)

(১) আমি অমুককে ভালবেসে কোন গুনাহ তো করিনি? (**আল্লাহ্**র পানাহ্!)

(২) অমুক মেয়েকে আমি প্রচন্ড ভালবাসি। যদি তাকে না পাই, তবে আমি (**আল্লাহ্**র পানাহ্!) আত্মহত্যা করবো।

(৩) অমুক মেয়েকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালবাসি। কিন্তু দুই মাস হয়ে গেলো, তার পিতামাতা তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। দোয়া করুন, যেন তার তালাক হয়ে যায়। তা না হলে আমি তার বরকে এই দুনিয়াতে থাকতে দিবো না, যে আমার ভালবাসাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

(৪) ‘তার’ স্মরণ আমাকে অনেক অস্থির করে রাখে, এটা জানি যে, মদ পান করা হারাম, কিন্তু দুঃখ দূর করার জন্য অল্পখানি পান করে নিই।

(৫) আমার ভালবাসা যদি আমি না পাই এবং অন্যকোন জায়গায় তার বিয়ে হয়ে যায়। তবে সেই দিনই আমার জীবনের শেষ দিন হবে!

(৬) সারাক্ষন শুধু তারই স্বরনে মগ্ন থাকি। কিছুই ভাল লাগে না।

(৭) আপনাকে **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোহাই আমাকে আমার প্রেমিকার সাথে মিলিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

প্রেমিকার আবেগময় ১২টি লজ্জাজনক বাক্য

(১) অমুক ছেলেকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, তার স্বরনই আমার জীবন, যদি আমি তাকে না পাই, তাহলে আত্মহত্যা করবো।

(২) যদি 'কলেজ ফ্রেন্ডের' সাথে আমার বিয়ে না হয়, তাহলে "কোর্ট ম্যারেজ" করবো। আপনি আমাদের পিতামাতাকে বলে দিন, তারা যেন আমাদের বিয়ে করিয়ে দেয়।

(৩) তার স্মরণ অন্তরে গেথেঁ গেছে, না খাবার ভাল লাগে, না কিছু পান করতে ভাল লাগে, এ কারণে মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। পিতা মাতার সাথেও বেয়াদবী করে ফেলি।

(৪) অমুককে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি, কিন্তু সে তা জানে না যে, আমি তাকে ভালবাসি, তার নিকট প্রকাশও করতে পারি না, এমন কোন আমল বলে দিন, সে যেন আমার ভালবাসার কথা জেনে যায় এবং সে আমার হয়ে যায়।

(৫) আমরা উভয়ে একে অপরকে অনেক ভালবাসি, ফোনের মাধ্যমেও কথাবার্তা চলতে থাকে। কখনোও কখনোও পরিবারকে ধোকা দিয়ে, বান্ধবীর সাথে দেখা করার বাহানা করে ঘর থেকে বের হয়ে তার সাথে দেখা করতে চলে যাই। আমি তাকে আপন করে পেতে চাই কিন্তু পরিবারের লোকেরা এতে রাজি নেই।

(৬) অমুকের সাথে আমার প্রেম হয়ে গেছে, সে বিয়ে করার অনেক ওয়াদা করেছে, কিন্তু এখন সে তা প্রত্যাখ্যান করছে, কিছু করুন, তাকে বুঝান।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৭) তাকে আমি এতো ভালবাসি যে, যদি তাকে একদিন না দেখি (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র পানাহ্! কুদৃষ্টি না দিই) তবে অন্তরে শান্তি পাই না। আহ! যদি সে আমার হয়ে যেতো।

(৮) এখন ধৈর্যের মাত্রা অতিক্রম হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। যদি তাকে না পাই তবে প্রাণ দিয়ে দিবো। (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র পানাহ! আত্মহত্যা করবো)

(৯) আমি আমার প্রেমিককে অনেক ভালবাসি, এমন কোন তাবিয দিন, সেও যেন আমাকে ভালবাসে। (**আল্লাহ্**র পানাহ্!)

(১০) যেভাবেই হোক আমি আমার প্রেমিককে চাই।

(১১) সে আমার মন ও প্রাণে গেথেঁ গেছে। এখন অন্য কাউকে ভাবতেই পারি না।

(১২) চার বছর যাবত আমরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করছি, সে আমাকে ভালবাসার আশ্বাস দেয়। কিন্তু এখন সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, সে আমার আনন্দকে চুরমার করে দিলো।

প্রেমের বিয়ে সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

কোর্ট ম্যারেজ

প্রশ্ন:- আজকালকার প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবারের বিরোধীতা সত্ত্বেও কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে নেয়। এমন করা কি ঠিক?

উত্তর:- কখনোও ঠিক নয়। বরং ছেলে যদি মেয়ের যোগ্য না হয় এবং মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে নেয়, তবে এই বিয়েই বাতিল বলে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

যদি যোগ্যও হয় এবং বিয়েও করে নেয়, তবুও 'কোর্ট ম্যারেজ' করাতে তাদের পিতা মাতা মনে অনেক কষ্ট পায়। বংশের সবার কপালে কলংকের দাগ লেগে যায় এবং অন্যান্য ভাই বোনের বিয়েতে তা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয় এরূপ করাতে অধিকাংশ সময় গীবত, অপবাদ, দোষত্রুটি অন্বেষন, কুধারণা এবং অন্তরে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের দরজা খুলে যায়। তাই কখনোও এপথে পা বাড়ানো উচিত নয়।

প্রশ্ন:- ওলী কাকে বলে?

উত্তর:- ওলী শব্দটির শাব্দিক অর্থ বন্ধু ও সাহায্যকারী, সাধারণরত **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বান্দাকে ওলী বলা হয়। কিন্তু ফিকহের পরিভাষায় ওলী দ্বারা যা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে (তা) একেবারে ভিন্ন। ফিকহের পরিভাষায় ওলী সেই জ্ঞানী, বালিগ ব্যক্তিকে বলে, যার অন্যের জান ও মালের উপর নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। "**বাহারে শরীয়াতে**" বর্ণিত রয়েছে: "ওলী সেই, যার কথা অপরের উপর ধার্য হয়, অপরজন চায় বা না চায়।"

(বাহারে শরীয়াত, ৭ম অধ্যায়, ৪২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ওলী কাকে বলা হয়? অর্থাৎ নৈকট্যতম অবস্থায় যাকে বিয়ের কার্যাদিতে ওলী বলে গন্য করা হয়। তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন?

উত্তর:- নৈকট্যতার কারণে জন্মগত "আছাবাহ বিনাফসিহি"দের (অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে একটি প্রকারের নাম, এরা হচ্ছে, যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়ার জন্য কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। যেমন; চাচা, কিন্তু মামার সম্পর্ক মায়ের কারণে) জন্য এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তাদের মধ্যে প্রধান্যতার জন্য (একজনকে আরেক জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দেয়া) এখানে সেই নিয়মকানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যা ওয়ারিসের মধ্যে উপযোগী অর্থাৎ সে আত্মীয়দের মধ্যে যার সবচেয়ে নিকটতম মর্যাদা (অর্থাৎ নৈকট্যতা রাখে তাকে নিকটতম) তাকে ওলী বলে গন্য করা হবে এবং নিকটতম আত্মীয় থাকাবস্থায় দূরের ওলী নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অপারগ। এমনি ভাবে মর্যাদা অনুযায়ী এক সময়ে শুধু একজনই ওলী হতে পারবে। তবে হ্যাঁ! যদি একের অধিক অভিভাবক একই মর্যাদায় উপনিত হয় তবে একের অধিকও ওলীর মর্যাদায় উপনিত হতে পারবে। যে মহিলার জ্ঞানী বালিগ সন্তান অথবা নাতি (এভাবে নিচে পর্যন্ত) না থাকে তবে তার ওলী তার বাবা হবে। আর যদি বাবা না থাকে তবে তার ওলী তার দাদা হবে, এবং যদি ছেলে থাকে তবে ছেলেই তার সর্ব প্রথম ওলী। ছেলে না থাকলে নাতির অবস্থান দ্বিতীয় নম্বর, এভাবে নিম্নস্তর পর্যন্ত। এরপর বাবা তারপর দাদা তার ওলী হবে। দাদা বেঁচে না থাকলে দাদার বাবা ওলী হবে। এভাবে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যদিওবা অনেক পুরুষের উপরের দাদা হয়, সে থাকাবস্থায় অন্য কেউ ওলী হতে পারবে না।

প্রশ্ন:- বর্ণিত পাঁচ আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেউই না থাকে তখন কে ওলী হবে? এবং মাও কি ওলী হতে পারবে?

উত্তর:- বর্ণিত পাঁচ আত্মীয়ের পর ভাই অতঃপর চাচা অতঃপর চাচাত নিকটতম আত্মীয় নিজের মর্যাদা অনুযায়ী ওলী হবে। এদের বিস্তারিত বর্ণনা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াত**" ৭ম খন্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যখন عَصَبَه بِنَفْسِه (আছাবাহ বিনাফসিহি) এর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত কোন আত্মীয় না থাকে তবে ওলী মা হবে। যদি মা না থাকে তবে দাদী অতঃপর নানীও ওলী হতে পারবে। এ পর্যায়েও আত্মীয়দের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। এই তালিকার বিস্তারিত জানতে **"বাহারে শরীয়াত"** ৭ম খন্ডের, ৪২-৫২ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

কুফু (যোগ্যতা) কাকে বলে?

প্রশ্ন:- কুফু কাকে বলে?

উত্তর:- সাধারণ পরিভাষায় শুধুমাত্র স্ব-জাতিকে (বংশ) কুফু বলা হয়ে থাকে এবং শরীয়াতে কুফুর সংজ্ঞা হলো; "জাতি অথবা ধর্ম অথবা পেশা অথবা চলাফেরা অথবা অন্য কোন কর্মে অযোগ্য না হওয়া, যা দ্বারা বিয়ে হওয়ায় অভিভাবকের জন্য (অর্থাৎ মেয়ের বাবা, দাদা ইত্যাদি) সামাজিক ভাবে লজ্জা ও বদনামীর কারণ হয়।" (ফতোওয়া মালেকুল উলামা, ২০৬ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ **"বাহারে শরীয়াত"**এ বর্ণনা করেন: "যোগ্যতার জন্য ছয়টি জিনিসের উপর নির্ভর করা হয়: ১. জাত (বংশ)। ২. ইসলাম। ৩. পেশা। ৪. আযাদ (স্বাধীন হওয়া)। ৫. সততা। ৬. সম্পদ।" (বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কুফু’র প্রতিটি শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা

(১) জাত (বংশ) এর বর্ণনা

প্রশ্ন:- বংশের মধ্যে যোগ্যতা দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর:- বংশের মধ্যে যোগ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মেয়ের বিপরীতে ছেলের বংশ হয়তো উচ্চ হবে অথবা সমান, আর যদি সামান্য কম হয়েও যায় তবে এতটুকু যেন কম না হয় যে, মেয়ের অভিভাবকের (অর্থাৎ বাবা ও দাদা ইত্যাদি) জন্য অসম্মানের কারণ হয়। বংশের উচ্চতা ও নিম্নতা সমান পর্যায় হওয়ার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

(১) কোরাইশের যতগুলো বংশ রয়েছে তা সবগুলো পরস্পর যোগ্যতা রাখে। শুধু তাই নয়, কোরাইশ তো বটে, কিন্তু হাশেমি নয়। তবে এমন কোরাইশি হাশেমি বংশের যোগ্য। “**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**”য় বর্ণিত আছে: “সৈয়দজাদীর বিয়ে কোরাইশ বংশের প্রতিটি বংশের সাথে হতে পারবে, হোক সে আলাবী বংশের অথবা আব্বাসি অথবা জাফরি অথবা সিদ্দীকি অথবা ফারুকি অথবা উসমানি অথবা উমাবী।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৭১৬ পৃষ্ঠা)

(২) যে কোরাইশি নয়, সে কোরাইশির যোগ্যও নয়। (৩) কোরাইশ বংশ ব্যতিত আরবের প্রতিটি বংশ পরস্পর যোগ্যতা রাখে। আনসার, মুহাজেরিন সবাই এতে সমান। (৪) অনারবী বংশ আরবীর যোগ্য নয়। কিন্তু যদি আলিমে দ্বীন হয়, তবে তাঁর জ্ঞানের আভিজাত্য বংশের আভিজাত্যের উপর প্রাধান্যতা রাখে। (বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

(৫) অনারবী বংশগুলোতে বংশ ব্যতিত অন্য বিষয়ে যোগ্যতার ব্যপারে লক্ষ্য রাখবে এবং অনারবী বংশকে ঘৃনিত মনে করার বড় কারণ এই পেশার জন্যই। **(ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ২য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)** এজন্য প্রচলিত সমাজে যদি কোন বংশকে তার পেশার কারণে নিম্ন পর্যায়ের ধারণা করে তবে এটিও ছেলের অযোগ্যতার একটি কারণ। **(ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল, ১ম খন্ড, ৭০৫ পৃষ্ঠা)**

অনারবী ছেলে ও আরবী মেয়ে

প্রশ্ন:- অনারবী ও আরবীর মধ্যে (কুফু) যোগ্যতা আছে কিনা?

উত্তর:- অনারবীদের মধ্যে আলিমে দ্বীন ব্যতিত অন্য কেউ আরবীর যোগ্য নয়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “**বাহারে শরীয়াত**”এর ৭ম অংশের ৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: “কোরাইশের মধ্যে যত গোত্র রয়েছে তারা সবাই পরস্পর যোগ্য। শুধু তাই নয়, যারা ‘কোরাইশী কিন্তু হাশেমী নয়’ তারা হাশেমীর যোগ্য এবং যারা ‘কোরাইশী নয়’ তারা কোরাইশীর যোগ্যও নয়। কোরাইশ ব্যতিত আরবের প্রতিটি বংশ পরস্পর সমান যোগ্যতা রাখে। আনসার, মুহাজেরিন সবাই এতে সমান। অনারবী আরবীর যোগ্য নয়, আলিমে দ্বীন ব্যতিত কোন অনারবী আরবীর যোগ্য হতে পারে না। কেননা, তার মর্যাদা বংশের মর্যাদার উর্ধ্বে।”

(ফতোওয়ায়ে ক্বাযি খাঁন, ১ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৯০, ২৯১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আলিমে দ্বীনের অনেক বড় একটি ফযীলত

আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ “**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**’ এর ১১তম খন্ডের, ৭১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: “**ফতোওয়ায়ে খায়রিয়া**”য় বর্ণিত আছে; হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: “ওলামায়ে কিরামদের মর্যাদা সাধারণ মু'মিন থেকে ৭০০ গুন বেশি এবং প্রতি দুটি মর্যাদার মাঝে ৫০০ বছর সফরের সমান (দূরত্ব রয়েছে)।” আর এতে সবাই একমত এবং সকল ইলমি কিতাব, কোরাইশি লোকের উপর আলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে একমত, যেমনটি **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** ইরশাদে (هَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ ‘জ্ঞানীরা ও অজ্ঞলোকেরা কি এক সমান?’ (পারা: ২৩, সূরা: যুমার, আয়াত: ৯)) কোরাইশি ও কোরাইশি নয় এমনদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করা হয় নাই।”

(ফতোওয়ায়ে খাইরিয়া, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: “قُلۡتُ (অর্থাৎ আমি বলছি) আমরা আলিমকে “দ্বীনের আলিম ও **আল্লাহ্**ওয়ালা আলিমের” মধ্যে পরিবেষ্টন করবো। কেননা, সত্যিকার আলিম তারাই। আর বদ মাযহাব উলামা তো মূর্খ থেকেও নিকৃষ্ট।” ১১তম খন্ডের ৭১৪ পৃষ্ঠায় তিনি আরো বলেন: “সেই আলিমের এই শর্তেও উপনিত হওয়া আবশ্যক যে, যেন সে একেবারে নগন্য ও নিকৃষ্ট রূপে প্রসিদ্ধ না হয়। যেমন; জেলে, নাপিত, মুছি (এরকম আরও)। কেননা, নির্ভরযোগ্যতা একথার উপর যে, এলাকায় প্রচলিতভাবে সে যেন নিকৃষ্ট গন্য না হয়। যেমনটি বড় বড় উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন।”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মুহাক্কিক আলাল ইত্বলাক নিজের কিতাব "**ফাতহুল কাদীর**"এ বলেন: "এলাকার লোকদের নিকৃষ্ট মনে করাই এর কারণ, সুতরাং হুকুম এর উপরই নির্ভরশীল।" ৭১৫ পৃষ্ঠায় তিনি আরো বলেন: "জেলে, ধোপি, নাপিত ও মুছির কালিমা ইলমের কারণে মুছে যায় না। তবে হ্যাঁ! যদি তারা এই পেশা দীর্ঘদিন যাবত ত্যাগ করে দেয় এবং লোকেরা সম্মানের সহিত তাদের সাথে সাক্ষাত করে এবং লোকদের অন্তরে তাদের সম্মান এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তারা সম্মানীত হয়। এখন বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করাতে কোন অসম্মানের কারণ না হয়, তবে অন্য কথা।"

মেমন বংশের ছেলে ও সৈয়দ বংশের মেয়ের কোর্ট ম্যারেজ

প্রশ্ন:- যদি সৈয়দজাদী তার পিতার অজান্তে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন মেমন বংশের ছেলেকে কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে করে, তবে কি বিয়ে হয়ে যাবে?

উত্তর:- এমন অবস্থায় বিয়েই হবে না। কারণ সৈয়দ বংশের সম্মান মেমন বংশ থেকে উচ্চ ও উত্তম। এজন্য মেমন বংশের ছেলে সৈয়দজাদীর যোগ্য হতে পারে না এবং মেয়ে যখন অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করে, তখন বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলের যোগ্য হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন:- বিয়ের পর যদি পরিবারের সদস্যরা আপোষ করে নেয় এবং সৈয়দজাদীর পিতাও সেই বিয়েতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তা হলে এখন তো কোন সমস্যা নেই?

উত্তর:- সমস্যা কেন থাকবে না। সেই সৈয়দজাদীর সন্তুষ্টির পাশাপাশি বিয়ের পূর্বেই তার পিতার সন্তুষ্টিও থাকা আবশ্যক ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

বিয়ের পরের সন্তুষ্টি কোন কাজে আসবে না। শরীয়াত অনুযায়ী নতুন ভাবে পুনরায় বিয়ে করতে হবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “শরীয়াতের মধ্যে অযোগ্য সেই, যে বংশ, ধর্ম, পেশা ও চলাফেরায় এমন নিচুঁ স্তরের হওয়া, যার সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়ায় মেয়ের অভিবাবকদের অসম্মানিত হতে হয়। এমন ব্যক্তির সাথে যদি বালিগা মেয়ে নিজেই বিয়ে করে, তবে বিয়েই হবে না। যদিওবা অভিভাবক বাধা প্রদান না করে এবং না সেই ব্যাপারে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করে। এরকম বিয়ে সেই অবস্থায় জায়েয হবে, যখন অভিভাবক বিয়ের পূর্বেই সেই অযোগ্য অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে, খুশি মনে প্রকাশ্য ভাবে সেই ছেলের সাথে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করে। বর্ণিত শর্তগুলোর মধ্যে যদি একটি শর্তও পাওয়া না যায়, তবে সংগঠিত হওয়া বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং অভিভাবকের এই বিয়ে ভঙ্গ করারই বা কি প্রয়োজন! কেননা এসব তখনই করা হয়, যখন বিয়ে সংঘঠিত হয়ে যায়। এটাতো কোন বিয়েই হয়নি।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)

সৈয়দজাদা ও মেমন বংশের মেয়ের কোর্ট ম্যারেজ

প্রশ্ন:- যদি বালিগ সৈয়দজাদা তার পিতার বিনা অনুমতিতে নিজের ঘরে কর্মরত বালিগা মেমন বংশের মেয়েকে কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে করে, তাহলে কি হবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

উত্তর:- যদি অন্য কোন শরয়ী বাঁধা না থাকে তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াত**" ৭ম খন্ডের, ৫৩ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: "যোগ্যতা (কুফু) শুধুমাত্র পুরুষের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য। মেয়ে যদিওবা নিম্ন পর্যায়ের হয় তবে তা গন্য নয়। বাবা ও দাদা ব্যতিত যদি অন্য কোন অভিভাবক নাবালিগ ছেলের বিয়ে কোন অযোগ্য মেয়ের সাথে করিয়ে দেয় তবে বিয়ে হবে না এবং যদি বালিগ ছেলে নিজেই বিয়ে করতে চায় তবে অযোগ্য মেয়ের সাথেও করতে পারবে। কেননা, মেয়ের পক্ষ থেকে এই অবস্থায় যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং নাবালিগ অবস্থায় উভয়ের পক্ষ থেকে যোগ্যতা শর্ত।" (বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৩ পৃষ্ঠা) এই মাসাআলা শুধুমাত্র বিয়ে শুদ্ধ হওয়া পর্যন্তই সঠিক। তবে এভাবে "কোর্ট ম্যারেজ" করাতে পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং বংশের খুবই বদনাম হয়। এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য বিয়ে মা-বাবার সন্তুষ্টিতেই করা উচিত।

প্রশ্ন:- যদি কোন পাঠান বংশের মেয়ে রাজপুত বংশের মুসলমান ছেলের সাথে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করে, তাহলে কি বিয়ে হয়ে যাবে?

উত্তর:- রাজপুত একটি সম্মানিত বংশ। অতএব যদি যোগ্যতার (কুফুর) অবশিষ্ট শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং বিয়ের শর্তাবলী সম্পন্ন হয়, তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**" শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "হিন্দুওয়ারি বংশের মধ্যে চারটি বংশকে উত্তম গন্য করা হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তার মধ্যে ছেতরা অর্থাৎ ঠাকুর দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে, হিন্দুস্থানের (ভারত) অধিকাংশ রাজত্ব সেই বংশেরই। এজন্যই তাদেরকে "রাজপুত" বলা হয়। হিন্দুওয়ারী বংশের মধ্যে তাদের সম্মানিত হওয়াটা প্রকাশ্য।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৭১৯ পৃষ্ঠা) তবে হ্যাঁ! মেয়ে যদি কোন বংশের এমন ছেলের সাথে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করে, যাকে তার পেশার কারণে সমাজে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় বিয়ে হবে না। এরকম একটি প্রশ্নের উত্তর "**ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল**" থেকে লক্ষ্য করুন: **প্রশ্ন**- হিন্দা (নাম) পাঠান বংশীয় এবং ছেলে ঘানচী বংশীয় অর্থাৎ মুসলমান তৈল ব্যবসায়ী, তাহলে কি সে হিন্দার যোগ্য হতে পারবে? **উত্তর**- যোগ্যতা সামাজিক প্রচলনের উপর নির্ভর করে। যদি সেখানকার প্রচলিত নিয়মে পাঠান মেয়ের সাথে ঘানচী অর্থাৎ মুসলমান তৈল ব্যবসায়ীর ছেলে বিয়ে হওয়ায় মেয়ের মাতা-পিতার জন্য অপমানকর হয়, তবে বিয়ে ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্নই জাগে না। কেননা, "মাযহাবে মুফতাবিহী"[১] অনুযায়ী সেই বিয়েই হয়নি।

সৈয়দজাদীর সাথে সৈয়দ নয় এমন লোকের বিয়ে

প্রশ্ন:- যদি সৈয়দ নয় এমন পাঠান ছেলের সাথে বালিগা সৈয়দজাদীর বিয়ে অভিভাবকের অনুমতিতে হয়, তবে কি হুকুম?

উত্তর:- সৈয়দজাদী ও তার সম্মানিত পিতা যদি বরের পাঠান হওয়ার ব্যাপারে জানে এবং তারা উভয়েই তাতে রাজি থাকে, এমতাবস্থায় বিয়ে নিঃসন্দেহে জায়িয।

---

(১) "মাযহাবে মুফতাবিহী" এটি একটি ফিকাহর পরিভাষা, এর অর্থ হচ্ছে: সেই ধর্ম (মাযহাব) যাদের জন্য ফতোওয়া দেয়া হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এ ব্যাপারে "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**" ১১তম খন্ডের, ৭০৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** পাঠানের ছেলের সাথে কি সৈয়দজাদীর বিয়ে করা জায়েয? بَيِّنُوا تُوجَرُوا (অর্থাৎ বর্ণনা করুন ও প্রতিদান অর্জন করুন) **উত্তর:** প্রশ্নকারীর প্রশ্ন থেকে বুঝা গেলো, মেয়ে যুবতী এবং তার পিতা জীবিত, উভয়ের জানা আছে যে, বর পাঠান এবং উভয়ে এতে সন্তুষ্ট, বাবা নিজেই তার ঘটক। এমতাবস্থায় বিয়ে জায়েয হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। كَمَانَصَّ عَلَيْهِ فِي رَدِّالْمُحتار و غيره مِنَ الْاَسْفَار (অর্থাৎ রদ্দুল মুখতারে যেমনিভাবে তার দলিল অবশিষ্ট আছে।) وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

(২) ইসলামে যোগ্য হওয়া

প্রশ্ন:- যোগ্যতার (কুফুর) ক্ষেত্রে ইসলামেরও গুরুত্ব রয়েছে, এতে কি উদ্দেশ্য?

উত্তর:- ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্যতার অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "**বাহারে শরীয়াতে**" বর্ণনা করেন: "যে নিজেই মুসলমান অর্থাৎ তার বাবা ও দাদা মুসলমান নয়, তবে সে যার বাবা মুসলমান তার যোগ্য হতে পারে না, এবং যার শুধুমাত্র বাবাই মুসলমান সে যার দাদাও মুসলমান তার যোগ্য নয়। আর যার বাবা ও দাদা দুই বংশ যাবত মুসলমান, তবে এখন যদিওবা অপর পক্ষ অনেক বংশ যাবত মুসলমান হয়, তবে যোগ্য।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কিন্তু বাবা ও দাদার মুসলমান হওয়ার সম্পর্ক শুধুমাত্র অনারবেই গ্রহণযোগ্য। আরবে নিজে মুসলমান হোক বা বাপ, দাদা হতে ইসলাম চলে আসুক উভয়টাই সমান।" (বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

মুসলমান মেয়ের সাথে নও মুসলিম ছেলের বিয়ে

প্রশ্ন:- কাফির ছেলে ও মুসলমান মেয়ের মাঝে যদি প্রেম হয়, অতঃপর ছেলে মুসলমান হয়ে যায় এবং উভয়ে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে, তাহলে এর শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর:- মুসলমান হয়ে যাওয়া তো মারহাবা! কিন্তু বিয়ের জন্য এখানেও যোগ্যতা আবশ্যক। বর্ণিত অবস্থায় যদি মেয়ে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে নও মুসলিমকে বিয়ে করে, তবে বিয়েই হবে না। এই বিধান তখনই কার্যকর হবে যখন মেয়ে নও মুসলিম না হয় বরং মুসলমান ঘরেই জন্ম হয়।

(৩) পেশায় যোগ্য হওয়া

প্রশ্ন:- পেশায় **(Profession)** যোগ্য হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর:- পেশায় যোগ্য হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; ছেলে এমন পেশায় লিপ্ত না থাকা, যাকে সমাজে ঘৃণিত মনে করা হয় এবং এর দ্বারা মেয়ের অভিভাবকের অপমান অনুভব হয়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"বাহারে শরীয়াত"** ৭ম অংশের, ৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন: "যাদের পেশাকে সমাজে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, তারা উত্তম পেশাজীবিদের যোগ্য নয়। যেমন- মুছি, চামার, ঘোড়ার দেখাশুনাকারী রাখাল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এরা সেই সব লোকের যোগ্য হতে পারে না, যারা কাপড় বিক্রেতা, আতর বিক্রেতা, ব্যবসায়ী এবং নিজে জুতা বানায় না বরং কারখানার মালিক, তার নিকট লোকেরা চাকরী করে (এবং তারাই জুতা তৈরী করে) অথবা দোকানদার যে শুধুমাত্র বানানো জুতা কিনে আনে অতঃপর সেটা বিক্রি করে। তবে এ সমস্ত লোকেরা ব্যবসায়ীদের যোগ্য হতে পারবে। এমনিভাবে অন্যান্য পেশায়ও।

ব্যবসায়ীর মেয়ের কুফু আছে কি নেই?

প্রশ্ন:- যে নাপিত অথবা মুছি, সে ব্যবসায়ীর মেয়ের যোগ্য হতে পারবে কিনা?

উত্তর:- না।

নাপিত ও মুছি পরস্পরের যোগ্য হওয়া

প্রশ্ন:- নাপিতের মেয়ে ও মুছির ছেলে কি পরস্পর যোগ্য হবে?

উত্তর:- যেই পেশাগুলোকে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, সেই পেশায়রত লোকেরা পরস্পর যোগ্য। অতএব নাপিতের মেয়ে ও মুছির ছেলে পরস্পর যোগ্য। (সংগ্রহিত রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- ব্যবসায়ীর মেয়ে কামারের ছেলেকে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করেছে, কিন্তু ছেলের পিতা বর্তমানে নিজের পেশা ত্যাগ করে (অর্থাৎ মাটির পাত্র তৈরী) ব্যবসা করা শুরু করেছে এবং নিজের পিতৃপেশা ত্যাগ করে দিয়েছে এমন অবস্থায় বিয়ে সঠিক হবে কি?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উত্তর:- যদি এমনই হয় যে, কোন জায়গায় কামারের পেশায়রত লোক দীর্ঘদিন যাবত মাটির কাজ ত্যাগ করে দেয় এবং ব্যবসা অথবা কোন সম্মানজনক পেশায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং লোকদের অন্তরে সে সম্মানিতও হয় তবে বিয়ে সঠিক হবে। তা না হলে হবে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "তাঁতি, ধুপি, নাপিত ও মুছির কালিমা জ্ঞানের কারণে মুছে যায় না। তবে হ্যাঁ! যদি এ সমস্ত লোক দীর্ঘদিন যাবত এ কর্ম ত্যাগ করে এবং লোকেরা সম্মান করে ও লোকদের অন্তরে তার সম্মান এবং সাধারণ দৃষ্টিতে তার সম্মান প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এখন বড় লোকের মেয়ের জন্য সে অপমানের না হয়, তাহলে অন্য কথা।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ১১তম খন্ড, ৭১৫ পৃষ্ঠা)

(৪) সততার মধ্যে যোগ্য হওয়া

প্রশ্ন:- সততার মধ্যে যোগ্য হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর:- সততা দ্বারা উদ্দেশ্য খোদাভিরুতা, সুন্দর চরিত্র এবং বিশুদ্ধ আকিদার মধ্যে সম পর্যায়ের হওয়া।

প্রশ্ন:- পাপী বাপের নেক মেয়ে যদি অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে কোন পাপীকে বিয়ে করে নেয়, তবে বিয়ে হবে কি না?

উত্তর:- এমন বিয়ে হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

পাপী ও খোদাভিরুর কন্যা

প্রশ্ন:- একটি যুবক মদ পান করে এবং তার এই কাজটি লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, এই মদ্যপায়ী ছেলে কি খোদাভিরু ও পরহেযগার পিতার কন্যার যোগ্য হতে পারবে?

উত্তর:- যোগ্য হতে পারবে না। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "**বাহারে শরীয়াতে**"র ৭ম অংশের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন: "পাপী ব্যক্তি খোদাভিরু লোকের মেয়ের যোগ্য নয়। যদিওবা সে মেয়ে খোদাভিরু ও পরহেযগার না হয়। (দুররে মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা) আর এটা প্রকাশ্য যে, মন্দ আকীদা মন্দ (বদ) আমলের চেয়েও নিকৃষ্ট। এজন্য সুন্নি মেয়ের যোগ্য, সেই বদ মাযহাব হতে পারে না, যার বদ মাযহাবী কুফরের সীমান্তে পৌছে নাই এবং যার বদ মাযহাবী কুফরের সীমান্তে পৌছে গেছে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে গেছে) তার সাথে তো বিয়েই হবে না। কেননা, সে তো মুসলমানই নয়। যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা।"

(বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

(৫) সম্পদের মধ্যে যোগ্যতা

প্রশ্ন:- সম্পদের মধ্যে যোগ্যতা দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর:- সম্পদের মধ্যে যোগ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; পুরুষের নিকট এতটুকু পরিমাণ সম্পদ থাকা, যা দিয়ে সে নগদ মোহর আদায় করতে পারবে এবং খরচাদি দেয়ার উপর সক্ষম হওয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

যদি কোন কাজই না করে, তবে ১ মাসের খরচাদি দেয়ার উপর সক্ষম হওয়া। তা না হলে প্রতিদিনের মুজুরি এতো পরিমাণে হওয়া যা দ্বারা মহিলার প্রতিদিনের খরচাদি দিতে পারে। সম্পদের দিক থেকে সে তার সমপর্যায়ের হওয়া আবশ্যক নয়।

(বাহারে শরীয়াত, ৭ম অংশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

কুফু (যোগ্যতা) সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক

প্রশ্ন:- নাবালিগ ও নাবালিগার বিয়ের জন্যও কি যোগ্যতা আবশ্যক?

উত্তর:- নাবালিগ ছেলে অথবা মেয়ে স্বয়ং ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুলের অধিকার রাখে না। এইজন্য তাদের বিয়ের জন্য তাদের অভিভাবকের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। নাবালিগের বিয়ে তো অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে হতেই পারে না। অতএব কতিপয় অবস্থায় এখানেও যোগ্য হওয়া বিয়ের জন্য শর্ত। যেমন; একটি অবস্থা হলো; “নাবালিগা মেয়ের বিয়ে যখন পিতা-মাতার অনুপস্থিতে অন্য কোন দূরবর্তী অভিভাবকের উপস্থিতিতে হয় তখন যোগ্যতা হওয়া আবশ্যক।” এমনিভাবে নাবালিগার বিয়ে তার পিতা শুধু মাত্র একবারই যোগ্যতা ব্যতিত দিতে পারবে। এই একজনের বিয়ে দেয়ার পর পিতার এখন আর কোন মেয়ের বিয়ে যোগ্যতা ব্যতিত দেয়ার অনুমতি নেই। অতএব নাবালিগার বিয়ের ব্যাপারে আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“ফতোওয়ায়ে রযবীয়া”** ১১তম খন্ডের, ৭১৭ পৃষ্ঠায় বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

"আর যদি (মেয়ে) নাবালিগা হয় এবং তার বিয়ে বাপ, দাদা ব্যতিত অন্য কোন অভিভাবক যদিওবা সে প্রকৃত ভাই অথবা চাচা অথবা মা এমন ব্যক্তির সাথে দেয় (যে নাবালিগা মেয়ের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের), তাহলে সেটা বাতিল, অভিশপ্ত এবং বাপ দাদাও একবারই এমন করতে পারবে। (যাতে ছেলে মেয়ের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের) দ্বিতীয়বার যদি কোন মেয়ের বিয়ে এমন নিম্ন (পর্যায়ের) ব্যক্তির সাথে দিয়ে দেয়। তবে এই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন:- মেয়ে কোন ব্যক্তির সাথে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলো, বিয়ের সময় সে ব্যক্তি মেয়ের যোগ্য ছিলো কিন্তু পরে খারাপ পথে চলে যায় এবং জন সম্মুখে মদ পান করে। এই অবস্থায় কি বিয়েতে কোন প্রভাব পড়বে?

উত্তর:- শুধুমাত্র বিয়ের সময়ই যোগ্যতার উপর আস্থা রাখবে। জিজ্ঞাসাকৃত অবস্থায় ছেলে যখন বিয়ের সময় যোগ্য ছিলো। তবে বিয়ে হয়ে গেছে এবং পরক্ষনে ছেলে খারাপ পথে চলে যাওয়াতে বিয়েতে কোন প্রভাব পড়বে না। "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**"য় বর্ণিত রয়েছে: "যোগ্যতার গ্রহণযোগ্যতা শুধুমাত্র বিয়ের মুহুর্তে রয়েছে। যদি সেই মুহুর্তে যোগ্যতা ছিলো, অতঃপর যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা গন্য হবে না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- যায়েদ বকরকে যেকোনভাবে সন্তুষ্ট করলো যে, সে যায়েদের যোগ্য এবং বকর তার কথায় বিশ্বাস করে নিজের যোগ্য মনে করে তার নাবালিগা মেয়েকে যায়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলো। বিয়ের কিছু দিন পর জানা গেলো, যায়েদ যোগ্য নয়। এই অবস্থায় কি বিয়ে হয়ে যাবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

উত্তর:- যখন অভিভাবক মেয়েকে কারো কাছে যোগ্য মনে করে বিয়ে দেয় অর্থাৎ এই শর্ত সাপেক্ষে আপনি এই মেয়ের যোগ্য, পরক্ষনে ছেলের সেই যোগ্যতা নেই বলে প্রমানিত হলো, তাহলে গ্রহণযোগ্য ফতোয়া অনুসারে এমন বিয়ে হবেই না।

(সংকলিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৭২৫-৭২৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- যদি কোন বালিগা মেয়ে নিজেই অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে, যে ভুল বর্ণনা ও ধোকাবাজির মাধ্যমে নিজেকে সেই মেয়ের যোগ্য বলে পরিচয় দিয়েছে। যেমন; মেয়ে সৈয়দজাদী ছিলো, ছেলে বিয়ের পূর্বে নিজেকে সৈয়দ বলে প্রকাশ করে কিন্তু বিয়ের পর সত্য সামনে এলো যে, সেই ব্যক্তি সৈয়দ নয় বরং শেখ বংশের। এমতাবস্থায় বিয়ে শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর:- বিনা অনুমতিতে যাকে বিয়ে করেছে, সে মিথ্যা বলে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করেছিলো এবং বিয়ের পর সে যোগ্য না হওয়ার প্রমাণ হয়ে যায়, তাহলে শরীয়াত অনুযায়ী এ বিয়ে হবে না, বরং এই বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(সংগ্রহিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১তম খন্ড, ৭০২, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

অন্যকে পিতা বানানো

স্মরণ রাখবেন! নিজের সত্যিকার পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজের পিতা বলা অথবা নিজের বংশ ও সম্পর্ক ত্যাগ করে অন্য কারো বংশে নিজের সম্পর্ক গড়া হারাম ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজ। এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা হাদীস শরীফে এসেছে;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

উভয় জাহানের সুলতান, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে নিজের পিতা ব্যতিত অন্য কাউকে পিতা বানিয়ে নেয় অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তবে তার উপর জান্নাত হারাম।"

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৬৬)

বিয়ে কার্ডে পিতার নাম ভুল দেওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে সেই সব লোক শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা পালিত সন্তানের মন রাখার জন্য নিজেকে তার সত্যিকার পিতা হিসেবে পরিচয় দেন এবং সে সরল মনা সন্তানও তাকে সারা জীবন নিজের সত্যিকার পিতা মনে করে। তার প্রকৃত পিতাকে ইছালে সাওয়াব ও তার জন্য দোয়া করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। স্মরণ রাখবেন! প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, এবং বিয়ের র্কাড ইত্যাদিতে সত্যিকার পিতার স্থলে পালিত পিতার নাম লিখানো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তালাক প্রাপ্ত মহিলা অথবা বিধবা মহিলাও নিজের পূর্বের ঘরের সন্তানকে তার সত্যিকার পিতার ব্যাপারে না জানিয়ে আখিরাত ধ্বংসের পথ তৈরী করবেন না। সাধারণত কথাবার্তায় কাউকে আব্বাজান বলে দিলে কোন সমস্যা নেই। এটা তখনই হবে যখন সবাই এ ব্যাপারে জানবে যে, সে তার প্রকৃত পিতা নয়। জ্বী হ্যাঁ! যদি এমন আব্বাজানকে কেউ আপন পিতা বলে প্রকাশ করে, তবে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের ভাগিদার হবে। শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "বর্তমানে অসংখ্য লোক নিজেকে সিদ্দিকি, ফারুকী, ওসমানী ও সৈয়দ বলে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা এমন কাজ করে কত বড় গুনাহের সাগরে পতিত হচ্ছে, দয়ালু **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুক এবং এই হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ থেকে তাদেরকে তাওবা করার তৌফিক দান করুক।" (আমীন)

(জাহান্নামের ভয়াবহতা, ১৮২ পৃষ্ঠা, সংকলিত)

প্রশ্ন:- ধার্মিক ব্যক্তি অথবা ছেলেকে মেয়ে বিয়ে দেয়া আমাদের সামাজে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) অপমান মনে করা হয় এবং এমন বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, অমুকের মেয়েকে কেউ বিয়ে করেনি এজন্য মৌলভীর হাতে তুলে দিয়েছে। এমন চিন্তাভাবনা রাখা কেমন? এবং এই অপমানকে কি যোগ্যতার মধ্যে গন্য করা হবে?

উত্তর:- যে চিন্তা ভাবনা কোরআন ও হাদীসের সাংঘর্ষিক, তা বাতিল এবং এমন চিন্তভাবনা করার কখনো অনুমতি দেয়া হবে না। পবিত্র শরীয়াত তো এই চিন্তা ভাবনাই দিয়েছে যে, বিয়ে করার সময় ধর্ম ও দ্বীনকে প্রাধান্য দাও। যেমনিভাবে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলাকে চারটি গুনের কারণে বিয়ে করা হয় (অর্থাৎ বিয়েতে এই চারটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা হয়) (১) সম্পদ (২) বংশ (৩) সৌন্দর্য্যতা এবং (৪) ধার্মিকতা এবং তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৯০)

বর্ণিত হাদীস শরীফটি শুধুমাত্র মেয়ে যাচাই বাচাই সম্পর্কে। কিন্তু শরীয়াতের উদ্দেশ্য এবং **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ ও সন্তুষ্টিরও সংবাদ দেয় যে, ধার্মিককে প্রাধান্য দেয়া হোক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অতএব ছেলে বাচাই করার সময় যখন যোগ্যতার অন্য শর্তগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। তখন ধার্মিক ছেলেকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং প্রশ্নে উল্লেখিত চিন্তা ভাবনাকে কখনো গ্রহণ করবেন না। পাপী লোকদের সাথে সম্পর্ককারী দুনিয়াবী পর্যায়ে নিজের কাজকে যতই ভাল মনে করুক না কেন, কিন্তু এতে আখিরাতের ক্ষতিই ক্ষতি। একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "যে নিজের কন্যাকে কোন মদ্যপায়ীর সাথে বিয়ে দিল, সে যেন তার কন্যাকে 'যিনা'য় ধাবিত করে দিল।" কেননা মদ্যপায়ী যখন নেশা অবস্থায় থাকে, তখন কতবারই যে তালাক সংগঠিতকারী কথা বলে ফেলে। আর এমনিভাবে তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, কিন্তু তার খবরও থাকে না। (তাম্বীহুল গাফিলীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- ইসলাম তো এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ফর্সা ব্যক্তি কালো ব্যক্তির উপর এবং কালো ব্যক্তি ফর্সা ব্যক্তির উপর কোন মর্যাদা নেই। তার পরেও বিয়ের ব্যাপারে জাত ও বংশে এতো গুরুত্ব কেন দেয়া হয়?

উত্তর:- ইসলাম যে বলেছে, ফর্সা ব্যক্তি কালো ব্যক্তির উপর ও কালো ব্যক্তি ফর্সা ব্যক্তির উপর কোন মর্যাদা নেই। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; সমস্ত মুসলমানের ধন-সম্পদ, মানসম্মান ও জানের হিফাযত যেন কোন পার্থক্য ছাড়াই করা হয় এবং মান সম্মান ও ইজ্জতের মধ্যে যেন কাউকে তুচ্ছ মনে না করে। অনূরূপ ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূলের** যে আহকাম রয়েছে, তার উপর আমল কারাতেও সবাই সমান। ফর্সা কালোর উপর এবং কালো ফর্সার উপর কোন মর্যাদা নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

এই কথারও কোন ভিত্তি নেই যে, যদি গরিব অপরাধ করে, তবে সে শাস্তি পাবে, এবং ধনীরা যদি অপরাধ করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতএব প্রশ্নের মধ্যে ইসলামের যে কার্যকারিতার বর্ণনা করা হয়েছে তা একেবারে সঠিক। কিন্তু এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকী রইলো বিয়েতে জাত, বংশ ও কাজকর্ম ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখা। প্রথমতো; এটা বিভক্ত করার আদেশও ইসলাম দিয়েছে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিজের মেয়েকে কুফুর (যোগ্যতার) দিকে দৃষ্টি রেখে বিয়ে দাও।"

(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৭ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৬০)

"**তিরমিযী শরীফে**" আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "হে আলী (كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم) তিনটি কাজে দেরী করো না। (১) যখন নামাযের সময় আসবে। (২) যখন জানাযা উপস্থিত থাকবে। (৩) অবিবাহিত মেয়ের জন্য যখন যোগ্যতা সম্পন্ন স্বামী পাওয়া যায়।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯, হাদীস: ১০৭৭) **দ্বিতীয়ত:** যেহেতু বিয়ে একটি পুরো জীবন একত্রে থাকার বন্ধন, যাতে মন মানসিকতা এক হওয়া ও স্বভাবে মিল হওয়ার নিশ্চয়তাও খেয়াল রাখা খুবই আবশ্যক। যে কোন জোড়ার সাফল্যময় জীবনের জন্য শুধুমাত্র এটাই নয় যে, তাদের উভয়ের মধ্যে একতা ও সমন্বয় হওয়া আবশ্যক বরং উভয় পক্ষের বংশের মধ্যেও সমন্বয় হওয়া আবশ্যক এবং যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য বাছাই করাটা সাহায্য করে। এ কারণে এদিকে মনোযোগ দেয়ার হুকুম রয়েছে।

www.dawateislami.net

তৃতীয়ত: যোগ্যতার বিষয়টি আসলে অভিভাবকের হকের অনুযায়ী হওয়া অর্থাৎ বাপ, দাদা ইত্যাদি যেহেতু তারাই অভিবাবক। যোগ্যতার দিকে মনোযোগী না হওয়াতে লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র এই অভিবাবকরাই হয় এবং তাদের যে কি পরিমাণ লজ্জার মখোমুখি হতে হয়, তা কারো নিকট গোপন নয়। এ কারণে তাদেরকে অপমান থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং তাদেরকেই যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং মেয়ে যদি তাদের বিনা অনুমতিতে অন্য কোথাও অযোগ্যকে বিয়ে করে ফেলে, তবে অভিভাবকের হকের দিকে মনোযোগ না দেয়ার কারণে বিয়ে না হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সন্দেহ করা কেমন?

প্রশ্ন:- স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সন্দেহের কারণে একে অপরের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া কেমন?

উত্তর:- কবিরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বর্তমানে এই সমস্যাটি খুবই বেশি। অনেকে সন্দেহের বশে কুধারণা ও অপবাদের মাধ্যমে নিজের সাজানো সংসারকে নিজের হাতেই নষ্ট করে দেয়। সন্দেহের কারণে কখনোও স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যাভিচারিনী এবং কখনোও স্ত্রী তার স্বামীকে অন্য মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করে, উভয়ে শুধু মাত্র সন্দেহের কারণে পরস্পরের উপর অপবাদ চাপিয়ে দেয়, ঝগড়া-বিবাদ করে এবং পরস্পর পরস্পরের বংশের উপর সেই কলঙ্কের দাগ লাগায়, সাত সমুদ্রের পানিও যে দাগকে ধুতে পারবে না! এমন লোকদের উচিত যে, তারা যেন **আল্লাহ্ তাআলা** কে ভয় করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ قَذۡفَ الۡمُحۡصَنَةِ یَهۡدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ অর্থাৎ কোন পবিত্রা মেয়ের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া, একশ বছরের নেকী সমূহকে বরবাদ করে দেয়।" (মুজামুল কাবির লিত তাবারানী, ৩য় খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০২৩) এই হাদীসে পাক থেকে সেই সকল স্বামীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে নিজের পবিত্রা স্ত্রীর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়ে থাকে। এছাড়া সেই সকল স্ত্রীগনও শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা নিজের স্বামীর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কথাবার্তা বলে। শুধু তাই নয় তার উপর ব্যাভিচারের অপবাদও চাপিয়ে দেয় এবং চারদিকে এরূপ বলতে থাকে যে, পরিবারে তো সময় দেয় না, শুধুমাত্র নিজের প্রেমিকার নিকট পড়ে থাকে, সব টাকা পয়সা তাকেই দিয়ে আসে, তার সাথে ব্যভিচার করে ইত্যাদি।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,
কবর মে ওয়ার না সাযা হুগি কড়ি।

কাউকে দুঃশ্চরিত্রা (বেশ্যা) বলা কেমন?

প্রশ্ন:- আজকাল অনেক নারীরা রাগের মাথায় একে অপরকে "বেশ্যা" বলে গালি দেয়, তার কি পরিণাম হবে?

উত্তর:- এই বাক্যটি মারাত্মক মনে কষ্ট প্রদানকারী বাক্য, অনেক বড় ও খারাপ গালি এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

গালী-গালাজের ইহকালীন (দুনিয়াবী) শাস্তি

যে সব লোকেরা কথায় কথায় খারাপ গালি দেওয়ায় অভ্যস্ত। তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের কেউ আটকাবে না। (সাধারনত প্রতিটি গালি লিখা অসম্ভব দুটি উদাহরন উপস্থাপন করছি) যেমন; যদি কাউকে وَلَدُالزِّنَا অর্থাৎ যেনাকারীনীর বংশধর বলে অথবা কোন পবিত্রা নারীকে যেনাকারীনী বলে। (যেমনটি নারীরা সাধারণত একে অপরকে রাগের মাথায় বলে থাকে) এ সবগুলো অপবাদ এবং হারাম ও কবিরা গুনাহ। এখানে এই দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না যে, আমি তো এমনিতেই বলে দিয়েছি, আমার নিয়্যতই ছিলো না। স্মরণ রাখবেন! এতে পরকালীন শাস্তি তো আছেই, ইহকালেও অনেক সময় কঠোর শাস্তি রয়েছে। যেমন; যদি কোন পুরুষ অথবা মহিলা অন্য মহিলাকে যেনাকারীনী বলে, তবে ইসলামী আদালতে মামলা হওয়াবস্থায় যদি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে তবে সেই অপবাদ প্রদানকারীর উপর ৮০টি চাবুক মারা হবে এবং এমন অপবাদ প্রদানকারীর সাক্ষ্যও ভবিষ্যতে কোন কার্যাদিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। (এই বিধান মুহসিন ও মুহসিনার অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মহিলা, স্বাধীন, জ্ঞানী, বালিগ ও পবিত্র লোকদের উপর অপবাদ লাগানোর) যেনার অপবাদকে "ক্বয্ফ" ও অপবাদ প্রদানকারীকে ক্বাযিফ" এবং ইসলামী আদালত থেকে প্রাপ্ত শাস্তিকে "হদ্দে ক্বযফ" বলে। যাই হোক যেনার অপবাদ দানকারী পুরুষ বা মহিলাকে শুধুমাত্র দুটি জিনিসই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। (১) যার উপর অপবাদ দিয়েছে, সে নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়া,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

(২) অথবা অপবাদ দানকারী চারজন এমন সাক্ষী হাকিমে ইসলামের সামনে উপস্থাপন করবে। যারা নিজের চোখে পুরুষ ও মহিলাকে যেনা করতে দেখেছে। আর এই দেখা এতে সহজ নয় এবং তা প্রমান করা আরো কঠিন। তাই শান্তির পথ হলো; যদি কেউ কারো যেনা করার ব্যাপারে অবগত হয়েও যায় তবে তা পর্দার অন্তরালেই থাকতে দেওয়া। যেন আবর্জনা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যায়। তা না হলে বলে দেওয়া অবস্থায় যদি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারলে “মাকযোফ” (অর্থাৎ যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে) এর আবেদনে আপনা পিঠে ৮০ টি চাবুক খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। “**বাহারে শরীয়াতে**” বর্ণিত রয়েছে: “যদি কোন পবিত্রা নারীকে বেশ্যা বলে, তবে এটা ‘ক্বযফ’ এবং (অপবাদ দানকারী) শাস্তির উপযোগী। কেননা, এই বাক্যটি তাদের জন্য ব্যবহার হয়, যারা যেনাকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে।” (বাহারে শরীয়াত, ৯ম অংশ, ১১৬ পৃষ্ঠা)

সন্দেহের ভিত্তিতে অপবাদ দিবেন না

একটু অনুমান করুন, পবিত্র শরীয়াতে মুসলমান নারী পুরুষের মান-সম্মানের কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাদের সম্মান রক্ষার্থে কত শক্তিশালী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিশ্চয় সে খুবই মন্দ লোক, যে কোন মুসলমানের ব্যাপারে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে অথবা কানাঘুষা হওয়া দোষ ত্রুটি অপরের কাছে বর্ণনা করে। সে যেন এটা মনে না করে যে, আজ যদিও কেউ জিজ্ঞাসা করার নাই, কাল কিয়ামতেও কিছু হবে না। দুটি হাদীসে মোবারক শুনুন ও খোদার ভয়ে কেঁপে উঠুন!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

লোহার ৮০টি চাবুক

(১) হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: এক নারী তাঁর দাসীকে ব্যভিচারীনী (যেনাকারীনী) বললো, (এতে) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: “তুমি কি ব্যভিচার (যেনা) করতে দেখেছো?” সে বললো: “না।” তিনি বললেন: “وَالَّذِیۡ نَفۡسِیۡ بِیَدِہٖ لَتُجۡلَدَنَّ لَہَا یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ ثَمَانِیۡنَ অর্থাৎ কসম সেই মহান সত্তার! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন এ কারণে তোমাকে ৮০টি চাবুক মারা হবে।”

(মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, ৯ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮২৯৩)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল মুসাইয়াব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: “যে নিজের দাসীর উপর ব্যাভিচারের (যেনার) অপবাদ দিবে, তাকে কিয়ামতের দিন লোহার ৮০টি চাবুক মারা হবে।”

(প্রাগুক্ত, হাদীস: ১৮২৯২)

দোষ-ত্রুটি গোপন করো জান্নাতে প্রবেশ করো!

প্রশ্ন:- যদি কারো গুনাহের ব্যাপারে জেনে যায়, তখন কি করবে?

উত্তর:- তা গোপন রাখা উচিত। কেননা, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে অন্য কারো কাছে তা প্রকাশকারী গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের ভাগিদার হবে। মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করার মন মানসিকতা তৈরী করুন। কেননা, যে কোন (মুসলমানের) দোষ গোপনে রাখবে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের কোন মন্দ কাজ দেখে তা গোপন করবে, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।”

(মুসনদে আবদ ইবনে হুমাইদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, নম্বর-৮৮৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এজন্য যখনই আমাদের জানা হবে, অমুক مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ্‌র পানাহ!) ব্যভিচার (যেনা) অথবা সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে, কুদৃষ্টি দিয়েছে, মিথ্যা বলেছে, ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, গীবত করেছে অথবা গোপনে এমন কোন কাজ করেছে, যা প্রকাশ করার শরয়ী অনুমতি নেই, তখন আমাদের উপর তা গোপন রাখা আবশ্যক এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করা গুনাহ। নিশ্চয় গীবত ও দোষ প্রকাশ করার শাস্তি সহ্য করা যাবে না।

দোষ প্রকাশ করার শাস্তি

প্রশ্ন:- গীবত ও সম্মানহানি করার শাস্তি বর্ণনা করুন?

উত্তর:- মেরাজ রজনিতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি দৃশ্য এমনও অবলোকন করলেন যে, কিছুলোক তামার নখ দ্বারা আপন চেহারা ও বক্ষদেশকে আছঁড়াচ্ছে, **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিজ্ঞাসা করাতে আরয করা হলো: "এরা লোকদের মাংস ভক্ষন করতো। (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং লোকদের সম্মানহানি করতো।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৭৮) বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"গীবতের ধ্বংসলীলা"** মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে অবশ্যই পড়ে নিন।

যাদুটোনা করানোর অপবাদ

প্রশ্ন:- আজকাল আমিলের (বৈদ্য) কথার উপর নির্ভর করে আত্মীয়রা পরস্পর যাদুটোনা করার অপবাদ দিয়ে থাকে। এটা কেমন?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

উত্তর:- কোন মুসলমানের উপর অপবাদ দেওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আমিলের (বৈদ্য) কথানুযায়ী অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা অনুমানের ভিত্তিতে অথবা ইস্তিখারার মাধ্যমে জানা খবরকে শরীয়াতে দলিল বলা হয় না যে, যার উপর নির্ভর করে কোন মুসলমানের উপর সেই গুনাহের ইঙ্গিত করা যায়। এখানে শরয়ী দলিল হলো; হয়তো অভিযুক্ত (বৈদ্য) নিজেই স্বীকার করে নেয় যে, আমি যাদু করেছি অথবা করিয়েছি। অথবা দুজন মুসলমান পুরুষ অথবা একজন মুসলমান পুরুষ ও দুজন মুসলমান নারী সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা নিজেই তাকে যাদু করতে দেখেছি অথবা করাতে দেখেছি।

অপবাদের শাস্তি

প্রশ্ন:- যাদুটোনা করানো অথবা বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দেয়ার পরকালীন শাস্তিও বর্ণনা করুন, যেন মুসলমান ভয় করে এবং তাওবা করে।

উত্তর:- দুটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

(১) **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) কোন মুসলমানের মন্দ দিক বর্ণনা করে যা তার মধ্যে নেই, তবে তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামিদের আবর্জনা, পুঁজ ও রক্তের মধ্যে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের বর্ণনাকৃত কথা থেকে ফিরে না আসে।”

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৯৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(২) আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: "কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর অপবাদ দেওয়া, আসমান সমূহ থেকেও ভারি গুনাহ।"

(নওয়াদারুল উচুল লিল হাকিমি তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

তাওবার চাহিদা পূর্ণ করে নিন

প্রশ্ন:- যদি কারো দ্বারা অপবাদ দেয়ার গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়। তবে সে কি করবে?

উত্তর:- যদি কেউ শুধুমাত্র কুধারণা অথবা অনুমানের ভিত্তিতে অথবা কানাঘুষা করা কথায় নির্ভর করে কারো প্রতি ব্যভিচার (যেনা), সমকামিতা, কুদৃষ্টি, চুরি, ওয়াদা খেলাফী, যাদুটোনা করানো ইত্যাদির অপবাদ দেয়ার গুনাহ করে বসে, তবে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট তাওবা করবে এবং যাদের সামনে অপবাদ দিয়েছিলো তাদেরকেও নিজের ভুল স্বীকার করে তাওবা করার ব্যাপারে অবহিত করবে। কেননা, যে গরীবকে শরয়ী দলিল ব্যতিত অপমান করেছিলো, তাদের দৃষ্টিতে যেন তার (গরীবের) সম্মান পূর্বের মতো হয়ে যায়। যার উপর মিথ্যা অপবাদ লগিয়েছে সেও যদি এ ব্যাপারে জানে, তবে লজ্জিত হয়ে তার কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে তাকে সন্তুষ্টি করবে। এখানে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) ব্যাভিচারিদের (যেনাকারীদের) উৎসাহ দান করা হচ্ছে না বরং তাদেরকেও তাওবার সমস্ত আহকাম পুরো করতে হবে। তা না হলে ইহকাল ও পরকালে তার জন্য 'কাযিফ' (যেনার অপবাদ প্রদানকারী) এর অনুপাতে আরো বেশি শাস্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এভাবে অপরাধী বরং প্রত্যেক গুনাহগারও যেন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করে, বান্দার হক নষ্ট করাবস্থায় তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার শর্তও পুরো করতে হবে। তা না হলে জাহান্নামের আগুনের ভাগিদার হবে।

করলে তাওবা রবকি রহমত হে বড়ি,
কবর মে ওয়ার না সাযা হোগি কড়ি।

কুধারণা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- দোয়া অথবা ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে কাউকে কান্না করতে দেখে, এটা মনে করা কেমন যে, এই ব্যক্তি সবাইকে দেখানোর জন্য কান্না করছে?

উত্তর:- এটা কুধারণা এবং নেক মুমিনের প্রতি কুধারণা করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **আল্লাহ্ তাআলা** ১৫ পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐ কথার পিছনে পড়োনা, যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

আল্লাহ্ তাআলা ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়;

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(হে লোকেরা) কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কুধারণা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা।" (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৪৩) আইম্মায়ে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "মন্দ ধারণা মন্দ অন্তর থেকে সৃষ্টি হয়।"

(ফয়যুল কাদির লিল মানাভী, ৩য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯০১)

কান্নাকারীর প্রতি কুধারণার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা মকহুল দিমিশ্‌কি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যখন তুমি কাউকে কান্না করতে দেখো, তখন তুমিও তার সাথে কান্নায় রত হয়ে যাও। এই কুধারণা করো না যে, সে লোকদেরকে দেখানোর জন্য কান্না করছে। একবার আমি একজন ব্যক্তিকে কান্না করতে দেখে, কুধারণা করেছিলাম যে, এই ব্যক্তি রিয়াকারী করছে। অতঃপর এ কুধারণার শাস্তি স্বরূপ আমি একবছর পর্যন্ত (খোদার ভয়ে ও ইশ্‌কে রাসূলে কান্না করা) থেকে বঞ্চিত ছিলাম।"

(তাম্বীহুল মুগতারিন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

মৃত স্বামী-স্ত্রীর গোসল দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- স্ত্রী তার মরহুম স্বামীর গোসল দিতে পারবে কি না?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

উত্তর:- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। যদি মৃত্যুর পূর্বে অথবা পরে এমন কোন কাজ সংগঠিত না হয়, যার দ্বারা সে বিয়ের বন্ধন থেকে বের হয়ে যায়।” (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৮১২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- স্বামী মরহুমা স্ত্রীর গোসল কি দিতে পারবে?

উত্তর:- দিতে পারবে না। ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: “যদি স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে, তবে স্বামী তাকে না গোসল দিতে পারবে এবং না স্পর্শ করতে পারবে। (হ্যাঁ) দেখাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।” (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৮১৩ পৃষ্ঠা। দূররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- স্বামী কি তার মরহুমা স্ত্রীর মুখও দেখতে পারবে না?

উত্তর:- মুখ দেখতে পারবে। “**বাহারে শরীয়াতে**” বর্ণিত আছে: “সাধারন মানুষের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ যে, স্বামী তার স্ত্রীর জানাযাকে কাঁধে নিতে পারবে না এবং কবরেও নামাতে পারবে না, মুখও দেখতে পারবে না। এটা একেবারে ভুল। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং তার দেহকে কোন আড়াল ব্যতিত স্পর্শ করাতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।” (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৮১২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন:- স্বামী তার মরহুমা স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না, কিন্তু স্ত্রী তার মরহুম স্বামীকে গোসল দিতে পারবে, এতে কি হিকমত রয়েছে?

উত্তর:- স্বামীর ইন্তেকালের সাথে সাথেই বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দত পর্যন্ত কিছু আহকামের কারণে বিয়ে অবশিষ্ট থাকে। যেমনিভাবে- আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: “স্বামী ইন্তেকালের পর স্ত্রীকে দেখতে পারবে।

www.dawateislami.net

কিন্তু তার দেহকে স্পর্শ করার অমুমতি নেই (এবং তা) এজন্য যে মৃত্যু হওয়াতে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দতে থাকবে আপন মৃত স্বামীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে, তাকে গোসল দিতে পারবে। ইতিপূর্বে যেন তালাক বাইন (অর্থাৎ এমন তালাক যাতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র ফিরে আসলে কাজ হয় না) না হয়। এজন্য যে, ইদ্দতের কারণে স্ত্রীর হক্বে তার বিয়ে অবশিষ্ট থাকে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

হে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং বিবি ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর সদকায় আমাদের সকল ইসলামী বোনদেরকে পর্দা ও চার দেওয়ালের মাঝে অবস্থান করে গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করো এবং বাস্তবিক মাদানী বুরকা সহকারে শরয়ী পর্দা করার তাওফীক দান করো। আমাকে ও সকল উম্মতকে মাগফিরাত করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১লা রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩০ হিজরি
২৪-০৬-২০০৯ ইংরেজি

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

১	কুরআন শরীফ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস	২০	মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
২	কানযুল ঈমানের অনুবাদ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস	২১	মু'জামুল কবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
৩	তাফসীরে মাদারিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	২২	মুজামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪	তাফসীরে দুররে মুনছুর	দারুল ফিকির, বৈরুত	২৩	জামেউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৫	তাফসীরে আহমদিয়া	পেশাওয়ার	২৪	মাযমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৬	রুহুল বয়ান	কোয়েটা	২৫	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৭	তাফসীরে সূরা ইউসুফ	ফযলে নূর একাডেমী	২৬	আল ইহসানু বিতারতীব সহীহ ইবনে হাব্বান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮	খাযায়িনুল ইরফান	রযা একাডেমী, মুম্বাই, ভারত	২৭	কাশফুল খিফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৯	নূরুল ইরফান	পীর ভাই এন্ড কোম্পানী	২৮	আল কামিলু ফি যি'ফাউর রিজাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০	সহীহ বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	২৯	মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১১	সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	৩০	আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	৩১	আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৩	সুনানে নাসায়ী	দারুল হিল, বৈরুত	৩২	হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৪	সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	৩৩	শরহে মুসলিম লিন নববী	আফগানিস্তান
১৫	সুনানে ইবনে মাজাহ্	দারুল মারেফা, বৈরুত	৩৪	মিনকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৬	সুনানে দারু কুতনী	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান	৩৫	আশইয়াতুল লুমআত	কোয়েটা
১৭	আস সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৩৬	ফয়যুল কদীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৮	শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৩৭	মিরাতুল মানাযিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স
১৯	মুসতাদরিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	৩৮	হিদায়া	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী

www.dawateislami.net

৩৯	ফতোওয়ায়ে কাযী খাঁ	কয়োটা	৫৯	কুররাতুল উয়ুন	কোয়েটা
৪০	বাহরুর রায়িক	কোয়েটা	৬০	তারীখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪১	মুহীতে বোরহানী	দারূল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	৬১	মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪২	বাদাইয়ে সানায়ে	দারূল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	৬২	রিসালাতুল কুশাইরিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৩	তাবিইনুল হাকায়িক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	৬৩	রওযুর রিয়াহিন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৪	ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	দারূল ফিকির বৈরূত	৬৪	হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৫	দুররে মুখতার	দারূল মারেফা, বৈরুত	৬৫	বাহরুদ দুমু	মাকতাবা দারূল ফযর, দামেশ্‌ক
৪৬	রদ্দুল মুহতার	দারূল মারেফা, বৈরূত	৬৬	তাম্বীহুল মুগতারিন	দারূল বাশাইর, বৈরুত
৪৭	ফতোয়ায়ে খাইরিয়া	বাবুল মদীনা করাচী	৬৭	তাম্বীহুল গাফিলিন	পেশওয়ার
৪৮	মাফাতিহুল হান্নান	বৈরুত	৬৮	ইহইয়াউল উলুম	দারূ ছাদের, বৈরুত
৪৯	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর	৬৯	ইত্তিহাফুস সা'দাত	ইনতিশারাতিল গঞ্জিনা, তেহরান
৫০	ফতোওয়া মালেকুল উলামা	মুজমাউর রযবী, বেরেলী	৭০	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইনতিশারাতিল গঞ্জিনা, তেহরান
৫১	ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া	মাকতাবায়ে রযবীয়া, করাচী	৭১	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৫২	ফতোওয়ায়ে নঈমিয়া	মাকতাবায়ে ইসলামিয়া	৭২	কিতাবুল কাবাইর	পেশওয়ার
৫৩	ওয়াকারূল ফতোওয়া	বযমে ওয়াকারুদ্দিন	৭৩	তাবলিসে ইবলিস	বৈরুত
৫৪	ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর	৭৪	তাযকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাতিল গঞ্জিনা, তেহরান
৫৫	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা	৭৫	আখবারুল আখইয়ার	ফারূক একাডেমী
৫৬	আহকামে শরিয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা	৭৬	জযবুল কুলুব	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
৫৭	আল মালফুয	মাকতাবাতুল মদীনা	৭৭	মাদারিজুন নবুয়ত	মারকায আহলে সুন্নাত বারকাত রযা
৫৮	শামাইলে মুহাম্মদীয়া	দারূল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী	৭৮	জাহান্নাম কে খতরাত	মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

অপচয় থেকে বাঁচার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) আজ পর্যন্ত যতধরনের অবৈধ অপচয় করেছেন তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে আর কখনও কোন ধরনের অপচয় না করার প্রতিজ্ঞা করে নিন।

(২) অযু গোসলও যাতে সুন্নাত মোতাবেক হয় এবং পানিও যাতে কম খরচ হয় সেরূপ নিয়ম নীতি গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করুন এবং কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু ও বিন্দুরই যে হিসাব নিকাশ হবে তা ভয় করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ৩০ সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যে অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

(৩) অযু করার সময় সাবধানতার সাথে পানির নল চালু করুন। অযুকালীন সময়ে সম্ভব হলে এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন।

(৪) নলের পরিবর্তে লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করলে অপেক্ষাকৃত পানি কম খরচ হয়। তাই যাদের জন্য লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করা সম্ভব তারা লোটা (বদনা) দ্বারাই অযু করুন। আর যদি নলে অযু করা ছাড়া উপায় না থাকে তাহলে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোটা দ্বারা ধৌত করা সহজ তা লোটা (বদনা) দ্বারা ধৌত করে অপরাপর অঙ্গ নল দ্বারা ধৌত করুন। যাতে অপচয় হতে কোনরূপ বাঁচা যায়।

www.dawateislami.net

(৫) মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল, মাথা মাসেহ ইত্যাদি করার সময় পানির নল ভালভাবে বন্ধ রাখুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও অযথা নষ্ট না হয়। এভাবে ভালভাবে নল বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন।

(৬) বিশেষ করে শীতকালে অযু গোসল করার জন্য, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধোয়ার জন্য গরম পানি লাভের আশায় পাইপের জমা ঠান্ডা পানি অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে কোন পাত্রে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

(৭) সাবান দ্বারা হাত-মুখ ধোয়ার জন্য হাতের তালুতে সাবান ফেনায়িত করার সময়ও সাবধানতার সাথে সামান্য পানি নিয়ে তারপর সেখানে সাবান রেখে সাবান ফেনায়িত করুন। যদি প্রথম থেকেই হাতে সাবান রেখে পানি ঢালতে থাকেন, তাহলে পানি বেশি খরচ হবে।

(৮) ব্যবহারের পর পানি নাই এমন দানিতেই সাবান রাখুন। জেনে শুনে পানি বিশিষ্ট দানিতে সাবান রাখলে তা গলে নষ্ট হয়ে যাবে। হাত ধোয়ার বেসিনের কিনারাতে সাবান রাখলেও তা তাড়াতাড়ি পানিতে গলে যাবে।

(৯) পান করার পর গ্লাসের অবশিষ্ট পানি এবং আহার করার পর জগের অবশিষ্ট পানি ফেলে না দিয়ে অন্যকে পান করিয়ে দিন, অন্য কোন কিছুতে ব্যবহার করুন।

(১০) ফল-মূল, তরি-তরকারি, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বিছানা-পত্র ইত্যাদি ধোয়ার সময় এমনকি একটি চায়ের কাপ বা চামচ ধোয়ার সময়ও বর্তমানে যে ব্যাপক হারে পানির অপচয় করতে দেখা যায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ছড়াছড়ি দেখা যায় তা কোন বিবেকবান সুহৃদয় পুরুষের সহ্য হওয়ার মত নয়। হায়! যদি তাদের অন্তরে আমার কথাগুলো গেঁতে যেতো।

www.dawateislami.net

(১১) অধিকাংশ মসজিদ, ঘর, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অনর্থক বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে থাকে এবং অনর্থক বাতি **A.C**, বৈদ্যুতিক পাখা চলতে থাকে। তাই প্রয়োজন সেরে ঘরের বাতি, পাখা এবং **A.C** ও কম্পিউটার ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমাদের সকলকে পরকালীন হিসাব নিকাশকে ভয় করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করা উচিত।

(১২) ইস্তিঞ্জাখানাতে লোটা ব্যবহার করুন। ফোয়ারা দ্বারা শৌচ কর্ম করলে পানিও অপচয় হয় এবং পাও প্রায় নাপাক হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত প্রতিবার প্রস্রাব করার পর এক লোটা (বদনা) পানি নিয়ে **W.C** এর কিনারাতে কিছু পানি এবং ছিটা না পড়ে মত সামান্য উপর থেকে কমোডে অবশিষ্ট পানি ঢেলে দেয়া। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে দুর্গন্ধ ও জীবানু উভয়ই হ্রাস পাবে। ফ্ল্যাশ ট্যাংক দ্বারা কমোড পরিস্কার করতে গেলে প্রচুর পানি খরচ হয়ে থাকে।

(১৩) নল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখলে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিন। অন্যথা পানি নষ্ট হতে থাকবে। মাঝেমধ্যে মসজিদ মাদ্‌রাসার পাইপের নল দিয়েও এরূপ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখা যায়। কিন্তু তা দেখাশুনা করার কেউ থাকে না এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মসজিদ মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটিরই মনে করে থাকে। তাই এরূপ পানি পড়তে দেখলে নিজ দায়িত্ব মনে করে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিয়ে নিজের পরকালীন কল্যাণের পথ সুগম করুন।

(১৪) আহার করার সময় অন্য কোন পানীয় পান করার সময়, ফলমূল কাটার সময় কোন দানা, খাদ্যকনা ও পানীয়ের ফোঁটা যাতে নষ্ট ও অব্যবহৃত না হয়, সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং-এ কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই কিতাবটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ؕ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

মাকতাবাতুল মদীনা Maktaba Tul Madina

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা